~*MASUD RANA SERIES*~

Abar O Shesh (Part I) By Kazi Anwar Hossain

For more free Books,Songs,Software,
PC games,Movies,Natok,
Mobile ringtones,games and themes etc.
please visit
www.murchona.com/forum

Scanned By:

Abu Naser Mohammad Hossain (Sumon)

Email:

anmsumon@yahoo.com,anmsumon@gmail.com

প্রিয় পাঠক

এই বইটিতে, অথবা সেবা প্রকাশনীর অন্য যে-কোন বইয়ে বাঁধাইয়ের ভুলে যদি কোনও ফর্মা বাদ পড়ে কিংবা উল্টো-পাল্টা হয়, তাহলে দয়া করে সেটি সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০—এই ঠিকানায় পোস্ট করুন, আমরা নিজ খরচে একটি ভাল বই আপনার ঠিকানায় রেজিস্টার্ড বুকপোস্টে পাঠিয়ে দেব।

ঢাকার পাঠক হাতে হাতে বদলে নিতে পারবেন।

বইয়ের ভেতর আপনার নাম লিখে থাকলেও ক্ষতি নেই, বরং নামের নিচে ঠিকানাটিও স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখুন, এবং নির্দ্বিধায় পাঠিয়ে দিন।

—প্রকাশক

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।

—লেখক

এক

বেলজিয়ামের ওপর দিয়ে উড়ে গেল প্লেনটা। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের ফ্লাইট ট্রেভেলড।

বেলজিয়াম-ডাচ সীমান্তের কাছাকাছি ইউরো এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল সেন্টার এতোক্ষণ নজর রাখছিল ওটার ওপর, অসটেণ্ড থেকে উপকূল ছাড়িয়ে কয়েক মাইল এগোবার পরই নজর রাখার দায়িত্ব চাপলো লণ্ডন কন্ট্রোলের ওপর। এয়ার ট্রাফিক লণ্ডন কন্ট্রোল সেন্টারটা ওয়েস্ট ড্রেটনের কাছে।

ডিউটিতে আসার মাত্র পাঁচ-সাত মিনিট পর ফ্লাইট ট্রেভেলডের দায়িত্ব নিলো বিল হ্যারিংটন, বোয়িং সেভেন-ফোর-সেভেন জ্যাম্বোকে নির্দেশ দিলো উনত্রিশ হাজার ফুট থেকে বিশ হাজার ফুটে নেমে আসতে। তার রাডার স্কোপে অনেকগুলো প্লেনের একটা ওটা—সবুজ আলোক বিন্দু, সাথে করেসপণ্ডিং নাম্বার ট্রেভেলড, প্লেনের অলটিচিউড আর হেডিং সহ।

সব কিছুই স্বাভাবিক দেখা গেল। সিঙ্গাপুর থেকে বাহরাইন হয়ে দীর্ঘ যাত্রাপথের শেষ ধাপে প্রবেশ করছে প্লেনটা। বিল হ্যারিংটন

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

হিথরো অ্যাপ্রোচ কন্ট্রোলকে জানিয়ে দিলো, তৈরি হও, স্পীডবার্ড টুয়েলভ তোমাদের আকাশসীমায় পৌঁছুচ্ছে।

বড়সড় রাডারস্কোপে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো বিল হ্যারিংটন। স্পীডবার্ড টুয়েলভ নিচে নামছে, স্ক্রীনে দ্রুত নেমে আসছে অলটিচ্যুড নাম্বার। 'স্পীডবার্ড ওয়ান-টু ক্লিয়ারড্ টু টু-ও ; ডেক্টর···।' মাঝপথে থেমে গেল সে, অস্পষ্টভাবে কানে বাজছে হিথরো কন্ট্রোলের তাগাদা—আরো তথ্য দাও। কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই তার। রাডারস্কোপের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে পেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। নাটকীয় দ্রুততার সাথে, অনেকটা যেন ভোজবাজীর মতো, স্ক্রীন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে ফ্লাইট টুয়েলভের ইণ্ডিকেটর নাম্বার। পরমুহূর্তে সেটার বদলে স্ক্রীনে ফুটে উঠলো তিনটে লাল শূন্য। ঘন ঘন জ্বলছে আর নিভছে।

তিনটে লাল শূন্য—প্লেন হাইজ্যাক হওয়ার আন্তর্জাতিক সংকেত।

কণ্ঠস্বর শান্ত, বিল হ্যারিংটন প্লেনের সাথে কথা বলার চেষ্টা করলো, 'স্পীডবার্ড ওয়ান-টু ইউ আর ক্লিয়ারড্ টু টু-ও। তুমি সত্যিই কি "হ্যাঁ" বলছো?'

প্লেনে যদি কোনো বিপদ দেখা দিয়ে থাকে, এ-ধরনের সংলাপ নিয়মিত বিনিময়ের অংশ বলে মনে হবে। কিন্তু না, ফ্লাইট টুয়েলভ কোনো সাড়া দিলো না।

ত্রিশ সেকেণ্ড পর প্রশ্নটা আবার করলো বিল হ্যারিংটন।

তবু কোনো সাড়া নেই।

ষাট সেকেণ্ড পর আবার করা হলো প্রশ্ন।

সাড়া নেই।

তারপর, প্রথমবার হাইজ্যাক হওয়ার সংকেত প্রচারের পঁচানব্বই

সেকেণ্ড পর, স্ক্রীন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল লাল শূন্য তিনটে, সেগুলোর বদলে ফুটে উঠলো পরিচিত ইণ্ডিকেটর নাম্বার—টুয়েলভ। হেডসেটে ক্যাপটেনের গলা পেলো বিল হ্যারিংটন, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সে।

ক্যাপটেন বললেন, 'স্পীডবার্ড ওয়ান-টু। হ্যাঁ, আমরা "হ্যাঁ" বলেছিলাম। বিপদ কেটে গেছে। প্লিজ হিথরোকে সতর্ক করুন। অ্যাম্বুলেন্স আর ডাক্তার দরকার আমাদের। কয়েকজন মারা গেছে, অন্তত একজন গুরুতর আহত। আবার বলছি, বিপদ কেটে গেছে। ইনস্ট্রাকশন অনুসারে আমরা এগোতে পারি তো? স্পীডবার্ড ওয়ান-টু।'

ক্যাপটেন আরো বলতে পারতেন, 'বিপদ কেটে গেছে, মেজর মাসুদ রানাকে সেজন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

দুই

খানিক আগের ঘটনা।

ফ্লাইট বি টুয়েলভের স্টারবোর্ড সাইড, প্যাসেজের ধারে একটা সিট, একজিকিউটিভ ক্লাস। খানিকটা সামনের দিকে ঝুঁকে, একদিকে একটু কাত হয়ে বসে আছে মাসুদ রানা, দেখে মনে হবে উদ্বেগ বা

উত্তেজনার লেশমাত্র নেই ওর মধ্যে। আধবোজা চোখ আর শিথিল পেশীর আড়ালে টপ গিয়ারে রয়েছে ওর মাথা, শরীর নিয়ে রয়েছে বিপজ্জনক একটা ভঙ্গি, পেঁচানো স্প্রিঙের মতো, ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি।

কাছ থেকে খুঁটিয়ে দেখলে মায়াভরা কালো চোখেও ধরা পড়বে উদ্বেগ। সিঙ্গাপুর থেকে প্লেনে ওঠার পরপরই বিপদের গন্ধ পেয়েছে রানা, তারপর বাহরাইন থেকে প্লেন টেক-অফ করার পর সন্দেহ প্রবল হয়েছে। সতর্কতা বিফলে যায়নি, আজ কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।

বাহরাইন থেকেই বিপুল পরিমাণে সোনা তোলা হয়েছে প্লেনে।

বোয়িঙে রানার সাথে ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি-টেরোরিজম অর্গানাইজেশনের চারজন আণ্ডারকাভার এজেন্টও রয়েছে। শার্ক আর কোবরা ক্রমাণ্ড থেকে বাছাই করা এজেন্ট ওরা, সাধারণ আরোহীদের সাথে কার্ট, একজিকিউটিভ আর ট্যুরিস্ট ক্লাসে বসে আছে।

রানার ক্লান্তি আর উত্তেজনা শুধু এই বিমান যাত্রার ফল নয়, সিঙ্গাপুর থেকে লণ্ডনের দীর্ঘ যাত্রায় এবার নিয়ে পরপর তিনবার থাকছে ও। সন্ত্রাসবিরোধী সতর্কতার অংশ হিসেবে কয়েক হপ্তা হলো এই ভূমিকায় দায়িত্ব পালন করছে। শুধু সিঙ্গাপুর টু লণ্ডন রুটেনয়, সারা পৃথিবী জুড়ে এরকম আরো অনেক রুটে সন্ত্রাস আর হাইজ্যাক বিরোধী সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। সম্প্রতি প্রায় পনেরোটা দেশে বিমান হাইজ্যাক হওয়ায় জাতিসংঘের বিশেষ অনুরোধে ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি-টেরোরিজম অর্গানাইজেশন এই সতর্ক প্রহরার আয়োজন করেছে।

অথচ আশ্চর্য, আজ পর্যন্ত কোনো টেরোরিস্ট গ্রুপ এই সব হাই-

জ্যাকিং ঘটনার দায়িত্ব স্বীকার করেনি। এদিকে মাঝারি আর বড় মাপের এয়ারলাইন্স কোম্পানীগুলো ব্যাপক হারে প্যাসেঞ্জার হারাতে শুরু করেছে। প্রচার মাধ্যম আর সরকারগুলো যতোই অভয়বাণী শোনাক, সাধারণ বিমান আরোহীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে আতংক।

অতি সম্প্রতি ঘটে যাওয়া প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা গেছে হাইজ্যাকাররা ছিলো চরম নিষ্ঠুর। আরোহী আর ক্রুরা পাইকারীহারে মারা গেছে। হাইজ্যাক করা কোনো কোনো প্লেনকে বিপজ্জনক আর দুর্গম পাহাড়ী এলাকার কোনো গোপন এয়ারফিল্ডে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সর্বশেষ ঘটনাটাই ধরা যাক—ওটা ছিলো সেভেন-ফোর-সেভেন জাম্বো, ক্যাপটেনকে হাইজ্যাকাররা সুইস আল্পস-এ নিয়ে যেতে বলে জাহাজ। সমুদ্রপিঠ থেকে কয়েক হাজার ফুট উঁচুতে সমতল একটা জায়গা তৈরি করা হয়েছিল আগেই, কিন্তু জায়গাটা দুই উপত্যকার মাঝখানে ঢাকা ছিলো। ল্যাণ্ড করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন ক্যাপটেন, বিধ্বস্ত হয় প্লেনটা। আরোহী বা হাইজ্যাকার, কারো লাশই চেনার উপায় ছিলো না।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিরাপদেই নেমেছে প্লেনে। লুঠ করা সোনা, টাকা, অলংকার ইত্যাদি নিয়ে ছোটো একটা প্লেনে উঠে গেছে হাইজ্যাকাররা, যাবার সময় হাইজ্যাক করা প্লেনটা বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়ে গেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে মুহূর্তের দ্বিধা বা হস্তক্ষেপ বয়ে নিয়ে এসেছে অকস্মাৎ মৃত্যু—ক্রুদের, আরোহীদের, এমনকি শিশুদেরও।

এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ছিলো বাংলাদেশ বিমানের বোয়িং হাইজ্যাক হওয়ার ঘটনাটা। বোয়িঙে পাঁচ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের অলংকার আর অ্যান্টিকস তোলা হয় আবুধাবী থেকে, সবই সহজে বহনযোগ্য। হাইজ্যাকাররা সে-সব হাতিয়ে নিয়ে প্লেনটাকে নিচে

amsumon@yahoo.com www.murchona.com ©

নামাতে বলে, তারপর প্যারাস্যুট নিয়ে বেরিয়ে যায় প্লেন থেকে। এ-যাত্রায় প্রাণ বেঁচে যাওয়ায় আরোহীরা যখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে, রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে বোমা ফাটিয়ে আকাশ থেকে গায়েব করে দেয়া হয় বোয়িংটাকে।

ছয় হপ্তা হলো হাইজ্যাকিং বিরোধী সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। গত দুটো ফ্লাইটে রানার অংশগ্রহণ ছিলো ঘটনাবিহীন। কিন্তু এবার ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে, কিছু একটা ঘটবেই ঘটবে।

সিঙ্গাপুর থেকে প্লেনে ওঠার পর আরোহীদের মধ্যে চারজন লোককে দেখে সন্দেহ হয় ওর। চারজনই শক্ত-সমর্থ, কারো বয়সই ত্রিশের বেশি নয়। প্রত্যেকে দামী স্যুট পরে আছে, সাথে একটা করে ব্রিফকেস, যেন ব্যবসায়ী। চারজনই তারা একজিকিউটিভ ক্লাসে বসেছে, দু'জন সেন্ট্রাল সেকশনের পোর্ট সাইডে, রানার বাঁ দিকে। বাকি দু'জন সামনের দিকে, রানার কাছ থেকে পাঁচ সারি দূরে। চেহারায় ট্রেনিং পাওয়া সৈনিকের ভাব থাকলেও চারজনই তারা চুপ-চাপ এবং শান্ত।

তারপর, বাহরাইনে যাত্রাবিরতির সময় প্লেনে উঠে এলো মূর্তিমান বিপদ। প্রায় দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের সোনা, কারেন্সি আর ডায়মণ্ড তোলা হলো প্লেনে. ওগুলোর পিছু পিছু আরো উঠলো তিনজন যুবক আর একটা মেয়ে। মেয়েটা সুন্দরী, চুল কালো, কিন্তু চেহারা এমন থমথমে, যেন শক্ত পাথর। তার পুরুষ সঙ্গীরা মেদহীন, খাটো, হাবভাব দেখে মনে হয় ট্রেনিং পাওয়া গেরিলা।

উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়াবার ছলে সিট ছেড়ে একবার উঠেছিল রানা, নবাগত আরোহীরা কে কোথায় বসেছে দেখে এসেছে। সন্দেহজনক ব্যবসায়ীদের মতো এই চারজনও জোড়ায় জোড়ায় বসেছে, তবে

সবাই রানার পিছনে, ট্যুরিস্ট ক্লাসে।

শার্ক আর কোবরা কমাণ্ডোদের মতো রানাও সশস্ত্র। ওর সাথে নতুন একজোড়া থ্রোয়িং নাইফ রয়েছে। একটা ওর প্রিয় পজিশনে, বাম বাহুর ভেতর দিকে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো। আরেকটা পিঠে, শিরদাঁড়ার পাশে। আন্তর্জাতিকভাবে সুখ্যাত এবং নির্ভরযোগ্য একটা রিভলভারও রয়েছে ওর সাথে, যেটা উড়ন্ত অবস্থায় প্লেনের ভেতর ব্যবহার করা যাবে নির্ভয়ে।

রিভলভারটা ছোটো, পয়েন্ট থ্রি-এইট বোর, কারট্রিজে চার্জের পরিমাণ খুবই সামান্য। ফ্র্যাগমেনটেশন বুলেট—মারাত্মক শুধুমাত্র কয়েক ফুট দূর থেকে, কারণ ওটার গতি দ্রুত কমে যায়, আর বুলেট ফেটে যাওয়ায় এয়ারফ্রেম বা প্লেনের ধাতব আবরণ ভেদ করতে পারে না।

কমাণ্ডোরাও সবাই রানার মতো সশস্ত্র, তাদের ট্রেনিংও কোনো খুঁত নেই, তবু প্লেনে রিভলভার থাকায় খুশি নয় রানা, যতোই না কেন বলা হোক নিরাপদ। প্লেনের গা বা জানালার খুব কাছাকাছি থেকে গুলি করা হলে, বুলেটটা যদি সরাসরি ঢোকে, মারাত্মক ডিপ্রে-শারাইজেশন সমস্যা দেখা দেবে। নিজেকে নিয়ে ওর তেমন কোনো ভাবনা নেই, যাই ঘটুক ছুরি দিয়েই সামলাতে পারবে। তবে টার্গেট কাছাকাছি চলে এলে আলাদা কথা, তখন অবশ্যই রিভলভারটা ব্যবহার করবে ও। কাছাকাছি বলতে এক্ষেত্রে ওর হিসেবে দু'ফুট।

দৈত্যাকার সেভেন-ফোর-সেভেন মৃদু ঝাঁকি খেলো, সেই সাথে এঞ্জিনের আওয়াজে ক্ষীণ পরিবর্তন লক্ষ্য করলো রানা, ওরা নিচে নামতে শুরু করেছে এ তারই লক্ষণ। সম্ভবত এই মাত্র বেলজিয়ান উপকূল ছাড়িয়ে এসেছে বোয়িং, আন্দাজ করলো ও, চোখ জোড়া

ahmshimon@yahoo.com
www.murchona.com

কেবিনের চারদিকে ঘুরছে, সতর্কতার সাথে অপেক্ষায় আছে।

নিরেট দর্শন স্বর্ণকেশী স্টুয়ার্ডেস রানার কয়েক সারি সামনে ব্যব-সায়ী দু'জনকে সফ্‌ট-ড্রিঙ্কের ক্যান দিলো। মেয়েটাকে প্যাসেজ ধরে আসা-যাওয়া করতে বেশ অনেকবার দেখেছে রানা। তার মুখের দিকে চোখ পড়তেই পলকের মধ্যে বুঝে নিলো রানা কোথাও কোনো গোলমাল আছে। মুখে ধরে রাখা স্থির হাসি অদৃশ্য হয়েছে, আরোহী দু'জনের দিকে খুব বেশি ঝুঁকে রয়েছে সে, ফিসফিস করে কি যেন বলছে তাদেরকে।

চট্‌ করে একবার বাঁ দিকে তাকালো রানা, স্যুটেডবুটেড ব্যবসায়ী-দের দ্বিতীয় জোড়া যেখানে বসে আছে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে স্টুয়ার্ডেসের দিকে তাকিয়েছিল ও, সেই ফাঁকে অদৃশ্য হয়েছে লোক দু'জন।

মাথা ঘুরিয়ে তাদের একজনকে দেখতে পেলো রানা। হাতের জিনিসটাকে মনে হলো বিয়ারের ক্যান, ওর পিছনের প্যাসেজে ছোটো গ্যালির কাছে, একজিকিউটিভ ক্লাসের পিছন দিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। ইতিমধ্যে সামনের গ্যালিতে অদৃশ্য হয়ে গেছে স্টুয়ার্ডেস।

রানা নড়তে যাবে, চোখের পলকে সব কিছু একসাথে ঘটতে শুরু করলো।

ওর পিছনের লোকটা বিয়ার ক্যানের রিং ধরে টান দিলো, তার-পর প্যাসেজের ওপর গড়িয়ে দিলো সেটা। ঘন ধোঁয়া বেরিয়ে এলো ওটা থেকে, মুহূর্তের মধ্যে ঢেকে উঠলো কেবিন।

ইতিমধ্যে সামনের লোক দুজনও সিট ছেড়েছে, দেখা গেল স্টুয়া-র্ডেসও আবার ফিরে এসেছে প্যাসেজে। এবার কি যেন একটা রয়েছে

মেয়েটার হাতে। আরো দূর প্রান্তে চার নম্বর ব্যবসায়ীকে দেখা গেল, সামনের দিকে ছুটতে শুরু করে সেও একটা স্মোক ক্যান ছুঁড়ে দিলো প্যাসেজে।

দাঁড়িয়ে ঘুরতে যাচ্ছে রানা। সবচেয়ে কাছের লোকটা, ওর পিছনের প্যাসেজে, এক সেকেণ্ডের জন্যে ইতস্তত করলো। ভোজবাজীর মতো রানার হাতে বেরিয়ে এলো ছুরিটা। ছুরি ধরা হাতটা কাঁধের কাছে কখন উঠলো, কখন ছুঁড়ে দিলো, কি আঘাত করলো, এ-সব কিছুই টের পেলো না লোকটা। ছুরিটা তার হার্টের ঠিক নিচে ঢোকার সময় অকস্মাৎ ব্যথা আর বিস্ময়ের ধাক্কা অনুভব করলো শুধু।

গোটা কেবিনে ধোঁয়া আর আতংক ছড়িয়ে পড়েছে। চিৎকার করে আরোহীদের শান্ত থাকতে বললো রানা, কেউ যেন সিট ছেড়ে না ওঠে। টুরিস্ট ক্লাস আর সামনের পেন্ট হাউস স্যুইট থেকে ক্রমা-গতদেরও গলা পেলো রানা। হঠাৎ শোনা গেল পরপর দুটো বিস্ফো-রণের আওয়াজ, এয়ারগার্ড রিভলভারের বলে চেনা গেল ওগুলো-কে। পরমুহূর্তে আরো জোরালো বিস্ফোরণ ঘটলো, ভারি কোনো আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে।

দম আটকে রেখে ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে একজিকিউটিভ ক্লাস গ্যালির দিকে ছুটলো রানা। ওখান থেকে পোর্ট সাইডে যাওয়া যাবে, তারপর ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে ওঠা যাবে পেন্ট হাউস আর ফ্লাইট ডেকে। এখনো অন্তত তিনজন হাইজ্যাকার বেঁচে আছে, চার-জনও হতে পারে।

গ্যালিতে ঢুকেই থামলো, আর মাত্র তিনজন। ইনগ্রাম সাবমেশিন-গানটা এখনো আঁকড়ে ধরে আছে স্টুয়ার্ডেস, ধোঁয়ার ভেতর চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে সে, মাত্র দেড় ফুট দূরে এয়ারগার্ড রিভলভারের

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

গুলিতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে তার বুক, বিস্ফারিত নীল চোখে বিস্ময় আর আতংক।

ছুরি ধরা হাতটা শরীরের পাশে, এখনো দম আটকে রেখেছে রানা, আতংকিত আরোহীদের চেঁচামেচি আর কান্নির আওয়াজ কানে তুলে লাশটা টপকালো। এতো হৈচৈ সত্ত্বেও কমান্ডোদের একজনের গর্জন পরিষ্কার ভেসে এলো নিচে, 'রেড ওয়ান! রেড ওয়ান!' এটা একটা সংকেত, মানে হলো মূল আক্রমণটা করা হয়েছে ফ্লাইট ডেকে বা তার আশপাশে।

ঘোরানো সিঁড়ির গোড়ায় আরেকজনকে টপকালো রানা। কমান্ডোদের একজন, জ্ঞান নেই, এদিকের কাঁধ অর্ধেক উড়ে গেছে।

ছোটো সিঁড়ি, বাঁক ঘুরতেই আরেক ব্যবসায়ীকে দেখতে পেলো রানা, কয়েক ধাপ সামনে ওর দিকে পিছন ফিরে হাঁটু মুড়ে বসে রয়েছে, হাতের ইনগ্রামটা তুলছে সে। ঝাঁকি খেলো রানার শরীর, বাতাসে শিস কেটে ছুটে গেল ছুরিটা। ফলাটা এতোই ধারালো, লোকটার ঘাড়ে প্রায় সবটুকু গেঁথে গেল, ঠিক যেন মস্ত একটা হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ। কাটা ক্যারটিড শিরা থেকে ঝর্ণার একটা ধারার মতো সবেগে বেরিয়ে এলো তাজা রক্ত। লোকটা এমনকি চিৎকার পর্যন্ত করলো না। বিড়ালের মতো নিঃশব্দে সামনের ধাপ ক'টা টপকে তার ঠিক পিছনে চলে এলো রানা, লোকটার পতন শুরু হবার আগেই ধরে ফেললো তাকে, নিজেকে আড়ালে রেখে উঁকি দিয়ে তাকালো প্লেনের ওপরের অংশে।

ফ্লাইট ডেকের দরজা খোলা। দোরগোড়ার কাছে ব্যবসায়ীদের আরেকজনকে দেখা গেল, হাতে সাবমেশিন গান, নির্দেশ দিচ্ছে কাদের। দরজার বাইরে, তার দিকে পিছন ফিরে রয়েছে সঙ্গীটি, এক

হাতেও একটা ইনগ্রাম। সে যে তৈরি হয়ে আছে বোঝাবার জন্যে অস্ত্রটা একদিক থেকে আরেক দিকে অর্ধবৃত্ত আকারে ঘোরাচ্ছে ঘন ঘন। ইনগ্রাম সাবমেশিন গান সম্পর্কে জানা আছে রানার, মিনিটে বারোশো বুলেট ছোঁড়ে।

কমান্ডোদের একজনকে দেখতে পেলো রানা, পরস্পরের সাথে সংকেত বিনিময় করলো ওরা। দু'জনেই জানে এরপর কি করতে হবে। সুযোগ না থাকায় এতোক্ষণ নিজের সিটে গোবেচারার ভঙ্গিতে বসে ছিলো কমান্ডো যুবক, কমান্ডারের নির্দেশ পেয়ে তৈরি হলো সে।

লাশটাকে ধাপের একপাশে সরিয়ে দিলো রানা, লাশের ঘাড় থেকে এরই মধ্যে ছুরিটা ফিরে এসেছে ডান হাতে। বড় করে শ্বাস টেনে মাথা ঝাঁকালো ও। লাফ দিয়ে সিট ছাড়লো কমান্ডো, এয়ারগার্ড রিভলভার আগেই গর্জে উঠেছে তার হাতে।

হাইজ্যাকারদের গার্ড রানার নড়াচড়া টের পেয়ে সিঁড়ির দিকে ইনগ্রাম ঘোরালো। কিন্তু ট্রিগার টানার সুযোগ পেলো না, তার আগেই এয়ারগার্ড রিভলভারের দুটো বুলেট খেলো সে গলায়। ডেক থেকে পা উঠলো না তার, শরীরটা ঘুরলোও না, দাঁড়ানো অবস্থা থেকে সটান সামনের দিকে আছাড় খেলো। ডেকে পড়ার আগেই মারা গেছে।

ফ্লাইট ডেকের দোরগোড়ায় দাঁড়ানো হাইজ্যাকার দ্রুত ঘুরলো। এক ঝলক আলোর মতো ছুটে গেল ছুরিটা, ঘ্যাঁচ করে বিঁধলো তার বুকে। হাত থেকে পড়ে গেল ইনগ্রাম। তার পাশে রানা আর কমান্ডো একসাথে পৌঁছুলো। লোকটার হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল, পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু তাকে পড়তে না দিয়ে ধরে রাখা হলো—পকেটগুলো দ্রুত সার্চ করছে রানা, গ্রেনেড বা অন্য কোনো অস্ত্র থাকতে পারে।

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

লোকটাকে ছেড়ে দিতেই ডেকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো সে, বুকে গাঁথা ছুরির হাতলটা দু'হাতে ধরে বাতাসের অভাবে হাঁসফাঁস করছে। বিস্ফারিত চোখের ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছে মণি জোড়া, রক্তাক্ত ঠোঁট থেকে বেরিয়ে আসছে ঘড় ঘড় আওয়াজ।

'অল ওভার !' চিৎকার করে বললো রানা, ক্যাপটেন সহ সবাই যাতে শুনতে পায়। যদিও পুরোপুরি সন্দেহমুক্ত নয় ও। বিপদ কি সত্যিই কেটে গেছে ?

'নিচেটা চেক করে দেখি,' কমাণ্ডোকে বললো ও, আহত হাই-জ্যাকারের ওপর ঝুঁকে রয়েছে সে।

নিচের কেবিনে ধোঁয়া এখন আর নেই বললেই চলে, সামনে এক-জন কালো চুল স্টুয়ার্ডেসকে দেখতে পেয়ে হাসলো রানা। 'তুমি ওদেরকে শান্ত করো,' তাকে বললো ও। 'বিপদ কেটে গেছে।' মেয়েটার বাহু চাপড়ে দিলো ও, তারপর তাকে এক্সিকিউটিভ ক্লাসের সামনের গ্যালিতে যেতে নিষেধ করলো।

ওখানে নিজে গেল রানা। আরোহীদের অনেকেই সিট ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে প্যাসেজে, ভিড় ঠেলে এগোতে হলো। এক বুড়ি রানাকে ধরে ঝুলে পড়লো, ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আরেকজন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। কাউকে অভয় দিয়ে কাজ হলো, আবার কেউ ধমক খেয়ে চুপ করলো। স্টুয়ার্ডেসের লাশে একটা কোট চাপা দিলো ও। যে-কোনো লাশ, তা সে যারই হোক, চোখে বড় অসুন্দর লাগে।

বাকি দু'জন কমাণ্ডো, যুক্তিসঙ্গতভাবেই, প্লেনের পিছন দিকে রয়েছে। হাইজ্যাকারদের যদি ব্যাক-আপ টিম থাকে, তাদের সামলা-বার জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি ওরা। হাঁটতে হাঁটতে আপনমনে হাসলো রানা। নিষ্ঠুর চেহারার তিনজন যুবক আর তাদের সঙ্গিনী মেয়েটা,

যারা বাহরাইন থেকে প্লেনে ওঠার সময় ওর মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছিল, এই মুহূর্তে অন্যান্য সাধারণ আরোহীদের চেয়েও বেশি ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

দ্বিতীয়বার যখন ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উঠছে রানা, ইন্টারফোন সিস্টেম থেকে পার্সারের শান্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, আরোহীদের জানালো খানিক পরই লণ্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে নামতে যাচ্ছে প্লেন। তারপর 'অনির্ধারিত অপ্রীতিকর ঘটনার' জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করলো সে।

পেন্টহাউস স্যুইটে রানা ঢুকতেই কমাণ্ডো যুবক ম্লান মুখে মাথা নাড়লো। হাইজ্যাকার লোকটা, রানার দ্বিতীয় ছুরির শিকার, দুটো খালি সিটের ওপর পড়ে আছে, শরীরটা প্লাস্টিক দিয়ে ঢাকা। 'কোনো লাভ হলো না,' রানাকে বললো কমাণ্ডো। 'মাত্র কয়েক মিনিট বেঁচে ছিলো।'

রানা জানতে চাইলো লোকটার জ্ঞান ফিরেছিল কিনা।

'একেবারে শেষ মুহূর্তে। কথা বলার চেষ্টা করছিল।'

'আচ্ছা !'

'মাথামুণ্ডু কিছুই অবশ্য আমি বুঝতে পারিনি।'

কথাগুলো কি ছিলো মনে করার জন্যে তাগাদা দিলো রানা।

'বললো···মানে, কিছু একটা বলার চেষ্টা করছিল আর কি। দু'-একটা শব্দ···কিন্তু ভারি অস্পষ্ট, কমাণ্ডার। মনে হলো যেন···সও মং। দম বন্ধ হবার আগে থরথর করে কাঁপছিল লোকটা, কাশির সাথে গল গল করে রক্ত বেরিয়ে আসছিল, কিন্তু শেষ শব্দ দুটো, কোনো সন্দেহ নেই, ওরকমই শোনালো···সও মং।'

চুপ হয়ে গেছে রানা। ল্যাণ্ড করতে যাচ্ছে প্লেন, কাছাকাছি একটা সিটে বসে পড়লো ও।

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

আরো খানিক পর প্লেনের চাকা রানওয়ে স্পর্শ করলো, তখনও রানা মাথা নিচু করে হাইজ্যাকারের শেষ শব্দ দুটো নিয়ে ভাবছে। না, তা কি করে হয়! এতো বছর পর সও মং কোত্থেকে আসবে!

উ সেন। ছদ্মনাম সও মং। রানার পরম শত্রু ছিলো লোকটা। প্যারিসে রানা যাকে নিজের হাতে খুন করেছে।

এক মুহূর্তের জন্যে চোখ বুজলো রানা। দীর্ঘ যাত্রা আর খণ্ডযুদ্ধ ক্লান্ত করে তুলেছে ওকে। কোনো সন্দেহ নেই উ সেন মারা গেছে। কাজেই সও মঙের আবির্ভাবও আর সম্ভব নয়। কিন্তু কে বলতে পারে? সও মং তো উ সেনের আসল নাম ছিলো না, ছদ্মনামটা কেউ যদি ধার করে উ সেনের উত্তরাধিকারী হিসেবে উদয় হয়ে থাকে, আশ্চর্য হবার কি আছে! কিন্তু কে হতে পারে? উ সেনের কোনো শিষ্য? তার কোনো ছেলে? কিন্তু না, ওর জানামতে উ সেন কখনো বিয়ে করেনি। কিংবা হয়তো করেছিল, কাউকে জানতে দেয়নি। ছেলে না-ও হতে পারে, ইউনিয়ন কর্সের কোনো নেতা হবার সম্ভাবনাই বেশি। ইউনিয়ন কর্সের ইতিহাসে উ সেনের মতো দুর্ধর্ষ নেতা দ্বিতীয়-টি নেই। ইউরোপ, এশিয়া আর আফ্রিকা জুড়ে সন্ত্রাস আর আতংক ছড়ানোর ব্যাপারে তার মতো সাফল্যও আর কেউ অর্জন করেনি— তবে কি তারই ছদ্মনাম গ্রহণ করে খোদ ইউনিয়ন কর্স-ই নতুন কোন কূট-পরিকল্পনা করেছে?

সও মং, নতুন আরেক অপদেবতা?

সেভেন-ফোর-সেভেনের এঞ্জিন থামলো। বেল বাজিয়ে আরোহী-দের জানিয়ে দেয়া হলো, এখন তারা নেমে যেতে পারে।

হ্যাঁ, মনে মনে স্বীকার করলো রানা, সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেয়া যায় না।

* সেই উ সেন ১ এবং ২ দেখুন।

তিন

দূষিত, পচা বিশাল বিলের মাঝখানে বাড়িটাই একমাত্র উঁচু জায়গা। বিলটা কোথাও বেশি গভীর, কোথাও কম, জলজ গাছ এতো বেশি যে গোটা জলাভূমি ঢাকা পড়ে আছে।

সবচেয়ে কাছের শহরটা ছয় মাইল দূরে। মিসিসিপি নদীর ধারে, জলময় জলাভূমির কিনারায় ওখানে খুব কম লোকই বসবাস করে। তারা শুধু যে বিলটাকে ভয় পায় তাই নয়, বাড়িটাও তাদের মনে আতংকের একটা উৎস। জলা আর বাড়ি, দুটোকেই এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে তারা।

খুব যারা বুড়ো তাদের মুখ থেকে শোনা যায় কোথাকার কোন্ এক ইংরেজ নাকি বাড়িটা তৈরি করেছিল, সেই আঠারো শো বিশ কি বাইশ সালের দিকে। লোকটার নাকি খুব ইচ্ছে ছিলো জলাটাকে পোষ মানাবে, বাসযোগ্য আর সুগম্য করে তুলবে মানুষের জন্যে। কিন্তু বেশিদূর এগোতে পারেনি। এক মেয়েলোককে নিয়ে অশান্তি দেখা দেয়—কারো কারো গল্পে একাধিক মেয়ের কথা বলা হয়—

ahmsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

তারপর দেখা দেয় মৃত্যু। বাড়িটা যে ভূতুড়ে এ-ব্যাপারে কারো মনে কোনো সন্দেহ নেই। ব্যাখ্যাহীন শব্দ অনেকেই শুনেছে। অশুভ বাড়িটাকে পাহারাও দেয় অশুভ শক্তি—একদল সাপ। একেকটা সাপ নাকি ত্রিশ থেকে চল্লিশ ফুট লম্বা, জলাভূমির অন্য কোনো অংশে ওগুলোকে দেখা যায় না, শুধু বাড়িটার চারপাশেই ওগুলোর আড্ডা। সবচেয়ে কাছের মুদি দোকানদার ব্যাট জনসন। তার ধারণা, 'সাপগুলো ডেলাভাইলকে মোটেও বিরক্ত করে না।'

ডেলাভাইল বোবা আর কালা। ছেলেপিলেরা তাকে দেখলে ছুটে পালায়, বড়রাও কেউ তাকে পছন্দ করে না। তার সাথে যোগাযোগ একমাত্র ব্যাট জনসনেরই আছে, তবে সাপগুলো যেহেতু ডেলাভাইলকে বিরক্ত করে না, কাজেই ব্যাট জনসনও ডেলাভাইলকে বিরক্ত করে না।

সাত কি আট দিন পর একবার করে মার্‌শ্‌ হপার নিয়ে বিল পেরোয় বোবাটা, তারপর পাঁচমাইল জলা পায়ে হেঁটে ব্যাট জনসনের দোকানে পৌঁছায়, হাতে থাকে জিনিস-পত্রের একটা তালিকা। জিনিসগুলো নিয়ে আবার পাঁচ মাইল হাঁটে সে, মার্‌শ্‌ হপারে উঠে বিলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।

বাড়িটায় একটা মেয়েলোকও থাকে। অনেক লোকই মাঝে মধ্যে দেখেছে তাকে, কোনো সন্দেহ নেই জিনিস-পত্রের নাম লেখা তালিকাটা সে-ই বোবার হাত দিয়ে ব্যাট জনসনের দোকানে পাঠায়। মেয়েলোকটা যে এক ধরনের ডাইনী তাতে আর সন্দেহ কি, তা না হলে কি অমন ভূতুড়ে একটা বাড়িতে এতোদিন ধরে বাস করতে পারে?

বিশেষ করে ভিড় আর গ্যাঞ্জামের সময়টায় বাড়িটার কাছ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে লোকজন। গ্যাঞ্জামটা কখন শুরু হবে সবাই

তারা জানতে পারে। ব্যাট জনসনই তাদেরকে জানায়। সে জানতে পারে জিনিস-পত্রের তালিকা দেখে। গ্যাঞ্জামের দিনটায় দু'বার আসা-যাওয়া করতে হয় ডেলাভাইলকে, কারণ বাড়িতে সেদিন অতিরিক্ত অনেক জিনিস দরকার হয়। তারপর, সন্ধ্যার দিকে, সত্যি সবার দূরে সরে থাকা উচিত। চেনা অচেনা কতো রকম শব্দ হবে, গাড়ি আসা যাওয়া করবে, অতিরিক্ত মার্‌শ্‌ হপার দেখা যাবে, আর বাড়িটা হঠাৎ করে ঝলমলে হয়ে উঠবে উজ্জ্বল আলোয়। কখনো কখনো সঙ্গীতও শুনতে পাওয়া যায়। ক্ষীণ আর্তচিৎকারও নাকি কেউ কেউ শুনেছে বলে দাবি করে। একদিনের ঘটনা, তা প্রায় বছরখানেক হয়ে এলো, প্রাণ চঞ্চল জন লিবি—যে ভয় কাকে বলে জানতো না—তার নিজের মার্‌শ্‌ হপার নিয়ে দু'মাইল উজানে গিয়ে পৌঁছায়; ইচ্ছে, গোপনে কিছু ছবি তুলবে।

তারপর আর জন লিবিকে কেউ কখনো দেখেনি। তবে তার মার্‌শ্‌ হপারটা পাওয়া গিয়েছিল, ভাঙাচোরা টুকরো অবস্থায়, যেন কোনো বিরাট জানোয়ার—বা সাপ—ওটার ওপর মনের ঝাল মিটিয়েছে।

এই হপ্তায় আবার বাড়িটায় ভিড় আর গ্যাঞ্জাম হবে।

বাড়িটার দরজা-জানালা আর বেশিরভাগ দেয়াল জাল দিয়ে ঘেরা থাকে, সে লোহার জালেও মরচে ধরেছে। কিন্তু খুব কম লোকই জানে যে বাড়িটা পাথরের তৈরি। প্রাচীন বাড়িটার ভেতরের অংশ ভেঙে নতুন করে পাথর আর ইস্পাত দিয়ে তৈরি করা হয়েছে।

প্রতি মাসেই এ-ধরনের ভিড় হয় বাড়িটায়। এ-মাসে লোক এসেছে এগারোজন। দু'জন লণ্ডন থেকে, তিনজন নিউ ইয়র্ক থেকে, একজন জার্মান, একজন ফরাসী, একজন সুইডিস, একজন ল্যাটিন আমেরিকান, বিশাল বপু যে লোকটা প্রতি মাসেই আসে সে বাস করে তেল

আবিবে, আর এসেছে ওদের লিডার। লিডারের নাম সও মং, যদিও বাইরের দুনিয়ায় সম্পূর্ণ অন্য এক নামে পরিচিত সে।

সময় নিয়ে এবং আয়েশ করে ডিনার সারলো তারা। মদ আর কফি পানের পর সবাই গিয়ে বসলো কনফারেন্স রুমে, সেটা বাড়ির পিছন দিকে।

লম্বা কামরাটা সাদা রঙ করা, ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোগুলোয় একই রঙের ভারি পর্দা ঝুলছে, ওগুলোর সামনে দাঁড়ালে বিল আর জলার দূর প্রান্ত পর্যন্ত দেখা যায়। কামরার চার দেয়ালে চারটে পেইন্টিং, প্রতিটির নিচে পিতলের শেডের ভেতর আলো জ্বলছে। পেইন্টিংগুলোর মধ্যে দুটো পোলক্স, একটা মিরো, অপরটা ক্লাইন। ক্লাইনের শিল্পকর্মটি সম্প্রতি হাইজ্যাক করা আরো অনেক মূল্যবান জিনিস-পত্রের সাথে পাওয়া গেছে। পেইন্টিংটি সও মঙের এতোই ভালো লেগে গেছে যে আর সব জিনিসের সাথে ওটা বিক্রি করা হয়নি।

পালিশ করা একটা ওক টেবিল কামরার মাঝামাঝি জায়গা প্রায় সবটুকু দখল করে রেখেছে। এগারোজন মানুষের জন্যে এগারোটা চেয়ার, প্রত্যেকটা চেয়ারের সাথে ঝুলছে নাম লেখা কার্ড। টেবিলে সবার সামনে রয়েছে ব্লটার, পানীয়, কাগজ, অ্যাশট্রে আর এজেণ্ডা।

টেবিলের মাথার চেয়ারটা দখল করলো সও মং, তাকে বসতে দেখে তারপর সবাই বসলো।

'চলতি মাসে এজেণ্ডা-য় মাত্র তিনটে বিষয় রয়েছে,' শুরু করলো সও মং। 'বাজেট, ফ্লাইট বি টুয়েলভ ব্যর্থতা, আর অপারেশন বুলডগ সম্পর্কে আলোচনা। বেশ, তাহলে কাজ শুরু করা যাক। মিঃ আবিডা নোভিক, বাজেট প্রসঙ্গে, প্লিজ।'

তেল আবিবের অধিবাসী ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। দীর্ঘদেহী

পুরুষ, গায়ের রঙ তামাটে, খাড়া নাক। সুদর্শন ইহুদি লোকটার চেহারাই শুধু নয়, তার কণ্ঠস্বরও বহু যুবতীর হৃদয়ে আলোড়ন তোলে। 'এ-কথা বলতে পেরে আমি আনন্দিত যে,' শুরু করলো সে, 'ফ্লাইট বি টুয়েলভ থেকে যা আশা করা হয়েছিল তা না পেলেও, আমাদের সুইটজারল্যাণ্ড, লণ্ডন আর নিউ ইয়র্কের অ্যাকাউন্টে মোটা অংকের টাকা জমা আছে—মোটা অংক বলতে, যথাক্রমে, চারশো মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক, পঞ্চাশ মিলিয়ন পাউণ্ড স্টার্লিং, আর একশো পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার। সব মিলিয়ে এই টাকায় আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্য পূরণ করা সম্ভব। তাছাড়া, আমাদের পরবর্তী অপারেশনগুলো যদি সফল হয়, মহামান্য লিডারের সাথে একমত হয়ে আমিও বলতে পারি সফল না হবার কোনো কারণ নেই, তাহলে আমাদের মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ এক বছরে দ্বিগুণ হয়ে যাবে।' পরিচিত মন-ভোলানো হাসি দেখা গেল তার মুখে, উপস্থিত শ্রোতারা সবাই হেলান দিলো যে যার চেয়ারে, ঢিল পড়লো সবার পেশীতে।

টেবিলের ওপর শক্ত একটা ঘুসি মারলো সও মং। 'ভেরি গুড।' তার কণ্ঠস্বরে কাঠিন্য। 'কিন্তু ফ্লাইট বি টুয়েলভে আমাদের ব্যর্থতা ক্ষমার অযোগ্য। বিশেষ করে এই অপারেশনটার জন্যে আপনার এতোদিন ধরে প্রস্তুতি নেয়ার পর, হের এফেন।' চেহারায় আক্রোশ ফুটে উঠলো, হিংস্রদৃষ্টিতে জার্মান প্রতিনিধি ফন এফেনের দিকে তাকালো সে। 'আর সবার মতো আপনিও জানেন, হের এফেন, এ-ধরনের পরিস্থিতিতে হামিসের একজিকিউটিভ কমিটির অন্যান্য সদস্যদের চরম মূল্য দিয়ে ব্যর্থতার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে।'

ফন এফেন মোটাসোটা, চামড়া ছাড়ানো লালচে মাংসের মতো মুখের রঙ, পশ্চিম জার্মানীর আণ্ডারওয়ার্ল্ডে তার রয়েছে দোর্দণ্ড

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

প্রতাপ। সও মঙের কথা শুনে তার লালচে মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

'তবে, এখানে একটা ব্যতিক্রম ঘটেছে,' আবার বললো সও মং। 'আপনি যাদের কাজ দিয়েছিলেন, তাদের একজন দায়িত্বে অবহেলা করেছে। হের এফেন, অবশেষে আমরা আপনার আর্থার মার্টিনসনকে খুঁজে পেয়েছি।'

'অ্যা, তাই নাকি?' ফন এফেন হাত কচলাতে শুরু করে জানালো, সে-ও আর্থার মার্টিনসনকে খুঁজছিল। তার সেরা লোকদের দিয়ে খোঁজ করিয়েও লোকটাকে পায়নি সে।

'হ্যাঁ, তাকে আমরা পেয়েছি,' গম্ভীর সুরে বললো সও মং, তারপর পর পর দু'বার হাততালি দিলো, হাততালি নয় যেন পিস্তলের আওয়াজ। 'পাওয়া যখন গেছে, দেরি না করে তাকে তার বন্ধুদের কাছে পাঠিয়ে দেয়াই উত্তম বলে মনে করি আমি। যাকে যেখানে পাঠানোর কথা তাকে সেখানে পাঠাতে দ্বিধা করা আমাদের সাজে না। আইন-শৃংখলা আর নীতিমালা মেনে চলার ওপরই নির্ভর করছে হার্মিস-এর সাফল্য।' বড়সড় একটা জানালার পর্দা নিঃশব্দে সরে গেল এক পাশে, সেই সাথে ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে এলো কামরার ভেতরে আলোগুলো। জানালার বাইরে, কাছাকাছি চারদিকের পরিবেশ দিনের মতো উজ্জ্বল দেখালো। 'ইনফ্রা-রেড ডিভাইস,' ব্যাখ্যা করলো সও মং। 'সাধারণ আলোয় এ-বাড়ির প্রহরীরা যাতে ভয় না পায়। ওই যে, আপনার মিঃ মার্টিনসন আসছে।'

টেকো, ভীত-সন্ত্রস্ত এক লোক, পরনে নোংরা স্যুট, ভাঁজ নষ্ট হয়ে গেছে। জানালার ঠিক সামনে ছোট্ট সমতল মাটিতে পথ দেখিয়ে আনা হলো তাকে। হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা, পায়ে লোহার শিকল জড়ানো, কাজেই তাকে টেনে নিয়ে আসতে কোনো অসুবিধেই হলো না ডেলাভাইলের। লোকটার বিস্ফারিত চোখ জোড়া দিশেহারা ভঙ্গিতে এদিক ওদিক ঘুরছে, যেন গাঢ় অন্ধকারের ভেতর অচেনা কি যেন একটা বিপদ থেকে পালাবার পথ খুঁজছে সে।

ডেলাভাইল তাকে সমতল, পরিষ্কার জায়গার মাঝখানে এনে দাঁড় করালো, ওখানে একটা ধাতব পোল রয়েছে খাড়াভাবে, জানালার কাঁচ থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে। কামরার ভেতর থেকে দর্শকরা এখন দেখতে পাচ্ছে মার্টিনসনের বাঁধা হাত থেকে রশির একটা লম্বা প্রান্ত দু'ফুটের মতো নিচের দিকে ঝুলে রয়েছে। পোলটার সাথে রশিটা বাঁধলো ডেলাভাইল, ঘুরলো, জানালার দিকে ফিরে হাসলো একটু, তারপর পায়ের শিকল খুলে দিয়ে বেরিয়ে গেল দৃষ্টিসীমা থেকে।

ডেলাভাইল সরে যাবার সাথে সাথে মার্টিনসনের মাথার ওপর থেকে ঝপ্ করে কি যেন একটা পড়লো। পরমুহূর্তে চেনা গেল জিনিসটা —লোহার একটা খাঁচা। খাঁচার ফ্রেমটা ভারি মজবুত, ইস্পাতের রড দিয়ে তৈরি। গ্রিলগুলো এতো শক্ত যে কোনো মানুষের সাধ্য নেই খালি হাতে ভাঙে। গ্রিল শুধু খাঁচার তিন দিকে, বাকি একটা দিক খোলা। খাঁচার ছাদ লোহার রড দিয়ে তৈরি। খোলা মুখটা শেষ হয়েছে পানির একেবারে কিনারার কাছে, জানালা থেকে পানির কিনারা নয় ফুটের মতো দূরে। খাঁচার ভেতর ছটফট করছে মার্টিনসন, পোল থেকে হাতের বাঁধন খোলার ব্যর্থ চেষ্টা করছে সে।

'কি করেছে সে?' আমেরিকানদের একজন জিজ্ঞেস করলো। তার নাম জেফরি অ্যাডামস্, লস অ্যাঞ্জেলসের ইউনিয়ন কর্স প্রধান। তার সব চুল সাদা, কিন্তু গোঁফ জোড়া লালচে।

'বি. এ. টুয়েলভের ব্যাক-আপ টিমের লিডার ছিলো সে,' জবাব দিলো ফন এফেন। 'কিন্তু কমরেডদের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে

আসেনি।'

'মিঃ অ্যাডামস্,' হাত তুলে বললো সও মং, 'ঠিক কি ঘটেছিল, সব আমাদেরকে বলেছে মার্টিনসন। আর সবাই কিভাবে মারা গেল, কে মারলো ইত্যাদি। ওই যে, প্রহরীদের একজন মিঃ মার্টিনসনকে দেখতে পেয়েছে। আমার অনেক দিনের শখ, বড়-একটা পাইথন জ্যান্ত একটা মানুষকে গিলে খেয়ে ফেলছে নিজের চোখে দেখবো।'

ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোর ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে হামিসের একজিকিউটিভ কমিটি চেহারায় আতংক আর স্তম্ভিত বিস্ময় নিয়ে দৃশ্যটার দিকে তাকিয়ে থাকলো। ইনফ্রা-রের কল্যাণে জলাভূমির কিনারা পর্যন্ত দিনের আলোর মতো উজ্জ্বল দেখছে তারা। দুর্ভাগ্যের শিকার অসহায় লোক-টার চিৎকারও তারা শুনতে পাচ্ছে পরিষ্কার ঝোপ-ঝাড় আর বুনো ঘাসের ভেতর দিয়ে বিরাটাকার সরীসৃপটাকে এগিয়ে আসতে দেখতে পাচ্ছে সে। পানির কিনারায় ঘাস আর ঝোপ মাথা নোয়াচ্ছে।

পাইথনটা বিশাল। কমকরেও ত্রিশ ফুট লম্বা। মোটা, নিরেট শরীর। চওড়া তেকোণা মাথা। আর্থার মার্টিনসন, থরথর করে কাঁপছে, ঠকঠক করে বাড়ি খাচ্ছে দাঁত, পোলটার সাথে ধস্তাধস্তি শুরু করলো, খাঁচার দূর প্রান্তে সরে যেতে চাইছে, যেন ওখানে যেতে পারলে রক্ষা পাবে।

পাইথনটা হঠাৎ করে দ্রুত সামনে বাড়লো। প্রাচীন শিকড়ের মতো মার্টিনসনকে পেঁচিয়ে ফেললো ওটা। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে শিকার আর শিকারীর মুখ একই লেভেলে পৌঁছুলো—মানুষ এবং সাপ পরস্পরের সাথে জড়িয়ে আছে, এদিক ওদিক দুলছে, যেন অশ্লীল মৃত্যু-নাচে বিভোর। সাপের চওড়া ফণা চোখের সামনে দেখতে পেয়ে একটানা চিৎকার করছে মার্টিনসন, হিংস্র আক্রোশে

সাপটার খোলা চোয়াল বিস্তৃত হচ্ছে ঘন ঘন। বিস্ফারিত দু'জোড়া চোখের দৃষ্টি কয়েক সেকেণ্ড এক হয়ে থাকলো, দর্শকরা পরিষ্কার দেখতে পেলো লোকটার শরীরে আরো এঁটে বসলো সাপের প্যাঁচ। মনে হলো মার্টিনসনের হাড়গুলো মট মট করে ভেঙে যাবে সব।

তারপর অসাড় হয়ে গেল মার্টিনসন, জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। সাপ এবং মানুষ মাটিতে লম্বা হলো। দর্শকদের একজন, জানালার পিছনে সম্পূর্ণ নিরাপদ, গুঙিয়ে উঠলো। তিনটে ক্ষিপ্র ঝাঁকির সাথে মার্টিন-সনের দেহ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো পাইথন, এখন গভীর আগ্রহের সাথে ভোজ্যবস্তুটা পরীক্ষা করছে। ছোবল দিয়ে প্রথমে রশির বাঁধন ছিঁড়লো পাইথন, চোয়াল দিয়ে ধরে সরিয়ে দিলো দূরে, তারপর মাথা ঘুরিয়ে এগোলো মার্টিনসনের পায়ের দিকে।

'আরে, আরে! এ যে একেবারেই অবিশ্বাস্য ব্যাপার!' সও মং জানালার কাচে নাক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। 'চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। ওহ্ গড, সাপটা মার্টিনসনের জুতো খুলছে!'

দেহটা পিছিয়ে এনে মোচড় খেলো সাপ, মার্টিনসনের পায়ের সাথে একই সরলরেখায় চলে এলো ওটার মাথা। পা দুটোকে ঠেলে এক করলো। তারপর হাঁ করলো মুখ। অবিশ্বাস্য চওড়া চোয়ালের ভেতর ঢুকে গেল মার্টিনসনের গোড়ালি।

গোটা ব্যাপারটা শেষ হতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগলো, তবু কামরার ভেতর ভিড়টা একবারও নড়লো না, সবাই যেন সম্মোহিত হয়ে পড়েছে। কয়েকবার করে ঢোক গিললো পাইথন, প্রতিবার ঢোক গেলার সময় ঝাঁকি খেলো তার শরীর, তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলো। বিশ্রামের সময়টায় এক চুল নড়লো না। যতোক্ষণ না মার্টিন-সন সম্পূর্ণ উদরস্থ হলো ততোক্ষণ চললো এই রোমহর্ষক কাণ্ড।

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

সাপটা তারপর চুপচাপ শুয়ে থাকলো, ভুরিভোজনের পর ক্লান্ত। 'ওটার লম্বা শরীর বেঢপ আকৃতি নিয়ে ফুলে আছে, পুরোটা দৈর্ঘ্যের মাঝামাঝি জায়গায়। ফোলার আকৃতি দেখে দর্শকদের বুঝতে অসুবিধে হলো না চাপ খেয়ে ছোটো হয়ে যাওয়া ওটা একটা মনুষ্য দেহ।

'আমাদের সবার জন্যে একটা ইন্টারেস্টিং শিক্ষা।' আবার হাত দিয়ে পিস্তলের মতো আওয়াজ করলো সও মং। পর্দায় ঢাকা পড়ে গেল জানালা, আলোকিত হয়ে উঠলো কামরা। কেউ কারো দিকে না তাকিয়ে, কোনো শব্দ না করে টেবিলের সামনে ফিরে এলো সবাই—অনেকেই কাঁপছে।

জার্মান প্রতিনিধি ফন এফেন, ব্যক্তিগতভাবে জীবিত আর্থার মার্টিনসনকে যে চিনতো, কাঁপা কাঁপা গলায় সে-ই প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙলো, 'আপনি বললেন,' আবার শুরু করার আগে দু'বার ঢোক গিলতে হলো তাকে, একবার ঘাম মুছতে হলো কপালের, 'আপনি বললেন, মার্টিনসন সব কথা বলেছে…।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালো সও মং। 'কথা বলেছে। বলা চলে প্রাণ খুলে গান গেয়ে গেছে। তার মুখ থেকেই তো জানতে পারলাম, বি. এ. ফ্লাইট টুয়েলভে আমাদের অপেক্ষায় কমাণ্ডো ছিলো। কেউ বেঈমানী করেছে কিনা সেটা জানার চেষ্টা চলছে। তবে এমনও হতে পারে যে দুর্লভ বা খুব বেশি মূল্যবান কার্গো পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে, কমাণ্ডোরা ছিলো সেই ব্যবস্থারই অংশবিশেষ।

'প্রথম থেকেই শুরু করি। অপারেশনটা শুরু হয় প্ল্যান অনুসারেই, ঘড়ির কাঁটা ধরে। প্রশংসা করি মেয়েটার, ওই বিশেষ ফ্লাইটে নিজের থাকার ব্যবস্থা করে সে, শরীরে লুকিয়ে স্মোক ক্যান আর অস্ত্রগুলো

প্লেনে তোলে। কোনো সন্দেহ নেই হামলাটা শুরুও করা হয়েছিল যথা সময়ে, একেবারে নির্দিষ্ট সেকেণ্ডে। কিন্তু আর্থার মার্টিনসন অংশ গ্রহণ করেনি। তার অজুহাত ছিলো, প্লেনের পিছনে আটকা পড়ে সে। যতোদূর জানা গেছে, বি. এ. টুয়েলভে পাঁচজন কমাণ্ডো ছিলো। মার্টিনসনের বিবরণ অনুসারে, তারা সবাই ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি টেররিজম অর্গানাইজেশনের সদস্য। এবং তাদের কমাণ্ডার বা লিডার ছিলো…' থামলো সও মং, সবার দিকে পালা করে তাকালো একবার, '… আমাদের, আই মীন, হামিদের পরম শত্রু।'

টেবিল ঘিরে বসা লোকগুলো অপেক্ষায় থাকলো, কি না কি শুনতে হবে এই আশংকায় টান টান হয়ে উঠলো সবার পেশী।

'দুনিয়াটা ভালো জায়গা নয়, এতোদিন এই মিথ্যে বুলি-বচন শুনে এসেছি আমরা। প্রচলিত সিস্টেমের অধীনে সত্যি দুনিয়াটা ভালো জায়গা হয়ে উঠতে পারেনি। কাজেই দোষ দুনিয়ার নয়, দোষ তাদের যারা দুনিয়াটা চালাচ্ছে। অনেক ধৈর্য ধরা হয়েছে, অনেক অত্যাচার আর নিষ্পেষণ সহ্য করা হয়েছে, কিন্তু আর নয়। এবার আমাদের ঘুম ভেঙেছে। আমরা জেগেছি। বহু বছরের সাধনায় ইউনিয়ন কর্স-এর গর্ভে জন্ম নিয়েছে একটা আদর্শ বা নীতি। আমরা যারা সেই নীতি বা আদর্শের অনুসারী তাদেরকে অবশ্যই সুন্দর আর অসুন্দরের পার্থক্য নির্ণয় করতে শিখতে হবে। একটা আধুনিক অট্টালিকার সামনে যদি বেঢপভাবে বেড়ে ওঠা ঝোপ-ঝাড় থাকে, সেটা অসুন্দর দেখায়—উচিত হবে ঝোপ-ঝাড় অর্থাৎ অসুন্দরকে কেটে সাফ করে ফেলা। মানব সমাজেও সুন্দর আর অসুন্দর সহাবস্থান করছে। এটা মেনে নেয়া যায় না। সুশ্রী, রুচিসম্পন্ন, কমলাধর, মেধাবী আর বুদ্ধিমান যারা তারাই সুন্দর। আর যারা নিজেদেরকে অসহায় মনে করে,

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

যারা কুশ্রী, দুর্বল আর ভেঁাতা, তাদের এ-দুনিয়ায় বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। দুনিয়াকে বাসযোগ্য করতে হলে অবশ্যই লোকসংখ্যা কমিয়ে আনতে হবে। এ-সবই আমাদের আদর্শ বা নীতির অন্তর্ভুক্ত।

'কিন্তু প্রথমে আমাদেরকে ক্ষমতা দখল করতে হবে। তারপর নীতির বাস্তবায়ন। আর ক্ষমতা দখল করতে হলে অনেক বাধা পেরোতে হবে আমাদেরকে। আপনারা জানেন, সও মং নামটা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। সও মং ছিলেন আমাদের নমস্য গুরু। ইউনিয়ন কর্সের ছদ্মনাম হ্যামিস-ও তাঁর কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি আমরা। সও মং আজ আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু তাঁর আদর্শ তিনি আমাদের মধ্যে রেখে গেছেন, রেখে গেছেন হ্যামিসের মতো অক্ষয় একটা প্রতিষ্ঠান।

'আপনারা জানেন, হ্যামিসের গঠনতন্ত্র খানিকটা রদবদল করা হয়েছে। হ্যামিসকে নতুন করে পুনরুজ্জীবিত করার সময় একটা ব্যাপারে আমরা সবাই একমত হয়েছিলাম। এর আগে বহুবার দেখা গেছে, কোনো প্রতিষ্ঠান যদি বৈপ্লবিক কোনো আদর্শ নিয়ে কাজ শুরু করতে চায়, প্রথম আঘাতটা আসে তার নেতার ওপর। নেতা না থাকলে কোনো সংগঠন টিকে থাকতে পারে না। তাই আমরা একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমাদের নেতাকে আমরা সও মং বলে সম্বোধন করবো না, তাকে এমনকি একজন বাদে আমরাও কেউ চিনবো না। সেই একজন হলাম আমি। সও মং নই, তাঁর প্রতিনিধি মাত্র। যদি কোনো আক্রমণ আসে, লোকে মনে করবে আমার ওপরই আসবে। আপনারা সবাই আমার নির্দেশে চলবেন, কারণ আমার কাছ থেকে নির্দেশগুলো আসলে আপনারা আমাদের নেতার কাছ থেকেই

পাচ্ছেন। এখানে মোট আমরা এগারোজন রয়েছি, একজন বাদে কেউ আমরা তাঁকে চিনি না, কিন্তু তিনি আমাদের সবাইকে চেনেন, এবং কে জানে এই মুহূর্তে তিনি হয়তো আমাদের মাঝে উপস্থিতও রয়েছেন।'

প্রতিনিধিরা সবাই পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো।

সও মং তাড়াতাড়ি শুরু করলো আবার, 'আমাদের নমস্য গুরু, আদি সও মঙের একজন পরম শত্রু ছিলো, আজও বেঁচে আছে সে। মার্টিনসন তাকে পরিষ্কার চিনতে পেরেছে বি. এ. ফ্লাইট টুয়েলভে। আমাদের আদর্শ বাস্তবায়নের পথে এই শক্তিশালী শত্রু একটা বড় বাধা। আপনারা তাকে চেনেন, নাম বললেই চিনতে পারবেন। তার নাম মেজর মাসুদ রানা। বি. এ. ফ্লাইট টুয়েলভে ছিলো সে, আমাদের বেশিরভাগ ক্ষতি তার হাতেই হয়েছে।'

প্রতিনিধিদের চেহারা কঠোর হয়ে উঠলো, সবাই তাকিয়ে আছে সও মঙের দিকে।

প্রথম কথা বললো জেফরি অ্যাডামস্, 'আপনি চান, রানাকে আমি খতম করার ব্যবস্থা করি?'

সও মঙের প্রতিনিধি তাকে থামিয়ে দিলো, 'তাকে খতম করার চেষ্টা এর আগেও হয়েছে। কোনো লাভ হয়নি। না, প্রচলিত উপায়ে কিছু করা যাবে না। তার পিছনে লোক লাগিয়ে আমরা কোনো সুবিধে করতে পারবো না। আমাদের নেতা তার সাথে বিশেষ একটা হিসাব মেটাতে চান। আমি বিশেষ একটা ব্যবস্থা করেছি, সেটাকে আপনারা টোপ বলতে পারেন। টোপটা যদি গেলে, না গেলার কোনো সম্ভাবনা আমি তো অন্তত দেখি না, মাসুদ রানাকে অচিরেই আপনারা আটলান্টিকের এদিকে আমাদের সঙ্গ উপভোগ

amsuman@yahoo.com
www.murchona.com

করতে দেখতে পাবেন। আমাদের নেতা চান, আজ যেভাবে মার্টিনসনের সাথে হিসাব মেটানো হলো, মাসুদ রানার সাথেও ওই একই কায়দায় হিসাব মেটানো হবে।'

এক এক করে আবার সবার দিকে তাকালো সও মং, দেখে নিলো আলোচ্য বিষয়ে সবার সবটুকু মনোযোগ আছে কিনা। 'লিগগিরই,' বলে চললো সে, 'আমরা আমাদের ক্ষমতা দখল প্রক্রিয়া শুরু করতে যাচ্ছি। সিকিউরিটির কারণে আপাততঃ অপারেশনটার নাম রাখা হয়েছে—বুলডগ। আমেরিকার তরফ থেকে বিরাট একটা হুমকি হলো ফ্লাইং ড্রাগন। পৃথিবীর কক্ষপথে চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে ওগুলো। ওই ফ্লাইং ড্রাগনগুলোই আমাদের টার্গেট। অসুন্দরের ধ্বংসসাধনে ওগুলোই হবে আমাদের মোক্ষম হাতিয়ার। কিন্তু তার আগে হামিদের মুঠোয় ধরা পড়তে হবে মাসুদ রানাকে। কারণ আমাদের ডিটেলড প্ল্যানে তার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।'

কামরার ভেতর গভীর গুঞ্জন শোনা গেল। মাথা ঝাঁকিয়ে একমত হলো সবাই। সোনার চেইন লাগানো হাতঘড়ির দিকে তাকালো সও মং, বললো, 'আন্দাজ করি, সম্ভবত এরই মধ্যে আমার টোপ গিলে ফেলা হয়েছে। আশা করি খুব তাড়াতাড়ি আমরা মাসুদ রানাকে মুখোমুখি দেখতে পাবো। কিন্তু মজার ব্যাপারটা হচ্ছে, সে জানবে না কার সাথে তার দেখা হলো বা কি লেখা আছে তার কপালে।'

চার

বেকার স্ট্রিটে থামলো গাড়িটা, মাঝরাত। আগেই চোখে পড়েছে তিনতলায় ওর নিজের কামরায় আলো জ্বলছে. ভুরু কুঁচকে ওঠার সাথে বেড়ে গেছে হার্টবিট। এঞ্জিন বন্ধ করে অনড় বসে থাকলো রানা, তারপর শোল্ডার হোলস্টারে রাখা নতুন হেকলার অ্যাণ্ড কচ ডি পি-সেভেনটি হ্যাণ্ড-গানটার স্পর্শ নিলো।

লণ্ডনে এলে বেকার স্ট্রীটের এই ফ্ল্যাটটায় থাকে রানা—গোপন কোনো আস্তানা তো নয়ই, সেফ হাউসও নয়। দুই গোছা চাবি, রিফাতের কাছে থাকে, লণ্ডনে এলে তার কাছ থেকে একটা চেয়ে নেয় রানা।

রিফাত জাহান রানা এজেন্সিতে চাকরি করে, শাখা প্রধান শাহিন কায়সারের নিচের পদটাই তার। অবশ্য একটা তথ্য অনেকেরই জানা নেই—বি. সি. আই. থেকে বাছাই করা অল্প কয়েকজনকে বদলি করে রানা এজেন্সির বিভিন্ন শাখায় পাঠানো হয়েছে, রিফাত জাহান তাদেরই একজন।

বি. সি. আই. অর্থাৎ বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের দুর্ধর্ষ

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

এজেন্টদের একজন রানা। আর বেশ কয়েক বছর হলো বি. সি. আই. চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের নির্দেশে গড়ে তোলা হয়েছে রানা এজেন্সি। বি. সি. আই. সরকারী প্রতিষ্ঠান, তাই আন্তর্জাতিক অনেক সংকট-সমস্যায় নাক গলাতে অসুবিধে হয়, সে-কথা ভেবেই মাসুদ রানাকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর করে এজেন্সিটাকে দাঁড় করানো হয়েছে। শুরু থেকেই ভালো কাজ দেখাচ্ছে রানা এজেন্সি, পৃথিবীর প্রায় সব বড় শহরে খোলা হয়েছে শাখা। রানা এজেন্সি গড়ে তোলার সময় বি. সি. আই.-এর চাকরি ছেড়ে দেয় রানা, বলাই বাহুল্য, সেটা লোক দেখানো ব্যাপার ছিলো।

বি. সি. আই. এবং রানা এজেন্সি ছাড়া অন্যান্য আরো কয়েকটা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত রানা, তার মধ্যে ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি টেরোরিজম অর্গানাইজেশন অন্যতম।

সন্ত্রাসবাদ বিরোধী একটা আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলার ধারণাটা প্রথম আসে জাতিসংঘে নিযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ প্রতিনিধির মাথায়। দীর্ঘ কয়েক মাস জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতিনিধিদের সাথে ব্যাপক আলোচনার পর সবার সমর্থন নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি টেরোরিজম অর্গানাইজেশন। গঠনতন্ত্রে বলা হয়েছে এটা একটা সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, সন্ত্রাসবাদী গ্রুপগুলোর রাজনৈতিক মতাদর্শ বা উদ্দেশ্য যাই হোক, সেন্ট্রাল কমিটির নির্দেশে কমাণ্ডোরা তাদের কার্যকলাপ বানচাল করার জন্যে অপারেশন চালাবে।

এতো রাতে রিফাত ওর কাছে আসবে না। তাহলে কে হতে পারে? পরিষ্কার মনে আছে রানার, ফ্ল্যাট থেকে বেরুবার আগে সব আলো নিভিয়েছিলো ও।

চারদিক ভালো করে দেখে নিয়ে সতর্কতার সাথে গাড়ি থেকে নামলো রানা। গার্ডরুমটাকে পাশ কাটাবার আগেই দেখতে পেলো ওটার দরজায় তালা ঝুলছে। ইচ্ছে করেই এলিভেটরের দিকে গেল না, সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো তিনতলায়, ইতিমধ্যে কোটের পকেটে চলে এসেছে ভি-পি-সেভেনটি।

করিডরের দিকে কোনো জানালা নেই, ফ্ল্যাটটার দরজার পাশে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালো রানা। শুধু একটা হাত লম্বা করে দিয়ে নক করলো। ভেতর থেকে কেউ সাড়া তো দিলোই না, অন্য কোনো শব্দও হলো না। পকেট থেকে চাবি বের করে কী-হোলে ঢোকালো ও, এখনো দেয়ালের সাথে সেঁটে রয়েছে শরীরটা।

ধীরে ধীরে চাবিটা ঘোরালো ও। ক্লিক একটা আওয়াজের সাথে খুলে গেল তালা। চাবিটা খুলে নিয়ে পকেটে ভরলো, পকেট থেকে হাতে চলে এলো ভি-পি-সেভেনটি। আবার হাত বাড়িয়ে দরজার হাতলটা ঘোরালো ও, তারপর অকস্মাৎ এক ধাক্কায় কবাট খুলে লাফ দিয়ে ঢুকে পড়লো কামরার ভেতর, হাতে উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্র, বাঁকা শিরদাঁড়া নিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে আছে।

সিটিং রুমে কেউ নেই।

লিভিংরুমের দরজাটা খোলা। সাবধানে এগিয়ে গিয়ে উঁকি দিলো রানা। সোফার ওপর একটা নারীদেহ দেখে ছ্যাঁৎ করে উঠলো বুকের ভেতরটা। দেহটা মোচড়ানো, লম্বা কালো চুল কার্পেটে ঝুলছে, একটা কনুইসহ হাতের নিচে চাপা পড়েছে মুখ আর কপাল। চেনা চেনা লাগলো, কিন্তু চিনতে পারলো না রানা। শাড়ি পরা যুবতী মেয়ে, রিফাত নাকি?

অফিস থেকে বাড়ি ফিরছিল রিফাত, নির্জন কোনো রাস্তায় ওর

amrsumon@yahoo.com
www.murchona.com

পথরোধ করে দাঁড়ায় খুনীরা? নির্মমভাবে খুন করে লাশটা রেখে গেছে এখানে? ওকে ফাঁসাবার উদ্দেশ্যে? লক্ষ্য করেছে রানা, গত কয়েকদিন অনুসরণ করা হয়েছে ওকে—কোথায় থাকে দেখে গেছে শত্রুরা।

কিন্তু কল্পনাটা যে ভিত্তিহীন, দরজা বন্ধ করে লিভিংরুমে ঢোকার পর বুঝতে পারলো রানা। রিফাত জাহানই, তবে নিয়মিত নিঃশ্বাস ফেলছে। যে-কোনো কারণেই হোক, রানার সাথে দেখা করতে এসেছিল সে, এসে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমটা এসেছে হঠাৎ, নিজের অজান্তে, তাই শরীরের এই এলোমেলো ভঙ্গি।

রিফাতকে জাগাতে গিয়েও জাগালো না রানা। সারাটা দিন ফাইল-পত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেছে বেচারি, তারপর কে জানে হয়তো সন্ধ্যের পর থেকে এখানে ঠায় বসে অপেক্ষা করেছে ওর জন্যে, নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত—ঘুমাচ্ছে ঘুমাক।

বাথরুম থেকে স্লিপিং গাউন পরে বেরিয়ে এলো রানা, লিভিং-রুম হয়ে ঢুকলো কিচেনে। ও নিজে বাইরে থেকে খেয়ে এসেছে, কিন্তু রিফাতের জন্যে কিছু তৈরি করা দরকার। কিচেনে রুটি, মাখন, ডিম, পনির, ফল ইত্যাদি অনেক কিছুই আছে, একটা প্লেট সাজাতে খুব বেশি সময় লাগলো না। তারপর কফি বানাতে বসলো ও।

মাঝখানে একবার উঠে গিয়ে দেখে এসেছে রিফাতকে। সেই আগের ভঙ্গিতেই শুয়ে আছে সে। একবার ইচ্ছে হয়েছিল ভাঁজ করা একটা পা লম্বা করে দেয়, মুখ থেকে নামিয়ে হাতটা রাখে বুকের ওপর, কিন্তু সংকোচ বোধ করায় শুধু চুলগুলো সোফার ওপর তুলে দিয়ে ফিরে এসেছে রানা। কুমারী মেয়ে, তাও ঘুমন্ত, শরীরে হাত দেয়া উচিত নয়—কে জানে, যদি চিৎকার দেয়!

সিঙ্গাপুর থেকে ফেরার পর ক'টা দিন লণ্ডনেই রয়েছে রানা, ই. এ. টি. ও.-র হেডকোয়ার্টার থেকে পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায়। বি. এ. ফ্লাইট টুয়েলভ হিথরোতে যেদিন নামলো সেদিন থেকেই রিফা-তের সাথে ওর ঘনিষ্ঠতার শুরু। তার আগে পর্যন্ত দু'জনের মধ্যে একটা দূরত্ব আর জড়তা ছিলো। একসাথে হলে কাজের কথা ছাড়া আর কিছু বলেনি বা ভাবেনি। সম্পর্কটা প্রায় আগের মতোই আছে, তবে দূরত্ব আর জড়তা কমে এসেছে।

প্লেন থেকে নামার পরপরই অফিসে আসে রানা, তখনই জানতে পারে ঢাকা থেকে বি. সি. আই. চীফ নতুন নির্দেশ দিয়েছেন, এখন থেকে রানা এজেন্সির সব এজেন্টকে হেকলার অ্যাণ্ড কচ ভি-পি-সেভেনটি ব্যবহার করতে হবে।

রানা প্রতিবাদ করলেও সেটা ছিলো মনে মনে। প্রতিবাদ করার কারণ, এতোদিন নিজের খুশি আর পছন্দ মতো হ্যাণ্ডগান বেছে নেয়ার স্বাধীনতা ছিলো ওর, সেটা একরকম কেড়ে নেয়া হলো। ওর প্রিয় অস্ত্র ওয়ালথার পি-পি-কে, যদিও সব সময় ওটা রানা ব্যবহার করে না। গত মাসে একটা অ্যাসাইনমেন্টে পুরনো মডেলের মাউজার ব্যবহার করে ও, সেজন্যে ওর প্রচুর সমালোচনা হয়েছে।

কিন্তু প্রতিবাদ করে যে কোনো লাভ নেই রানা জানে। বুড়ো বসের কথা যদি আইন হয়, রিফাতের দায়িত্ব হলো সে আইন মানা হচ্ছে কিনা দেখা। মেয়েটার এই গুণটা সম্পর্কে আগে জানা ছিলো না রানার। স্মল আর্মস সম্পর্কে সে যে শুধু একজন এক্সপার্ট তাই নয়, তার কাছ থেকে অনেক কিছু শেখারও আছে রানার। যাকে দেখলে ঢ্যাঙা সুপারী গাছের কথা মনে পড়ে যায়, তার প্রতি একটা সমীহের ভাব জন্ম নিয়েছে রানার মনে। কাছ থেকে খুঁটিয়ে দেখার

পর শুধু সুন্দরী নয়, একইসাথে কঠিন আর কোমল মনে হয়েছে, মনে হয়েছে এই মেয়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পেলে সার্থক মানুষের জীবন। কিন্তু না, কোনো আভাস বা ইঙ্গিতে মনের কথা বুঝতে দেয়নি রানা। সম্পর্কটাকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে টেনে আনতে চায়নি।

ভি-পি-সেভেনটি আকারে ওয়ালথারের চেয়ে বড় হলেও, রানাকে স্বীকার করতে হয়েছে গোপনে সাথে রাখার ব্যাপারে অস্ত্রটা কোনো সমস্যা সৃষ্টি করেনি। হাতে নিয়েও আরাম, বাঁট লম্বা এবং ওজন এমনভাবে কমবেশি করা আছে যাতে ভারসাম্য ঠিকমতো রক্ষা পায়। লক্ষ্যভেদে ভালো, গুরুতর জখম করার শক্তিও রাখে—নাইন এম-এম, সাথে আঠারো রাউণ্ডের ম্যাগাজিন, হালকা শোল্ডার স্টক ফিট করা অবস্থায় সেমি-অটোমেটিকে প্রতিবার তিনটে বিস্ফোরণ।

সন্দেহ নেই ভি-পি-সেভেনটি চমৎকার একটা ম্যান-স্টপার। হাইজ্যাকারদের সাম্প্রতিক দৌরাত্ম্যের কথা মনে রেখেই সম্ভবত এই অস্ত্রটা ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রিফাতের সহযোগিতায় এরই মধ্যে নতুন পিস্তলটার সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে রানার। পর পর তিনটে দিন একটা আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেঞ্জে একসাথে রিফাতের সাথে প্র্যাকটিস করেছে রানা। ফাস্ট ড্র-তে রানা এখন সাবলীল।

তিন দিন আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেঞ্জে একসাথে প্রচুর সময় কাটিয়েছে ওরা। রিফাত রানাকে রানা রিফাতকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে জানার সুযোগ পেয়েছে। মনে যাই থাক, সংযমের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে রানা—রিফাত যে একটা সুন্দরী মেয়ে ওর আচরণে সেটা বুঝতে দেয়নি। প্রয়োজনের চেয়ে কাছে এসেছে রিফাত, মাঝে মধ্যে অকারণে হেসেছে, দেখেও না দেখার ভান করেছে রানা। ও জানে, মেয়েদের অনেক রকম খেয়াল থাকে, পুরুষদের বাজিয়ে দেখার প্রবণতা থাকে,

তারমানে এই নয় যে হাত বাড়ালেই পাওয়া যাবে। হৃদয়ঘটিত হোক বা শরীরঘটিত, নতুন কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছে ওর নেই। তৃতীয় অর্থাৎ শেষ দিন রেঞ্জ থেকে বেরুবার মুখে আভাসে রিফাত রানাকে জানিয়েছিল, সন্ধ্যায় তার কোনো কাজ বা প্রোগ্রাম নেই, ইচ্ছে করলে তার সঙ্গ চাওয়া যেতে পারে। কিন্তু রানা সাড়া দেয়নি, কাজের অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে গেছে। চেহারা কালো হয়ে গেলেও, একটা কথাও বলেনি রিফাত।

নিজের জন্যে কাপে আর রিফাতের জন্যে ফ্লাস্কে কফি নিয়ে লিভিং-রুমে ফিরে এলো রানা। ঘুমের মধ্যে ভালো করে শুয়েছে রিফাত, ভাঁজ করা পা দুটো সোফার পিঠে ঠেকে আছে, তবে হাত দুটো এখনো চোখের ওপর।

সিঙ্গেল একটা সোফায় বসে নিচু টেবিলের ওপর পা তুলে দিলো রানা, ধীরে ধীরে চুমুক দিলো কাপে। হাতঘড়ি দেখলো একবার। সাড়ে বারোটা বাজে। মেয়েটার ঘুম ভাঙানো উচিত হবে কিনা ঠিক বুঝতে পারছে না। তারপর চিন্তাটা অন্য খাতে বইতে শুরু করলো। গত কয়েক দিনে হাইজ্যাকারদের সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, ধন্যবাদ দিতে হয় রানা এজেন্সির লণ্ডন শাখার কমপিউটর সেকশনকে।

দেখা গেছে প্রতিটি হাইজ্যাকারের সাথে একজন জার্মান লোকের কোনো না কোনো সময় যোগাযোগ ছিলো বা আছে। লোকটার নাম ফন একেন। জানা গেছে স্টুয়ার্ডেস মেয়েটা নির্দিষ্ট ওই ফ্লাইটে থাকার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা তদবির করেছিল, যদিও ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে তিন বছর ধরে রয়েছে সে। তার সাথেও ফন একেনের একটা যোগাযোগ ছিলো অতীতে।

amsuman@yahoo.com www.murchona.com

রানাকে সবচেয়ে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে মৃত্যুর আগে টেরোরিস্ট লোকটার উচ্চারিত শব্দ দুটো। সও মং। ব্যাপারটা বিপজ্জনক চেহারা নিয়েছে আরেকটা তথ্য জানার পর—ফন এফেন জীবিত সও মং অর্থাৎ উ সেনের ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলো। শুধু তাই নয়, বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান হামিসের একজিকিউটিভ কমিটিরও প্রভাবশালী সদস্য ছিলো সে।

হাতে আরো তথ্য চলে আসায় উদ্বেগ বেড়েছে রানার। উপর্যুপরি যে ক'টা হাইজ্যাক হয়েছে, সেগুলোর সাথে যারা জড়িত ছিলো তাদের মধ্যে থেকে ছয়জনের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে। দু'জন পরিচিত গুণ্ডা, জেফরি অ্যাডামসের সাক্ষাৎ শিষ্য, লস আঞ্জেলসে তাদের সাংঘাতিক দাপট। আরেকজনের সাথে যোগাযোগ আছে হার্ভেনোভেল আর হ্যারি ইয়ংব্লাডের, ভাড়াটে খুনী হিসেবে নিউ ইয়র্ক আণ্ডারগ্রাউণ্ডে তার অনেক 'সুনাম'। আরেকজন কাজ করে হেনরি মালিনের সাথে, সুইডেনে জন্ম তার, ক্রি-ল্যান্স ইন্টেলিজেন্স এক্সপার্ট, যে বেশি পয়সা ঢালতে পারবে সে-ই তার প্রাইভেট এসপিওনাজ সার্ভিস পেতে পারে। ছয় নম্বর লোকটার সম্পর্ক রয়েছে প্যারিসের কুখ্যাত অপরাধী ক্লড অভি-র সাথে, যার বিরুদ্ধে ফ্রেঞ্চ পুলিশ গত বিশ বছর ধরে প্রমাণ সংগ্রহের ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছে।

আরো ভীতিকর তথ্য হলো জার্মান ফন এফেনের মতো জেফরি অ্যাডামস, হার্ভে নোভেল, হ্যারি ইয়ংব্লাড, হেনরি মালিন এবং ক্লড অভির সাথে জীবিত উ সেন এবং হামিসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো। এরাই এখন হামিসের একজিকিউটিভ কমিটির সদস্য হয়েছে। তারমানে, কোনো সন্দেহ নেই, ইউনিয়ন কর্সকে আন্তর্জাতিক একটা

চেহারা দেয়ার চেষ্টা চলছে। ইউনিয়ন কর্স বলতে এখন শুধু ফরাসী একদল অপরাধীদের সংগঠন বোঝায় না। উ সেনের স্বপ্ন ছিলো গোটা দুনিয়ার তাবৎ ক্ষমতা নিজের মুঠোর মধ্যে আনবে সে, হামিসকে গড়ে তোলার পিছনে সেটাই ছিলো তার প্রেরণা আর উদ্দেশ্য। উ সেন মারা গেছে, তার স্বপ্ন পূরণ হয়নি। কিন্তু হামিস টিকে আছে, সারা দুনিয়া থেকে কুখ্যাত আর শক্তিশালী অপরাধীদের নিয়ে নতুন করে গড়ে তোলা হয়েছে একজিকিউটিভ কমিটি। বোঝাই যায়, বড় ধরনের কোনো কুমতলব আছে ওদের। বড় ধরনের কিছু করতে হলে বিপুল টাকার দরকার, একের পর এক ডাকাতি ও হাইজ্যাক করে সেই টাকাই সংগ্রহ করা হয়েছে। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সও মং নাম ধারণ করে হামিসকে নেতৃত্ব দিচ্ছে কেউ একজন। এই পালের গোদাটাকে চিনতে পারলে সুবিধে হতো···।

একটা সিগারেট ধরালো রানা, কিন্তু চিন্তার রাজ্য আর ফিরে যাওয়া হলো না। পাশ ফিরতে গিয়ে উ করে উঠলো রিফাত।

হাতঘড়ি দেখলো রানা। দেড়টা বাজে। আর দেরি করা যায় না, জানা দরকার কেন এসেছে রিফাত। তাকে কিছু খেতে বলাও দরকার।

'রিফাত,' ডাকলো ও।

দ্বিতীয় ডাকে চোখ থেকে হাত সরালো রিফাত, তারপর চোখ মেললো। 'ওমা, ছি ছি, কি কাণ্ড বলুন তো, মাসুদ ভাই, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম?' সোফার ওপর উঠে বসে শাড়ির আঁচল ঠিকঠাক করছে। 'কখন এলেন আপনি? আমাকে ডাকেননি কেন? ক'টা বাজে বলুন তো?' তারপর নিজেই হাতঘড়ি দেখে আঁতকে উঠলো। 'কি সর্বনাশ! সেই সন্ধ্যে থেকে আমি···ছি-ছি!' পরমুহূর্তে তার চেহারায় উদ্বেগ ফুটে উঠলো। 'দেড়টা···ইস্, এতো রাতে একা

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

আমি বাড়ি ফিরি কি করে!'

'কেন এসেছিলে?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'ও, হ্যাঁ,' বলে ঢোক গিললো রিফাত, সোফার নিচে পা ঝুলিয়ে দিলো। 'আপনি অফিস থেকে চলে আসার পর ঢাকা থেকে বসের একটা মেসেজ এলো, সেটা দিতে এসেছিলাম। এসে দেখি আপনি নেই, তাই···।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে—অপেক্ষা করতে করতে পৃথিবীতে তুমিই এই প্রথম ঘুমিয়ে পড়োনি। তা, মেসেজটা কি?'

সোফা থেকে হ্যাণ্ডব্যাগটা তুলে নিয়ে খুললো রিফাত, ভেতর থেকে একটা কাগজ বের করে বাড়িয়ে দিলো রানার দিকে। হাতে নিয়ে রানা দেখলো, কোড করা মেসেজ। কোড ভাঙতে প্রায় আধ ঘণ্টা লাগলো ওর। বি. সি. আই. হেডকোয়ার্টার থেকে মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান লিখেছেন, 'তোমাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে। নতুন ছদ্মবেশ নিয়ে এরা তোমার পুরনো শত্রু। আমরা অনেক চেষ্টা করেও জানতে পারিনি এদের নেতা কে। পারো তো পালের গোদাটাকে ধ্বংস করো, যাতে অন্তত আবার কিছু দিন সংগঠনটা মাথা তুলতে না পারে। এ-কাজে যেখান থেকে যতো সাহায্য পাও সব তোমার দরকার হবে।'

সংগঠনের অর্থ করলো রানা—হ্যামিস। আর পালের গোদা হলো সও মং নামধারী লোকটা। পুরনো শত্রু—ইউনিয়ন কর্স বা উ সেনের ঘনিষ্ঠ সহচররা।

'খারাপ কিছু, মাসুদ ভাই?' রানাকে অন্যমনস্ক দেখে মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো রিফাত।

'হ্যাঁ, বস আমাকে সতর্ক করে দিয়েছেন।' কিন্তু কি ব্যাপারে তা

বললো না রানা, রিফাতও জিজ্ঞেস করলো না। সে জানে, প্রয়োজন মনে করলে মাসুদ ভাই নিজেই সব জানাবে।

বসের শেষ কথাটার অর্থ পরিষ্কার বুঝলো না রানা। ঠিক কি বলতে চেয়েছেন? কথাটার সূত্র ধরে একটা ব্যাপার মনে পড়ে গেল। ক'-দিন ধরেই নজর রাখা হচ্ছে ওর ওপর। একাধিক লোক, কিন্তু খুব কাছাকাছি আসে না। যেন দূর থেকে ওর গতিবিধি লক্ষ্য করা ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। লোকগুলোর পরিচয় সম্পর্কে কিছুই আন্দাজ করতে পারেনি রানা। চেহারা দেখে কখনো মনে হয়েছে আফগান, কখনো ল্যাটিন আমেরিকান। কে. জি. বি. আর সি. আই. এ. সহ অনেক এসপিওনাজ এজেন্সিই প্রয়োজনে বিজাতীয় লোকদের কাজে লাগায়, এমনকি মাফিয়া আর ইউনিয়ন কর্স-ও এ-ধরনের ছল-নার আশ্রয় নেয়। লোকগুলোর পরিচয় জানতে হলে নাগালের মধ্যে পেতে হবে এক-আধজনকে।

'ঘুম ভাঙানোর জন্যে সত্যি দুঃখিত,' রিফাতকে বললো রানা। 'মেসেজটা কাল সকালে দেখলেও চলতো। তুমি বরং কিছু খেয়ে নাও, তারপর...।'

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো রিফাত। 'বাড়িতে রান্না করা আছে, মাসুদ ভাই। আমি বরং যাই···।' জানি-জানি, যতো বড় যুধিষ্ঠিরই তুমি হও, রাত দুপুরে একটা সুন্দরী মেয়েকে ঘরের ভেতর একা পেয়ে ছেড়ে দিতে মন চাইবে না। রিফাতের ভাবনাটাই সত্যি হলো।

রানা বললো, 'এতো রাতে ট্যাক্সি পাবে কি? অন্তত কাছে পিঠে পাবে বলে মনে হয় না, বেশ খানিকটা হাঁটতে হবে। পুলিশের সাথে দেখা হবে, সেটা ভয়ের কিছু না হলেও, ছিনতাইকারীদের সাথেও দেখা হবে...।'

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

'আপনি ভুলে যাচ্ছেন, মাসুদ ভাই,' মৃদু হেসে বললো রিফাত, 'আমি কারাতে জানি, আন-আর্মড কমব্যাটে ট্রেনিং নেয়া আছে।'

রানা গম্ভীর হলো। 'ছিনতাইকারীদের কথা না হয় বাদ দাও। আমাদের শত্রু কি কম? ভেবেছো কেউ দেখেনি তুমি এখানে ঢুকেছো? জোর করে বলতে পারবে, সশস্ত্র একদল লোক বাইরে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে না? রানা এজেন্সির অনেক গোপন ইনফরমেশন জানো তুমি, তুমি চাইলেও আমি তো তোমাকে এতো রাতে একা যেতে দিতে পারি না।'

চেহারায় কৃত্রিম ভয় ফুটিয়ে তুলে রিফাত বললো, 'তাহলে, মাসুদ ভাই।'

'বললে আমি তোমাকে পৌঁছে দিতে পারি,' প্রস্তাব দিলো রানা।

'না-না, সেকি। আপনি কেন এতো রাতে কষ্ট করতে যাবেন···।'

'তাহলে এক কাজ করো,' রিফাতের চোখে চোখ রেখে মৃদু কণ্ঠে বললো রানা, 'রাতটুকু এখানেই থেকে যাও।'

'কিন্তু···সেটা কি···মানে···।'

'তুমি বেড রুমে থাকো, আমি সিটিংরুমে সোফার ওপর···।'

'না, তা কি করে হয়। আপনি কেন কষ্ট করবেন। বরং আমিই সিটিংরুমে···।'

'তর্ক করো না, আমার ঘুম পেয়েছে,' বলে সোফা ছাড়লো রানা, টেবিলে ঢাকা দেয়া খাবার প্লেটগুলো দেখিয়ে বললো, 'যা পারো খেয়ে শুয়ে পড়ো।' দরজার দিকে পা বাড়ালো ও। 'আলো নেভাতে ভুলো না যেন আবার।'

'কি! আলো নিভিয়ে শুতে হবে। কিন্তু আমার যে অভ্যেস···।'

'আলো জ্বেলে শোয়া তোমার অভ্যেস? বেশ, জ্বেলেই শোও।'

দরজার কাছে পৌঁছে গেলো রানা।

'মাসুদ ভাই!' পিছু ডাকলো রিফাত। এতো সহজে পরাজয় মানতে রাজি নয় সে। লোকমুখে মাসুদ ভাই সম্পর্কে দু'রকম কথা শুনতে শুনতে একটা জেদ চেপে গেছে তার। একদল বলে, লেডি-কিলার, মেয়ে দেখলেই রানা পাগল হয়ে যায়। আরেক দলের বক্তব্য, রানা বর্তমান যুগের সাচ্চা ঋষি, স্বর্গের হুরীদের পক্ষেও তার ধ্যান ভঙ্গ করা সম্ভব নয়। মাত্রা ছাড়ানো মেয়েলি কৌতূহল পাগল করে তুলেছে রিফাতকে, মাসুদ ভাইকে পরীক্ষা করে দেখবে সে। জানে, এ-কাজে বিপদের ভয় আছে। ঝুঁকিটা জেনে শুনেই নিয়েছে সে। ইউরোপে বহু বছর ধরে আছে, বিয়ে না করলেও নিজেকে সে কুমারী বলে দাবি করে না। পাঁচ বছর আগে মাথা ভর্তি কালো চুল, আপন-ভোলা চেহারার সেই টগবগে তরুণটিকে ভালোবাসা সতীত্ব সবই দিয়েছিল রিফাত, রোড অ্যাক্সিডেন্টে তার অকালমৃত্যু না হলে আজ ওকে এই সন্ন্যাসিনীর জীবনযাপন করতে হতো না। এই জীবন স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছে সে। তরুণটি এখন শুধুমাত্র স্মৃতি, কিন্তু তার বিদায়ের পর আর কাউকে ভালোবাসতে পারেনি রিফাত। মাসুদ ভাইয়ের প্রতি সে আকর্ষণ অনুভব করে বটে, কিন্তু জানে এও ঠিক ভালোবাসা বলে না। মানুষটাকে তার আশ্চর্য রহস্যময় মনে হয়, সেই রহস্য ভেদ করতে না পারলে তার যেন বেঁচে থাকায় শান্তি বা সার্থকতা নেই। আসলে মানুষটাকে শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে করে, কিন্তু কারণটা পরিষ্কার নয়। সত্যিই মাসুদ ভাই শ্রদ্ধার পাত্র কিনা আবিষ্কার করতে হবে তাকে। যদি কিছু হারাতে হয়···হারাবার তার আছেটা কি?

সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো রিফাত, ঢাকা থেকে বসের মেসেজটা

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

সেই সুযোগ এনে দিয়েছে তাকে। নিজের ওপর আস্থা আছে তার, আছে গর্ব, জানে এই যৌবন আর সৌন্দর্য এড়িয়ে যাওয়া কোনো পুরুষের পক্ষে অসম্ভব। ফাঁদ পাতার প্রয়োজনে অনেক দূর যাবে সে।

দরজার কাছ থেকে ঘুরলো রানা। 'আবার কি হলো?'

মাথা নিচু করলো রিফাত। 'এক ঘরে একা আমি শুতে পারি না, আমার ভয় করে।'

হো হো করে হেসে ফেললো রানা। 'তাই নাকি? এতো বড় হয়েছো, একা শুতে তোমার ভয় করে? তা কে···কাকে নিয়ে শোও তুমি রোজ?'

'আমার বোন আর আমি···।'

'কিন্তু এখানে তো তোমার বোন নেই, বলো তো আমি তোমার সাথে শুতে পারি।'

রানার কথা যেন শুনতে পায়নি রিফাত। 'এক কাজ করলে হয় না, মাসুদ ভাই? আপনি আপনার বিছানাতেই, এই বেড রুমেই শোন, আমিও এখানে শুই—সোফায়?'

কাঁধ ঝাঁকালো রানা, বললো, 'আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আলো জ্বালা থাকলে আমার যে ঘুম আসবে না?'

খুশি হয়ে উঠলো রিফাত। 'আপনি ঘরে থাকলে আলো জ্বালা না থাকলেও চলবে।'

হেসে ফেলে রানা বললো, 'তারমানে আমাকে তোমার কোনো ভয় নেই?'

ছোট্ট মেয়ের মতো দ্রুত মাথা নেড়ে রিফাত বললো, 'নূনা। আমার ভয় ভূতকে, হাসবেন না!'

হাসতে হাসতে রিফাতের সামনে, আগের সোফায় ফিরে এসে

বসলো রানা। 'খেয়ে নাও তাড়াতাড়ি। কাল সকালে অনেক কাজ আছে আমার।' একটা সিগারেট ধরালো ও, তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'ভূত কখনো দেখেছো? জ্যান্ত মানুষও কিন্তু ভূত হতে পারে।'

কথা না বলে খেতে শুরু করলো রিফাত, রানার দিকে তাকালো না। মনে মনে ভাবছে, সেটাই তো দেখতে চাই, আপনি ভূত সাজেন কিনা।

আগেই খেলো রিফাত, বাথরুমে গেল একবার, তারপর ফিরে এসে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লো রানার বিছানায়। রানা আগেই সোফার ওপর কাত হয়েছে, চোখ বন্ধ।

'ঘুমালেন নাকি, মাসুদ ভাই?'

'না।'

'আসুন, গল্প করা যাক।'

'না।'

এক মিনিট পর রিফাত আবার কথা বললো, 'আপনি বিয়ে করেননি কেন?'

'করবো না, তাই।'

'প্রতিজ্ঞা? কেন?'

রানা উত্তরে বললো, 'ঘুমাও।'

'আসছে না।'

'তাহলে ঘুমাতে দাও।'

আবার চুপচাপ।

তারপর, 'ও কিসের শব্দ?'

'কই?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

ফিসফিস করে রিফাত বললো, 'মনে হলো কে যেন আমার বিছা-

amrsumon@yahoo.com
www.murchona.com

নার পাশ ঘেঁষে হেঁটে গেল।'

'এতোক্ষণে দেয়াল ফুঁড়ে ঘরের বাইরে চলে গেছে—ঘুমাও।'

'আবার!' আঁতকে উঠলো রিফাত।

'আবার কি?'

'পায়ের আওয়াজ!'

রানা কোনো উত্তর দিলো না।

'মাসুদ ভাই।'

রানা চুপ করে থাকলো।

'মাগো!' চিৎকার করে উঠলো রিফাত। 'বিছানায় কি যেন খস খস করছে!'

রানা তবু সাড়া দিলো না।

বিছানার ওপর বসে পড়লো রিফাত। 'আমি এখানে শোবো না।'

রানা নিরুত্তর।

'আমি আলো জ্বেলে শোবো।'

ক্যাচ ক্যাচ আওয়াজ হলো সোফায়, মনে মনে উত্তেজিত হয়ে উঠলো রিফাত—আসছে নাকি মাসুদ ভাই? কিন্তু না, পাশ ফিরে শুলো রানা।

'মাসুদ ভাই, আমার ভয় করছে। আপনি কি, কথা বলছেন না কেন?' হঠাৎ গা ছম ছম করে উঠলো রিফাতের। বিছানার পাশে সত্যি সত্যি পায়ের শব্দ। জানালা বন্ধ, ঘরের ভেতর গাঢ় অন্ধকার। বিছানায় কেউ বসছে বুঝতে পেরে চিৎকার করার জন্যে হাঁ করলো রিফাত, শক্ত একটা হাত পড়লো মুখের ওপর। ধস্তাধস্তি শুরু করবে রিফাত, শান্ত গলায় কথা বলে উঠলো রানা।

'আসলে চাও কি তুমি, রিফাত?' রিফাতের মুখ থেকে হাত

সরালো রানা। 'মেসেজটা ছিলো অজুহাত, আসলে এরকম একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলে তুমি। কিন্তু বুঝতে পারছো কি, কাজটা তুমি অন্যায় করেছো? আমি পুরুষ মানুষ, এবং অক্ষম নই, কাজেই এটাকে আমি আমার পুরুষত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ বলে ধরে নেবো। সুন্দরী এক মেয়ে স্বেচ্ছায় নিজেকে নিবেদন করছে, গ্রহণ না করলে যৌবনের অসম্মান হবে, তোমাকেও অপমান করা হবে। আর যদি গ্রহণ করি, শুধু শরীরের আগুনটাই নিভবে, মনের তৃপ্তি আসবে না। কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি না।'

অন্ধকার ঘর, পুরুষ মানুষের কঠিন স্পর্শ, কোমল কণ্ঠস্বর, নিজের মনের অপ্রতিভ আর অসহায় অবস্থা রিফাতকে ভাবাবেগের প্রচণ্ড এক স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে চললো। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো সে, কান্না জড়ানো গলায় শুধু বলতে পারলো, 'আমাকে ক্ষমা করো, মাসুদ ভাই।'

সকালে ওদের একই সময়ে একই বিছানায় ঘুম ভাঙলো। রানা সম্পর্কে রিফাতের ধারণা বদলায়নি, শ্রদ্ধার পরিমাণ বরং আরো বেড়েছে। সেই সাথে দেহ-মনে বাসা বেঁধেছে অদ্ভুত একটা পুলক আর তৃপ্তি। শেষ রাতে ওদের মধ্যে যাই ঘটে থাকুক, কেউ সেজন্যে অনুতপ্ত নয়। দু'জনের মাঝখানে কোনো কাঁটা নেই, আবার বাঁধনও নেই। পরস্পরকে নিয়ে ওরা স্বপ্ন দেখেনি, আবার কোনো প্রত্যাশা অপূর্ণও থাকেনি। পরস্পরকে বুঝতে চেষ্টা করেছে ওরা, এবং একজন আরেকজনকে যতোটুকুই চিনতে পেরে থাকুক, দু'জনেরই মনে হয়েছে অবাধ মেলামেশা আর বন্ধুত্বে কোনো ক্ষতি নেই।

একসাথে ঘুম ভাঙলেও রানাকে বিছানা থেকে উঠতে দেয়নি রিফাত। আগে শাওয়ার সারলো সে, তারপর ব্রেকফাস্ট তৈরি

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

করলো। ইতিমধ্যে শাওয়ার সেরে দাড়ি কামিয়ে কাপড় পরেছে রানা, টেবিলে বসে একসাথে নাস্তা করলো দু'জনে। বিশেষ কোনো কথা হলো না, তবে ঠোঁটে হাসি থাকলো আর চেহারায় থাকলো আনন্দ।

বিদায় নেয়ার সময় রানার সামনে দাঁড়ালো রিফাত, ওর টাইয়ের নটটা ঠিক করে দিলো।

'ভূতের ভয় আর আছে?' চোখ মটকে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'আবার কোনো দিন যদি ঘরে ফিরে দেখো তোমার সোফায় ঘুমিয়ে আছি আমি, কি করবে?' পাল্টা প্রশ্ন রিফাতের।

'পালাবো না,' কথা দিলো রানা। 'জানবো ঘুমাওনি তুমি, ঘুমের ভান করে আছো।'

'রাগ হবে না?'

'হবে,' রিফাতের নাক টিপে দিয়ে বললো রানা। 'আরো আগে আসোনি বলে।'

রিফাত চলে গেছে পাঁচ মিনিটও হয়নি, নক হলো দরজায়।

ভি-পি-সেভেনটি পরীক্ষা করা শেষ করেছে মাত্র রানা, সেটা কোটের পকেটে ফেলে দরজার দিকে এগোলো ও। চট করে একবার চোখ বুলালো হাতঘড়ির ওপর। আটটা বাজতে এখনো সাত মিনিট বাকি। কে হতে পারে?

কোটের পকেটে একটা হাত রেখে দরজা খুললো ও।

প্রথম দর্শনে মনে হলো ভদ্রলোক পরচুলা পরে আছেন। কালো আর সাদা—ঠিক সাদা নয়, রূপালি। যেন একটা কালো চুলের পাশে একটা রূপালি, এই নিয়মের কোনো ব্যত্যয় হয়নি সারা মাথায় কোথাও। বয়স হলে, যখন চুল পাকবে, ঠিক এরকমটি যদি ওরও হয় খুশি হবে রানা। ঝাড়া ছয় ফুট লম্বা হবেন, নিখুঁতভাবে

দাড়ি-গোঁফ কামানো। কড়া ভাঁজ করা অ্যাশ কালারের স্যুট। ক্লোমরে বা কাঁধে হোলস্টার নেই, আন্দাজ করলো রানা। এক রঙা টাই, নীল। একটু বিসদৃশ লাগলো চোখে, স্টীলরিমের চশমাটা হাতে। বয়স হবে··· আন্দাজ করা কঠিন, পঁয়তাল্লিশ থেকে ষাটের মধ্যে। চওড়া কাঠামো, তবে শরীরে অপ্রয়োজনীয় মেদ নেই। চোখ দুটো পরিষ্কার, চোখের নিচে কালি বা পুটুলি নেই। কোনো কোনো মেয়েকে দেখে যেমন বোঝা যায় না রানী নাকি মেথরানী, এই ভদ্রলোককে দেখেও আন্দাজ করা মুশকিল হাজী নাকি পাজি। ডেস্কের সাথে বাঁধা হেডক্লার্কও হতে পারেন, আবার ব্যবসায়ী হওয়াও বিচিত্র নয়। হাসছেন না, চেহারার ভাবটাই এমন, যেন হাসতে জানেন না। 'বলুন,' মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'আপনার সাথে আমার একটু আলাপ ছিলো,' স্পষ্ট মার্কিন উচ্চারণ।

'আমি কে?' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'আপনি কে?'

'আপনি মাসুদ রানা,' বললেন ভদ্রলোক। 'আমি সি. আই. এ.।'

'সি. আই. এ.-র সাথে আলাপ করতে উৎসাহী নই আমি,' বলে দরজা বন্ধ করে দিতে গেল রানা।

ভদ্রলোক নড়লেন না, শুধু একটা শব্দ উচ্চারণ করলেন, 'প্লিজ।'

'আপনার কার্ড দেখি,' বললো রানা।

ভদ্রলোক মোটেও অপ্রতিভ হলেন না। 'পথে-ঘাটে আমি যদি মারা পড়ি, সি. আই. এ. চায় না আমার পরিচয় জানাজানি হয়ে যাক।'

তবু রানা নরম হলো না, বললো, 'ঠিক আছে, আলাপ থাকলে অফিসে আসুন।' আবার দরজা বন্ধ করতে গেল ও।

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

'অফিশিয়ালি নয়, আপনার সাথে আমি ব্যক্তিগতভাবে কথা বলতে চেয়েছিলাম,' বললেন ভদ্রলোক। 'আমি চাই না কেউ জানুক আমি আপনার কাছে এসেছি।'

'আপনি চান না?' হাসলো রানা। 'কিন্তু এরইমধ্যে অনেক লোক জানে। আমার ওপর নজর রাখার লোকের অভাব নেই, তারা আপনাকে এখানে ঢুকতে দেখেছে।'

এই প্রথম ভদ্রলোকও হাসলেন। 'না, মিঃ মাসুদ রানা, কেউ দেখেনি। কেন, আপনি লক্ষ্য করেননি, আমাদের লোকেরা ক'দিন ধরে আপনার আশপাশে রয়েছে?' রানা লক্ষ্য করলো হাসলে ভদ্রলোককে আশ্চর্য প্রাণবন্ত আর সরল দেখায়।

'ও।' গম্ভীর হলো রানা। 'তাহলে আপনারাই।'

'কিন্তু অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়, আর যারা আপনার ওপর নজর রাখে বা রাখতে পারে তাদের ভাগাবার জন্যে,' বললেন ভদ্রলোক। 'আমি যখন বিল্ডিংটায় ঢুকেছি দু'মাইলের মধ্যে সি. আই. এ. ছাড়া আর কোনো এসপিওনাজ এজেন্সির এজেন্ট ছিলো না। একজন বাদে, কিন্তু মিস রিফাত জাহানও আমাকে ঢুকতে দেখেননি।'

একটু গুরুত্ব দিতেই হলো রানাকে, জিজ্ঞেস করলো, 'কেন? কি চান আপনারা? জানেন না, সি. আই. এ.-র সাথে নিজেকে জড়াতে আগ্রহী নই আমি?'

'জানি বলেইতো এতো কাঠ খড় পুড়িয়ে আমার নিজেকে আসতে হলো,' বললেন ভদ্রলোক। 'ভেতরে ডাকবেন না? আলাপটা বসেই করতাম?'

কিন্তু দরজা ছেড়ে নড়লো না রানা। 'আপনার নাম?' সি. আই. এ.-র হাই অফিশিয়ালদের অনেককেই চেনে ও, নিদেনপক্ষে নাম

জানা আছে।

'কলিন ফর্বস।'

'দুঃখিত,' বললো রানা। 'আলাপ করতে হলে আপনাকে অফিসে আসতে হবে।' এই নামে সি. আই. এ.-তে কোনো উচ্চপদস্থ অফিসার নেই, এ-ব্যাপারে রানা প্রায় নিশ্চিত।

ভদ্রলোক তবু হতাশ হলেন না বা চটলেন না। বললেন, 'এর আগে প্রতিবার সি. আই. এ. আপনার সাহায্য পাবার জন্যে যোগাযোগ করেছে। এবার কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম।'

'অন্যরকম? কিরকম?'

'এবার ব্যাপারটা পারস্পরিক। একটা কেসে আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারি, আপনি আমাদেরকে।'

'কেসটা কি?'

'আপনার এই জিনিসটা আমি খারাপ চোখে দেখছি না, সব মানুষেরই উচিত নিজের জেদ বজায় রাখা। ধরে নিচ্ছি দরজায় দাঁড়িয়েই আপনি শুনতে চান?'

'হ্যাঁ।'

'কেসটা মলিয়ের ঝান।'

ব্যাখ্যা চাইতে পারতো রানা, কিন্তু সে-সবের মধ্যে গেল না। মলিয়ের ঝান সম্ভবত কোনো লোকের নাম, কিন্তু এ-ব্যাপারে মাথা ঘামাবার কোনো ইচ্ছে ওর নেই। 'দুঃখিত, এখনও আমি আগ্রহ বোধ করছি না।'

ভদ্রলোক হাসলেন না, বরং তাঁকে সিরিয়াস দেখালো। 'কথা দিচ্ছি, করবেন।'

কয়েক সেকেণ্ড ভালো করে ভদ্রলোককে লক্ষ্য করলো রানা, তার-

amsuman@yahoo.com www.murchona.com©

পর জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কে? সি. আই. এ.-র হয়ে কথা বলার অধিকার আপনার আছে?'

রানাকে প্রায় চমকে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'আমি সি. আই. এ.-র বর্তমান চীফ, ল্যাংলি থেকে আজ ভোরের ফ্লাইটে শুধু আপনার সাথে কথা বলার জন্যে এসেছি।'

মাত্র এক সেকেণ্ডের জন্যে হতভম্ব হয়ে পড়লো রানা, তারপর সামলে নিলো নিজেকে। সি. আই. এ. চীফ স্বয়ং ওর সাথে দেখা করতে এসেছেন, ভাবাই যায় না। ভদ্রলোককে সাদর অভ্যর্থনা জানালো ও। 'আসুন, ভেতরে এসে বসুন, প্লিজ।' গত মাসে সি. আই. এ. চীফ বদলি হয়েছে জানতো ও, কিন্তু সিনেটর কলিন ফর্বস নতুন চীফ হয়ে এসেছেন তা জানতো না। 'দুঃখিত, মিঃ ফর্বস।'

'ও কিছু না,' ঘরে ঢুকে নিজের হাতে দরজা বন্ধ করলেন কলিন ফর্বস। 'ইতিমধ্যে যতোটুকু কানে এসেছে, ধারণা করা যায়, সি. আই. এ. সব সময় আপনার সাথে ঠিক ব্যবহারটি করেনি। আশা করি এখন থেকে যোগ্য লোকের সাথে ভালো ব্যবহার করার সুমতি আমাদের হবে।'

'বসুন, প্লিজ,' একটা সোফা দেখিয়ে বললো রানা। 'কফি চলবে?'

'নো, থ্যাঙ্কস্।' সোফায় বসে কোট-পকেট থেকে টোবাকো পাউচ বের করলেন কলিন ফর্বস। 'অনুমতি দিলে ধূমপান করতে পারি।'

মৃদু মাথা ঝাঁকিয়ে একটা সোফার হাতলে বসলো রানা। অপেক্ষা করছে।

পাইপে তামাক ভরে রানার দিকে তাকালেন কলিন ফর্বস, 'যদি আপত্তি না করেন, আপনার সাথে একজনের পরিচয় করিয়ে দিতে

চাই। আপনার অনুমতির অপেক্ষায় বাইরে দাঁড়িয়ে আছে সে।'

'আমি কিন্তু কোনো কথা দিইনি, মিঃ ফর্বস,' বললো রানা। 'এই মুহূর্তে বড় একটা কাজ রয়েছে আমার হাতে, অ পনাদের জন্যে কিছু করতে পারবো না। কি বলতে চান শুনতে রাজি হয়েছি শুধু আপনি নিজে এসেছেন বলে।'

'জানি, ধন্যবাদ,' আবার প্রাণবন্ত দেখালো কলিন ফর্বসকে, তবে ঠোঁটের হাসিতে এবার যেন একটু রহস্যের আভাস। 'ডাকবো ওকে?' রানাকে মৃদু মাথা ঝাঁকাতে দেখে কোটের আস্তিন সরিয়ে কব্জি বের করলেন তিনি, দেখা গেল রিস্টওয়াচে অনেকগুলো ক্ষুদে বোতাম রয়েছে। একটা বোতামে একটু চাপ দিয়ে কোটের আস্তিন টেনে রিস্ট-ওয়াচ ঢাকলেন। প্রায় সাথে সাথে নক হলো দরজায়।

'কাম ইন,' বললো রানা।

দরজা খুলে ভেতরে যেন আগুনের একটা স্তম্ভ ঢুকলো। যথেষ্ট লম্বা, অ্যাথলেটিক, বিধাতা যেন ছুটি নিয়ে বিশেষ যত্নের সাথে এই মূর্তির প্রতিটি অঙ্গ নিজের হাতে তৈরি করেছেন। এবং কোনো সন্দেহ নেই, সুষমা ভরা পাত্রটি তাঁর হাত থেকে মেয়েটার মুখে পড়ে গিয়েছিল।

'দেখুন, চিনতে পারেন কিনা,' কলিন ফর্বস বললেন। 'আমার ঠিক জানা নেই রিটা হ্যামিলটনের সাথে আপনার আলাপ আছে কিনা।'

'রিটা হ্যামিলটন,' বিড়বিড় করলো রানা, অপ্রতিভ এবং আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে। নামটা পরিচিত লাগলেও, এই স্বর্গীয় অপ্সরাকে আগে কখনো দেখার সৌভাগ্য ওর হয়নি।

আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে মেয়েটাও। বড় বড় চোখে একটু বিস্ময়, খানিকটা বিব্রত ভাব। সাধারণ একটা ডেনিম স্কার্ট আর শার্ট পরে রয়েছে সে।

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

নিজেকে দ্রুত সামলে নিতে পারলো রানা, সজাগ হয়ে উঠেছে। হ্যাঁ, অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের সাথে সামান্য হলেও মিল আছে চেহারায়, অন্তত ভুরু জোড়া যেখানে মিলেছে। 'আলাপ হয়নি,' বললো রানা। 'তবে আন্দাজ করতে পারছি—উনি নুমা-র ডিরেক্টর অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের মেয়ে। হ্যালো, রিটা।' বলে হাত বাড়িয়ে দিলো রানা।

'হ্যালো।' রানার সাথে হ্যাণ্ডশেক করলো রিটা। 'বাবার মুখে আপনার কথা অনেক শুনেছি,' কোনো আবেগ নেই, বিবৃতির মতো শোনালো। 'শতোমুখে উনি আপনার প্রশংসা করেন!' ভাবটা যেন, অন্যায় বা পক্ষপাতিত্ব করেন। রানা অনুরোধ করার আগেই কলিন ফর্বসের পাশের সোফায় বসে পড়লো রিটা।

'কেমন আছেন অ্যাডমিরাল?' শ্রদ্ধার ভাব নিয়ে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'ভালো,' সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে বস কলিন ফর্বসের দিকে তাকালো মেয়েটা।

'আমার মনে হয়, এবার কাজের কথা শুরু করা যেতে পারে,' বললেন কলিন ফর্বস। 'শুরু করো, রিটা।'

'বস চাইছেন আমি আমার ব্যক্তিগত ইতিহাস খানিকটা শোনাই আপনাকে,' বললো রিটা হ্যামিলটন। কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত একটা মাদকতা আছে, কানে ঢোকা মাত্র পুলকে শিরশির করে ওঠে গা, কিন্তু কেন কে জানে বলার ভঙ্গিতে ক্ষীণ ব্যঙ্গের ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছে রিটা হ্যামিলটন।

'কিন্তু তার কি কোনো প্রয়োজন আছে…?' সি. আই. এ. চীফের দিকে তাকালো রানা।

'প্লিজ, মিঃ রানা, একটু ধৈর্য ধরতে অনুরোধ করি।'

রিটা হ্যামিলটনের ক্যারিয়ার শুরু হয় আঠারো বছর বয়সে, স্টেট ডিপার্টমেন্টের একজন সেক্রেটারী হিসেবে। এক বছরের মধ্যে সি আই. এ. কাজ করার প্রস্তাব দেয় তাকে। 'আমার বাবা নুমার ডিরেক্টর, সেটাই বোধহয় কারণ,' বললো রিটা। 'তবে আমাকে সাবধান করে দেয়া হয়, বাবা যেন ব্যাপারটা সম্পর্কে কিছু জানতে না পারে।' স্টেট ডিপার্টমেন্টে যেমন কাজ করছিল তেমনি করতে থাকে সে, শুধু ছুটির দিনগুলোয় আর বিশেষ কোনো কোনো সন্ধ্যায় ট্রেনিং কোর্সে অংশগ্রহণ করতো।

'আমাকে অ্যাকটিভ এজেন্ট হিসেবে চায়নি সি. আই. এ.। প্রথম থেকেই ঠিক হয়, আমাকে ট্রেনিং দেয়া হবে, নিয়মিত রিফ্রেশার কোর্স শেষ করবো, কিন্তু স্টেট ডিপার্টমেন্টের চাকরি ছাড়বো না। তবে, প্রয়োজন দেখা দিলে ভবিষ্যতে আমাকে ডাকা হতে পারে।'

'এবং প্রয়োজন দেখা দেয়ায় ডাকা হয়েছে ওকে,' বললেন কলিন ফর্বস, রানার দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। 'এতো কথা বলার কারণ, মিঃ রানা, আপনাকে জানানো যে যাকে আমরা 'ফেস' বলি রিটা হ্যামিলটন তা নয়।' অর্থাৎ তিনি বলতে চাইছেন দুনিয়ার এসপিওনাজ সমাজ রিটা হ্যামিলটনকে চেনে না। 'আপনার সাথে এই কেসটায় কাজ করার জন্যে সহকারিণী হিসেবে ঠিক এমন একটি মেয়েই দরকার, আমেরিকান স্পাই বলে যাকে কেউ চিনতে পারবে না…।'

বাধা দিলো রানা, 'মিঃ ফর্বস, আমি আগেই বলেছি…।'

'একটু পরই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে, মিঃ রানা,' কলিন ফর্বস আশ্বাস দিলেন। 'এই মুহূর্তে বড় একটা কাজে আপনি ব্যস্ত, আমি ভুলিনি। আমাদের কাজটা আপনার কাজের চেয়ে কোনো অংশে

ছোটো নয়, এটুকু জানি বলেই বিশ্বাস আছে আপনি আমার অনুরোধ ফেলবেন না। আমার অনুরোধে যদি কাজ না হয়…,' কোটের পকেট হাতড়ে অনেকগুলো কাগজ বের করলেন তিনি, একাধিক এনভেলাপও দেখা গেল সেগুলোর মধ্যে। তার মধ্যে একটায় প্রেসিডেন্সিয়াল সীল দেখতে পেলো রানা। আশ্বস্ত হয়ে বাকি কাগজের সাথে সীল মারা এনভেলাপটাও আবার পকেটে রেখে দিলেন কলিন ফর্বস।

হাতঘড়ি দেখলো রানা। 'অনুরোধ করবো তাড়াতাড়ি শেষ করবেন, মিঃ ফর্বস।'

'ব্যাপারটা হলো মলিয়ের খান-কে নিয়ে,' শুরু করলেন সি. আই. এ. চীফ। কোটের আরেক পকেট থেকে ছোটো একটা ফোল্ডার বের করেছেন তিনি, হাতের চশমটা নাকে এঁটে সেটার পাতা খুললেন।

তথ্যগুলো সাজিয়ে লেখা আছে, পড়ে শোনালেন রানাকে। উনিশ শো ত্রিশ সালে নিউ ইয়র্কে জন্ম মলিয়ের খানের। ফরাসী বাবা আর জার্মান মায়ের একমাত্র সন্তান। মা-বাবা দু'জনেই ছিলো মার্কিন নাগরিক। মলিয়ের খান তার প্রথম এক মিলিয়ন ডলার রোজগার করে মাত্র বিশ বছর বয়েসে, পরবর্তী তিন বছরে হালটি মিলিওনেয়ার বনে যায় সে। বয়স হবার পর থেকেই আমেরিকান নাৎসী পার্টির সদস্য হয়, পার্টিতে সৎ বিশ্বস্ত আর নিবেদিতপ্রাণ বলে যথেষ্ট খ্যাতি আছে। ব্যাপারটা গোপন রাখার চেষ্টা করলেও সফল হয়নি। 'উনিশ শো ষাট সালে সে তার সমস্ত ব্যবসায়িক স্বার্থ চড়া দামে বিক্রি করে দেয়, সেই থেকে মধ্যযুগের রাজাদের মতো বিলাসবহুল জীবনযাপন করছে সে। নিজের রাজ্য ছেড়ে বড় একটা বের হয় না…।'

'নিজের কি… ?' ভুরু কুঁচকে উঠলো রানার।

'কথার কথা, মিঃ রানা। রিটা ব্যাখ্যা করবে।'

'আমারিলো, টেক্সাস থেকে আশি মাইল দূরে মলিয়ের খানের রয়েছে একশো পঞ্চাশ বর্গমাইল সম্পত্তি। একসময় জায়গাটা মরুভূমি ছিলো। তার রাজ্য বলাটাই ঠিক। পানি তো নিয়ে গেছেই, বনভূমি তৈরি করে তার ভেতর বাড়ি বানিয়েছে, তারপর আক্ষরিক অর্থেই সীল করে দিয়েছে। কোনো রাস্তাই খান র‍্যাঞ্চে পৌঁছায়নি। দু'-ভাবে আপনি ওখানে যেতে পারেন—ছোটো একটা এয়ারস্ট্রিপ, আর একটা প্রাইভেট মনোরেল সিস্টেম আছে। শহরের পনেরো মাইল বাইরে পরিত্যাক্ত একটা স্টেশন আছে—তারমানে আমারিলো-র কথা বলছি—মাঝে মধ্যে স্টেশনটা ব্যবহার করে মলিয়ের খান, তবে আপনার সাথে তার খুব যদি দহরম-মহরম থাকে তাহলেই শুধু মনোরেলে চড়ার সুযোগ পাবেন। সে যদি অনুমতি দেয় নিজের গাড়ি নিয়েও যেতে পারেন, রেল সিস্টেমে গাড়ি বহন করার ব্যবস্থা আছে, আর র‍্যাঞ্চে আছে রাস্তা—কমপাউণ্ডের ভেতর। ভেতরে বড় বড় বিল্ডিং দেখতে পাবেন, অটোমোবাইল রেস ট্র্যাক, ঘোড়া, লেক, সব আছে।'

নির্লিপ্ত চেহারা নিয়ে শুনে যাচ্ছে রানা, যেন ধৈর্যের প্রতিমূর্তি। রিটা হ্যামিলটন এমনভাবে চুপ করে আছে যেন রানাকে প্রশ্ন করার সুযোগ দিচ্ছে।

কিন্তু রানা কোনো প্রশ্ন করলো না দেখে নিজেই উত্তর দেয়ার ভঙ্গিতে আবার শুরু করলো, 'না, ওখানে আমি যাইনি। তবে ছবিগুলো সবই দেখেছি—স্যাটেলাইট থেকে তোলা। আমাকে ব্রিফ করার সময় দেখানো হয়। এই মুহূর্তে ওগুলো আমার সাথেই আছে।

anmeumon@yahoo.com
www.murchona.com

একশো পঞ্চাশ বর্গমাইল এলাকা, পুরোটাই পাঁচিল আর কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। আর মলিয়ের খানের রয়েছে নিজস্ব সিকিউরিটি আউটফিট।'

আবার চুপ করে রানার দিকে তাকালো রিটা হ্যামিলটন, চোখের ভাব দেখে বোঝা গেল সে যেন ভাবছে: লোকটা বোকা, নাকি অভদ্র? কৌতূহলবশতঃও তো মানুষ কিছু জিজ্ঞেস করে।

নিচু টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার তুললো রানা। প্যাকেটটা রিটার দিকে বাড়িয়ে ধরলো, কিন্তু মাথা নাড়লো সে। কলিন ফর্বস রানার দেখাদেখি পাইপে তামাক ভরতে শুরু করেছেন। 'রাজাই হোক আর র‍্যাকই হোক,' বললো রানা, 'তার অপরাধটা কি? টাকা বানানো ছাড়া?'

'সেটাই সমস্যা,' বলে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে বসের দিকে তাকালো রিটা হ্যামিলটন।

'বলো, সব ওঁকে বলো, রিটা,' অনুমতি দিলেন কলিন ফর্বস। 'সব কথাই জানা দরকার ওঁর।'

'মাস কয়েক আগে পর্যন্ত গোটা ব্যাপারটা অস্পষ্ট ছিলো।' পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে সোফায় হেলান দিলো রিটা হ্যামিলটন। স্কার্টে টান পড়ায় বেরিয়ে পড়লো মসৃণ, ফর্সা হাঁটু। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে সিলিঙের দিকে তাকালেন সি. আই. এ. চীফ। 'রাজনৈতিক অর্থে অনেক দিন থেকেই মলিয়ের খানকে সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছে; পলিটিক্যাল অ্যাকটিভিটি থেকে বরাবর দূরে থাকায় তাকে নিয়ে অবশ্য বিশেষ মাথা ঘামাতে হয়নি। কিন্তু সে যে পিছনের দরজা দিয়ে হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা পাবার চেষ্টা চালিয়েছে তার প্রমাণ আছে। একাধিক রাজনৈতিক দলের সাথে গোপনে ভিড়তে চেয়েছে

সে, কিন্তু কোনো দলই তাকে সুযোগ দেয়নি।'

'রাজনৈতিক দলগুলো সম্পর্কে আমার ধারণা আপনি দেখছি বদলে দিতে চাইছেন,' বললো রানা। 'এতোদিন জেনে এসেছি ধড়িবাজ লোকদেরই আড্ডা...।'

'দলগুলো তার টাকা—যাকে চাঁদা বলা হয়—নিয়েছে, কিন্তু তাকে নেয়নি,' ব্যাখ্যা করলো রিটা হ্যামিলটন, এই প্রথম ক্ষীণ একটু হাসলো সে। রানা লক্ষ্য করলো, হাসলে জর্জ হ্যামিলটনের সাথে চেহারার আর-একটু মিল পাওয়া যায়। 'ওয়াটার গেট কেলেংকারী ফাঁস হবার সময় জানা গেছে, কেলেংকারীটা ধামাচাপা দেয়ার জন্য যে টাকা খরচ হয়েছিল তার একটা মোটা অংশ এসেছিল মলিয়ের খানের পকেট থেকে। আরো জানা গেছে, লোকটা আমাদের প্রশাসনেও ঢোকার চেষ্টা করেছে—স্টেট ডিপার্টমেন্টে।'

মোটেও আগ্রহ বোধ করছে না রানা। হাতঘড়ি দেখলো ও। অফিসে যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। স্বয়ং সি. আই. এ. চীফ উপস্থিত রয়েছেন, তা না হলে আরো আগেই ওদেরকে বিদায় করে দিতো। 'স্টেট ডিপার্টমেন্টে ঢুকতে চায় লোকটা?' নিস্তব্ধতা অস্বস্তিকর হয়ে ওঠায় জিজ্ঞেস করলো রানা। 'কেন? তার ইচ্ছে মার্কিন সরকারকে মুঠোয় আনা?'

'কষ্ট কল্পনা বলে মনে হলেও, ওয়াকিফহাল মহলের অনেকেরই তাই ধারণা। বর্তমান যুগে শুধু আমীর আর শেখরাই ধনকুবের মনে করলে ভুল হবে। টেক্সাসে এমন সব পরিবার আছে যারা আক্ষরিক অর্থেই রাজ-রাজড়াদের মতো জীবনযাপন করে। তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, সব দেশেই দু'চারজন যেমন থাকে, যারা বিপজ্জনক ফ্যান্টাসী-তে ভোগে। বিপজ্জনক ফ্যান্টাসীর সাথে যখন সীমাহীন

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com ©

বিত্ত-বৈভব যোগ হয়…।'

রানার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন কলিন ফর্বস, যেন রিটা হ্যামিলটনের যুক্তি অকাট্য। 'এবং ভুলে গেলে চলবে না যে মলিয়ের ঝানের ফ্যান্টাসী নাৎসী আইডিওলজি থেকে তৈরি।'

'কিন্তু হোক নাৎসী আদর্শে বিশ্বাস,' বললো রানা, 'তাকে বিপজ্জনক বলা যায় কিভাবে সে যদি…।'

'সে যদি কিছু না করে, তাই না?' রানার দিকে সরাসরি তাকালো রিটা হ্যামিলটন। 'হ্যাঁ, আপনার সাথে একমত আমি। কিন্তু সে যে কিছু করছে তার আভাস পাচ্ছি আমরা। গত এক বছর ধরে র‍্যাঞ্চে অদ্ভুত একদল লোককে অভ্যর্থনা জানিয়ে আসছে ঝান। নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা জোরদার করেছে সে, স্টাফদের সংখ্যাও আগের চেয়ে অনেক বেশি।'

আবার হাতঘড়ি দেখে নিয়ে শিরদাঁড়া খাড়া করলো রানা, কলিন ফর্বসের দিকে তাকালো। 'মিঃ ফর্বস, এবার আমাকে মাফ করতে হবে। দুঃখিত, আপনাদের কথা সবটা শোনা হলো না। দয়া করে যদি…।'

'মনে নেই, আপনি আমাকে কফি অফার করেছিলেন?' চশমার কাচ মুছতে মুছতে বললেন কলিন ফর্বস। 'অফারটা আমি গ্রহণ করেছি, মিঃ রানা।'

হেসে ফেললো রানা। সোফা ছাড়তে যাবে, মৃদু হেসে রিটা হ্যামিলটন বললো, 'কাজটা মেয়েদের, আপনি শুধু আমাকে কিচেনটা দেখিয়ে দিন।'

একাই কফি বানিয়ে নিয়ে এলো রিটা হ্যামিলটন।

কাপে চুমুক দিয়ে কলিন ফর্বস বললেন, 'তাড়াতাড়ি করো, রিটা।

দেখছো না, মিঃ রানা অধৈর্য হয়ে উঠেছেন।'

'মলিয়ের ঝান যে বড় ধরনের কিছু একটা করতে যাচ্ছে সে-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই আমাদের,' বললো রিটা হ্যামিলটন। সংক্ষেপে ঘটনাগুলো জানালো সে রানাকে। মলিয়ের ঝান আর তার র‍্যাঞ্চের ওপর নজর রাখছিল এফ. বি. আই.। খোঁজ-খবর নিতে গিয়ে ট্যাক্স ফাঁকি দেয়ার কয়েকটা ঘটনা ফাঁস হয়ে যায়। ইন্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিস-কে তারা কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যোগান দেয়। এরপর আই. আর. এস. এবং এফ. বি. আই. একসাথে কাজ করার একটা অজুহাত খুঁজে পেলো। গত জানুয়ারী মাসে, দুটো ব্রাঞ্চ থেকে দু'জন করে চারজন এজেন্ট ওখানে যায় মলিয়ের ঝানের সাথে কথা বলার জন্যে। গেল কিন্তু ফিরে এলো না। এফ. বি. আই. তাদের আরো দু'জন লোককে পাঠালো। তারাও গায়েব হয়ে গেল। এরপর অ্যামারিলো পুলিশ ঝানের সাথে যোগাযোগ করলো, তদন্ত করতে কোনো বাধা দিলো না ঝান। তার কথা, এ-ব্যাপারে বিন্দু-বিসর্গ কিছুই সে জানে না, কাজেই পুলিশকে কিছুই সে বলতে পারবে না। কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না, বাধ্য হয়ে র‍্যাঞ্চ ছেড়ে বেরিয়ে এলো পুলিশ। এরপর ব্যাপারটা চলে এলো সি. আই. এ.-র হাতে, তারা একটা মেয়েকে পাঠালো। কিন্তু মেয়েটারও কোনো খবর নেই।

'তারপর, এই হপ্তাখানেক আগে, ব্যাটন রুজ, লুসিয়ানার কাছে জলাভূমিতে একটা লাশ পাওয়া গেল,' বলে চলেছে রিটা হ্যামিলটন। 'ব্যাপারটা গোপন রাখা হয়, নিউজ মিডিয়াকে কিছুই জানতে দেয়া হয়নি। লাশটা এমনিতে চেনার উপায় ছিলো না, তবে এক্সপার্টরা পরীক্ষা করে জানিয়েছে মেয়েটা সি. আই. এ.-র পাঠানো

সেই এজেন্টই। তারপর থেকে এক এক করে বাকি সবার লাশ পাওয়া গেছে, ওই একই জায়গার কাছাকাছি। দুটো লাশ সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি, বাকিগুলোকে দাঁত পরীক্ষা করে চেনা গেছে। মলিয়েরের ঝানের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহের জন্যে যাকেই পাঠানো হয়েছে টেক্সাসে, তারই লাশ পাওয়া গেছে লুসিয়ানায়।'

'হ্যাঁ,' একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বললো রানা, 'মাথা গরম হওয়ার মতো একটা ব্যাপার বটে। কিন্তু সে আপনাদের। এর মধ্যে আমি কেন নিজেকে জড়াতে যাবো?'

'স্যার,' রিটা হ্যামিলটন বললো, 'মিঃ রানাকে ওটা আপনি দেখান।'

এবার কোটের বুক পকেট থেকে একটা কাগজ বের করলেন কলিন ফর্বস, বাড়িয়ে ধরলেন রানার দিকে। ছেঁড়া একটা কাগজ, ফটো-স্ট্যাট করা। টাইপ করা লেখাগুলো ঝরঝরে, পড়তে কোনো অসুবিধে হলো না। তবে ছেঁড়া বলে অনেক বাক্যই অসম্পূর্ণ লাগলো। বোঝা যায় একটা চিঠির অংশবিশেষ। রানা যা পড়লো তা হুবহু এরকম:

ans should, of course, be destroyed. But he wished
make certain you had full knowledge of our substan-
l backing, world-wide. The initial thrust will
most telling in Europe, and the Mid-East. But,
ntually, it will leave the United States wide
pen. With careful manipulation we can successfu
ivide and rule—or at least
I look forward to our next meeting.

সই করা হয়েছে এক টানে, তবে নামটা পরিষ্কার পড়া গেল। সও মং।

রানার পেটের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠলো, শক্ত হয়ে গেল পেশী। 'কোথায়...?'

'কোথায় পাওয়া গেছে?' জিজ্ঞেস করলো রিটা হ্যামিলটন। 'যে মেয়েটার কথা বললাম, তার কাপড়ের ভেতর। লাশ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।'

কলিন ফর্বস বললেন, 'আমাদের ল্যাংলির অ্যানালিস্টরা ভাবছে, হামিস নামে একটা টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনের সাথে হাত মিলিয়েছে মলিয়ের ঝান। আমার জানামতে এ-ব্যাপারে আপনি একজন এক্সপার্ট, মিঃ রানা।'

'সও মং মারা গেছে,' ঠাণ্ডা গলায় বললো রানা।

'আমাদের রিপোর্টও তাই বলে,' সমর্থন করলেন সি. আই. এ. চীফ। 'কিন্তু বংশধরদের কেউ হতে পারে না? তার কোনো ভাই? কিংবা আর কেউ? যখন বললেন বড় একটা কাজে আপনি ব্যস্ত, আমি ধরে নিয়েছিলাম হামিস আর সও মংই আপনার ব্যস্ততার কারণ হবে, নাকি আমার ভুল হয়েছে? সাম্প্রতিক হাইজ্যাক ঘটনাগুলোর জন্যে তো ওরাই দায়ী, নাকি?'

রানা কোনো মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকলো।

'আমরা কি জানতে পারলাম সেটা একটু খতিয়ে দেখা যাক,' বললেন কলিন ফর্বস। 'কেউ একজন সও মং নাম ধারণ করে অসম্ভব ধনী এক টেরানি-এর সাথে জোট বেঁধেছে।' রানার হাতের কাগজটার দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। 'ওটা থেকে আমরা জানতে পারছি যে মলিয়ের ঝান, এবং হামিস, দুনিয়া জুড়ে আগুন লাগাবার একটা

ষড়যন্ত্র করছে। ঈশ্বর সাক্ষী, এমনিতেই দুনিয়ার অবস্থা নরকতুল্য হয়ে আছে— সরকারগুলো দুর্নীতির আখড়া, রাজনৈতিক অস্থিরতা তুঙ্গে, অবক্ষয়ের শেষ ধাপে পৌঁছে গেছে সমাজ, ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতির তলায় চাপা পড়ে যাচ্ছে মানুষ, সম্পদ আর মেধা পাচার অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে ফেলছে, শরণার্থী সমস্যা হয়ে উঠছে প্রকট; এরমধ্যে আবার যদি বড় ধরনের কোনো ফ্রিল্যান্স অপারেশন শুরু হয়, সভ্যতাকে কেউ আমরা রক্ষা করতে পারবো না। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, দুনিয়া জুড়ে সমস্যা সৃষ্টি করার ক্ষমতা হামিস রাখে।'

রানা ভাবছে। সও মং বা হামিস যে একটা বিপজ্জনক হুমকি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এবং বসের ও ধারণা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লাগতে হলে বাইরের সাহায্য দরকার হবে ওর। কিন্তু ছদ্মবেশী সও মং আস্তানা গেড়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, কাজেই একদিক থেকে সমস্যাটা সি. আই. এ.-র। কিন্তু সি. আই. এ.-র সাহায্য নেয়ার ইচ্ছে ওর নেই, এমনকি নতুন ডিরেক্টরের অনুরোধেও নয়। অতীতে দেখা গেছে, শেষ পর্যন্ত কোনো না কোনো ঘাপলা করে ওরা, কথা দিয়ে কথা রাখে না। হামিসের বিরুদ্ধে একা কাজ করাই সব দিক থেকে ভালো। পরিষ্কার ভাষায়, সবিনয়ে সেকথাই কলিন ফর্বসকে জানিয়ে দিলো ও, বললো, 'দুঃখিত, মিঃ ফর্বস। ব্যক্তিগত কিছু অসুবিধে আছে, আপনাদের সাহায্য আমি নিতে পারি না।'

'তারমানে আমি ফেল করলাম,' মৃদু হেসে বললেন সি. আই. এ. চীফ। 'দেখা যাক ইনিও ফেল করেন কিনা।' বলে কোটের পকেট থেকে এবার প্রেসিডেনশিয়াল সীল মারা এনভেলাপটা বের করলেন তিনি। এনভেলাপটা রানার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ে

দেখুন না, প্লিজ।'

প্রেসিডেনশিয়াল লেটারপ্যাডে টাইপ করা একটা চিঠি, নিচে প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষর। এক নিঃশ্বাসে চিঠিটা পড়ে ফেললো রানা।

জনাব মাসুদ রানা,

আমাকে জানানো হয়েছে হামিস সম্পর্কে আপনি একজন বিশেষজ্ঞ। ব্যাপারটা আমার কাছে এতোটাই সংবেদনশীল বলে মনে হয়েছে যে সাধারণ চ্যানেল ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সেজন্যেই আমার বন্ধুর মেয়ে রিটা হ্যামিলটনকে দিয়ে কোজটা করাতে চাই। আপনার কাছ থেকে আমরা বিশেষ যে উপকারটি কামনা করি তা হলো, রিটা হ্যামিলটনকে আপনি সহকারিণী হিসেবে নেবেন, তারপর আমেরিকায় এসে মলিয়ের ঝানের সেট-আপে অনুপ্রবেশ করবেন। আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করি।

এই সাহায্যের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা যায় না। মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিলো রানা। 'আমার দুটো প্রশ্ন আছে,' রাজি হয়েই কাজের কথা পাড়লো ও। 'মলিয়ের ঝানের বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কে কি জানেন আপনারা?'

'এর আগে দু'বার বিয়ে করেছে সে,' উত্তর দিলো রিটা হ্যামিলটন। 'দু'জনেই মারা গেছে। স্বাভাবিক মৃত্যু—প্রথমটা রোড অ্যাক্সিডেন্টে, দ্বিতীয়টা ট্রেন টিউমারে। সম্ভবত আবার সে বিয়ে করবে—গুজব, ওয়াশিংটন থেকে একটা মেয়েকে কিডন্যাপ করে বন্দী করে রেখেছে সে। মেয়েটার নাম বেলাডোনা, করাসী। শোনা যায়, বন্দী করে রাখলেও, বেলাডোনার ওপর কোনো অত্যাচার

করে না ঝান। বেলাডোনা তার বিয়ের প্রস্তাবে স্বেচ্ছায় সম্মতি দেবে, এই আশায় অপেক্ষা করে আছে সে। ফ্রান্সে জন্ম হলেও আমেরিকার নাগরিক বেলাডোনা। ঝানের সাথে তার পরিচয় হয় প্যারিসে। খুবই নাকি সুন্দরী। অবশ্য এ সবই শোনা কথা।'

'শোনা কথা চেক করে দেখা যায় না?'

পকেট থেকে নোট বুক বের করে কিছু লিখলেন কলিন ফর্বস। 'চেক করা হবে।'

'আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন, মিঃ রানা?' জিজ্ঞেস করলো রিটা হ্যামিল-টন, একটু যেন চ্যালেঞ্জের সুরে।

'মলিয়ের ঝান তার প্রথম মিলিয়ন বানালো কিভাবে? তারপর তো, ধারণা করি, সতর্ক ইনভেস্টমেন্টের ফল, তাই না?'

'আইস ক্রীম,' হাসি মুখে বললো রিটা হ্যামিলটন। 'আপনি তাকে আইস ক্রীম ব্যবসার প্রথম রাজা বলতে পারেন। এই ব্যব-সায় এমন সব উদ্ভাবন আছে তার, অবিশ্বাস্য। তার দেখাদেখি অবশ্য আরো অনেক বড় আইস ক্রীম ফ্যাক্টরী অনেকেই তৈরি করেছে, তবে সে-ই পথ প্রদর্শক। নিজের সব ব্যবসা বিক্রি করে দিলেও ছোটো একটা আইস ক্রীম কারখানা এখনো রেখেছে সে। র‍্যাঞ্চের ভেতর এমনকি এখনো তার একটা ল্যাবরেটরী আছে। নিত্যনতুন পদ্ধতি আর উপকরণ দিয়ে সবাইকে চমকে দেয়ার প্রবণতা একটুও কমেনি। আনকোরা নতুন ফ্লেভার আপনি শুধু তার কাছ থেকেই আশা করতে পারেন।'

মুন্ডু কেশে গলা পরিষ্কার করলেন কলিন ফর্বস। 'তার কাছাকাছি পৌঁছানো একটা সমস্যা, এটা পরিষ্কার।'

'মেয়েটা আর আইস ক্রীম ছাড়া,' রিটা হ্যামিলটন বললো, 'মলিয়ের ঝানের আরেকটা দুর্বলতা আছে।'

তার দিকে তাকালো রানা।

'প্রিন্টস। দুর্লভ প্রিন্টস। তার কালেকশনের নাকি তুলনা হয় না। এটা আসলেও তার একটা মস্ত দুর্বলতা। র‍্যাংলিতে একজন নির-পরাধ লোককে ইন্টারোগেট করা হয়, তারপর ছেড়ে দেয়া হয়, এই তো মাত্র কিছুদিন আগের কথা—ইনিই প্রথম এবং শেষ ব্যক্তি যিনি ঝান র‍্যাঞ্চে ঢুকে আবার জীবিত বেরিয়ে আসতে পেরেছেন। দুর্লভ প্রিন্টের তিনি একজন নামকরা ডিলার।'

'মিঃ রানা, দুর্লভ প্রিন্ট সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন নাকি?' সকৌতুকে জানতে চাইলেন সি. আই. এ. চীফ। 'আমি কিন্তু একে-বারেই অজ্ঞ।'

'আমিও, মিঃ ফর্বস,' বললো রানা, তারপর সিগারেট ধরিয়ে শেষ করলো কথাটা, 'তবে চেষ্টা করলে খুব তাড়াতাড়ি জেনে নিতে পারবো।'

'সে আমাদের রিটাও পারবে,' দুর্লভ হাসিটুকু আবার কলিন ফর্ব-সের মুখে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। অনুমতি চাইলেন তিনি, 'আপ-নার ফোনটা একটু ব্যবহার করতে পারি, মিঃ রানা?'

animsumon@yahoo.com
www.murchona.com

পাঁচ

নিউ ইয়র্কের সাথে রানার চিরপ্রেম। অনেকেই বলে বটে এখানকার পরিবেশ শুধু নোংরা নয়, বিপজ্জনকও হয়ে উঠেছে; কালোদের অত্যাচারে মানুষের জীবন অতিষ্ঠ। কিন্তু রানার কাছে নিউ ইয়র্ক আজও স্বপ্নের শহর, অত্যন্ত প্রিয়। এতো জাতি গোত্র আর বর্ণের মানুষ পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। নিউ ইয়র্ক রোমাঞ্চের খনি। নিউ ইয়র্ক বোহেমিয়ান, কবি আর ভবঘুরেদের শহরও বটে। তবে হ্যাঁ, নিউ ইয়র্ক আগের চেয়ে অনেক বদলেছে। নতুন নতুন বিল্ডিং উঠেছে, এবং অন্য সব শহরের মতো এখানেও কিছু কিছু জায়গায় সন্ধ্যার পর যাওয়া উচিত নয়। কালোরা সত্যিই বেপরোয়া হয়ে উঠেছে, তাদের প্রতি ওর কোনো রকম সহানুভূতি আছে তাও নয়, কিন্তু বোঝে তাদের এই বেপরোয়া ভাবটা যুগ যুগ ধরে নিষ্পেষণের প্রতিক্রিয়া মাত্র। সব পেয়েছির দেশে কালোরা আজও সম-অধিকার ভোগ করা থেকে বঞ্চিত, এ তো সবাই জানে।

এবার অবশ্য মাসুদ রানা হিসেবে নিউ ইয়র্কে আসেনি ও। ওর পাসপোর্টে নাম রয়েছে প্রফেসর গ্রেগ লুগানিস। আট ডিলারদের

তালিকায় উজ্জ্বল একটা নাম। রিটা হ্যামিলটনও তার নাম বদলেছে, সে এখন মিসেস গ্রেগ লুগানিস। দম্পতিটি সংবাদমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কৃতিত্বটা অবশ্যই মিঃ কলিন ফর্বসের।

রানার লণ্ডন ফ্ল্যাট থেকে সরাসরি ওদেরকে কেনসিংটন মিউজ-এর একটা সেফ-হাউসে নিয়ে আসেন মিঃ কলিন ফর্বস। ওদের দেখা-শোনার ভার চাপে একদল নার্সমেইডের ওপর। একটু পরই বাড়ি-টায় হাজির হন হাওয়ার্ড ম্যাকলিন, সি. আই. এ.-র লণ্ডন শাখার প্রধান। ওদের কাভার সম্পর্কে ব্রিফিং করেন তিনি।

রিটা হ্যামিলটন এ-জগতে নতুন, কাজেই তার কোনো ছদ্মবেশ দরকার নেই। দরকার শুধু রানার চেহারায় কিছু পরিবর্তন ঘটানো। হাওয়ার্ড ম্যাকলিন কিছু আইডিয়া দিলেন। কাজটা রানা নিজেই সারলো।

ছদ্মবেশ, রানা জানে, খুব ভালো আর নিখুঁত হতে পারে যদি পরিবর্তনের মাত্রা যতোটা সম্ভব কম রাখা যায়—চুল একটু অন্য রকম করে আঁচড়াও, হাঁটার ভঙ্গি বদলাও, কন্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করো, রাবার প্যাড দিয়ে গাল ফোলাতে পারো (খাওয়াদাওয়া করতে অসুবিধে হয় বলে খুব কমই ব্যবহার করা হয়), চশমা পরো, কিংবা পোশাকের ধরন বদলাও। এ-ধরনের পরিবর্তন আনা সহজ, সময়-সাপেক্ষ নয়, খরচাও কম। সেফ হাউসে এসে প্রথম রাতেই রানা জানতে পারলো, কাঁচা-পাকা গোঁফ ব্যবহার করতে হবে ওকে, মোটা ফ্রেমের চশমা থাকবে চোখে—ক্লিয়ার লেন্স, চক্ষুপীড়ার কারণ হয়ে উঠবে না—আর মাথায় চুল থাকবে একেবারে কম, তাও বেশিরভাগ পাকা। পরামর্শ দেয়া হলো জ্ঞানতাপসমুলভ সামনের দিকে ঝুঁকে ধীরে হাঁটা শিখতে হবে ওকে, কথা বলতে হবে থেমে থেমে।

পরবর্তী ক'টা দিন সেফ হাউসে একই ঘরে রিটা হ্যামিলটনের সাথে থাকলো রানা। শ্রদ্ধাভাজন লর্ড হ্যামিলটনের মেয়ে, তার কাছ থেকে আরেকটু ভালো ব্যবহার আশা করেছিল ও। লক্ষ্য করলো, গর্ব আর অহংকারে মাটিতে যেন পা পড়ে না মেয়েটার। একসাথে কাজ করতে হলে, কাভারের স্বার্থেই, সম্পর্কটা সহজ হওয়া দরকার। সে-কথা ভেবেই উপযাচক হয়ে খানিকটা ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করলো ও। কিন্তু ফল হলো অপ্রত্যাশিত। এক সন্ধ্যায় রিটার হাত ধরে প্রস্তাব করলো ও, 'চলো, কোথাও থেকে বেড়িয়ে আসা যাক। কোনো ভালো রেস্তোর"ায় ডিনার খাবো, তারপর একটা নাইটক্লাবে যাওয়া যাবে, সবশেষে···।'

'সবশেষে মদ খা'ওয়াবে আমাকে, তারপর ঘরে এনে বিছানায় তুলবে, তাই না?' ঝাঁঝের সাথে কথাগুলো বলে এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দূরে সরে গেল রিটা হ্যামিলটন। 'কি ভেবেছো আমাকে, সস্তা? ইচ্ছে হলেই চটাতে পারবে?'

প্রায় হতভম্ব হয়ে পড়েছিল রানা। ওর সম্পর্কে মেয়েটার এতো খারাপ ধারণা? এমন বিচ্ছিরী ভাষা ব্যবহার করলো! এ নিয়ে অবশ্য কথা বাড়ায়নি ও। অপমানবোধ করলেও, হাবভাব আর আচরণে সেটা বুঝতে দেয়নি। তবে মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

রোজ সকালে রিটাকে নিয়ে কাজ শুরু করে ও। মিঃ কলিন ফর্বস রোগা-পাতলা এক ভদ্রলোককে দিয়ে গেছেন, প্রিন্টস সম্পর্কে এক্সপার্ট, বিশেষ করে দুর্লভ ইংলিশ প্রিন্টস সম্পর্কে। ভুলেও কেউ তাঁর নাম উচ্চারণ করেনি। প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর ক্লাস করলো ওয়াণ্ড'ন্ন, তাতে অন্তত সাধুবাদের যোগ্য স্পঞ্জের মতো জ্ঞান অর্জিত হলো। হপ্তা শেষ হবার আগেই ওরা শিখলো, প্রথম দিকে

অর্থাৎ ক্যাক্সটন-এর সাধারণ কিছু কাঠ খোদাইয়ের কাজের পর সতেরো শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ইংলিশ প্রিন্টমেকারদের কোনো রকম অস্তিত্বই ছিলো না। সত্যিকার মেধার উন্মেষ ঘটে কন্টিনেন্টে, উঠে আসেন ডুরর, লুকাস ভ্যান লেইডেন এবং আরো অনেকে। হলবীন দি ইয়ংগার সম্পর্কে জানলো ওরা। জন হুট-এর তৈরি প্রথম ইংলিশ কপার প্লেট সম্পর্কে শিখলো। হলার, হোগার্থ এবং তাঁদের সমসাময়িক প্রিন্টমেকারদের কাজ সম্পর্কে লেকচার শুনলো। তথাকথিত রোমান্টিক ট্র্যাডিশন থেকে শুরু করে উনিশ শতকের উচুদরের এচিং এবং প্রিন্টমেকিং-এর ইতিহাসও মুখস্থ করতে হলো।

তৃতীয় দিন কেনসিংটনে আবার এলেন মিঃ কলিন ফর্বস, ইনস্ট্রাক্টরকে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন ওদেরকে হোগার্থ সম্পর্কে বেশি করে জ্ঞান দান করেন। কারণটা সেদিন রাতেই জানা গেল, মিঃ কলিন ফর্বস আবার যখন উদয় হলেন। 'মিঃ রানা,' বললেন তিনি, 'আপনার কথামতো বেলাডোনা সম্পর্কে জেনেছি আমরা। মেয়েটা এতিম, বোর্ডিং স্কুলে থেকে পড়াশোনা করেছে। ফ্রান্সে তার এক আত্মীয় ছিলো, বুড়ো মারা যাওয়ার সময় বিপুল সম্পত্তি তার নামে উইল করে দিয়ে যায়, বেলাডোনা তখন ইউনিভার্সিটির শেষ বর্ষের ছাত্রী। সহজ সরল, বুদ্ধিমতী মেয়ে, কোথাও তার নামে কোনো অভিযোগ নেই। উইল সূত্রে পাওয়া ফ্রান্সের সম্পত্তিগুলো এখনো তার নামে আছে, তবে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পত্তিগুলো বিক্রি করে দিয়েছে। মেয়েটা যে "ক্লিন" তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিজের রাজ্যে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছে মলিয়ের খান, ব্যাপারটাকে কিডন্যাপিংই বলা যেতে পারে।

'এবার অন্য প্রসঙ্গে' ...লে এলেছেন সি. আই. এ. চীফ। 'আপ-

নার সাথে, প্রফেসর লুগানিস, শিল্প জগতের কিছু লোকের সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত। কাল সকালে দেখতে পাবেন প্রেস আপনার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে। সত্যি কথা বলতে কি, এই মুহূর্তে তারা গরু-খোঁজা করছে আপনাকে।'

'আমি কি করেছি বলে তাদের ধারণা?' সকৌতুকে জিজ্ঞেস করলো রানা।

'আপনার অপরাধ,' মুখভাব গম্ভীর করে তুলে ভারি গলায় বললেন মিঃ কলিন ফর্বস, 'এ-যাবৎ কাল অজ্ঞাত এক সেট হোগার্থ প্রিন্ট পেয়ে গেছেন আপনি, সই করা। "দি রেক'স প্রোগ্রেস" বা "দি হারলট'স প্রোগ্রেস"-এর সমতুল্য নয়, তবে হোগার্থ তো বটে। সব মিলিয়ে মোট ছয়টা। বলাই বাহুল্য, প্রতিটি অপূর্ব শিল্পকর্ম, আলাদা আলাদা নামকরণও করা আছে। "দি লেডি'স প্রোগ্রেস" বোদ্ধা মহলে ভীষণ আলোড়ন তুলবে, দেখবেন এই আমি বলে রাখলাম। ওগুলো যে আসল, সে-ব্যাপারে নিশ্চিত প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে। আপনি ব্যাপারটা গোপন রাখার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ করে ঝোলা থেকে বেরিয়ে পড়েছে বিড়াল। গল্পের শেষ অংশটা এইরকম —আপনি এমনকি ইংল্যাণ্ডে ওগুলো বিক্রির জন্যে কোনো চেষ্টাই করবেন না, সাথে করে নিয়ে যাচ্ছেন আমেরিকায়। ব্যাপারটা নিয়ে যে "হাউজে" হৈ-চৈ হবে তাতে আর সন্দেহ কি!'

সিগারেট ধরালো রানা। 'আর প্রিন্টগুলো?'

'বিউটিফুল ফরজারি,' চোখ মটকে বললেন সি. আই. এ. চীফ। 'অন্য কিছু প্রমাণ করা ভারি কঠিন। ওগুলোর পিছনে কয়েক বস্তা টাকা খরচ হয়েছে এজেন্সির। কাল সকালে ওগুলো আনা হবে। আগামী হপ্তায় আপনারা নিউ ইয়র্কের উদ্দেশে রওনা হচ্ছেন, তার

ঠিক আগে যাতে প্রেস খবরটা পেয়ে যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হবে।'

এক সেকেণ্ড ইতস্তত করে রানা বললো, 'আপনার সাথে একা একটু কথা বলতে চাই, মিঃ ফর্বস।'

রানাকে নিয়ে পাশের কামরায় চলে এলেন সি. আই. এ. চীফ। রানা কিছু বলার আগেই তিনি জানালেন, 'না, মিঃ রানা— আপনাকে সাহায্য করার জন্যে কোনো ব্যাক-আপ টিম থাকবে না। এর আগে বহুবার আপনি ব্যাক-আপ টিম ছাড়াও কাজ করেছেন।'

'তা আমি চাইছিও না,' বললো রানা। 'আমি জানতে চাই আমার পার্সোনাল আর্মামেন্ট সম্পর্কে কি করেছেন আপনারা।'

হাসলেন মিঃ কলিন ফর্বস। রানাকে জানালেন, ভি-পি-সেভেনটি, অ্যামুনিশন, আর রানার প্রিয় ছুরিগুলো একটা ব্রিফকেসে ভরে ডেলিভারি দেয়া হবে, ওদের নিউ ইয়র্ক হোটেলে—ব্রিফকেসের ভেতর নকল হোগার্থ প্রিন্টগুলোও থাকবে। 'আমাদের "কিউ" ব্রাঞ্চ কিছু টেকনিকাল ইনফরমেশন জানাতে চাইবে আপনাকে, যাবার আগে টেকনোলজি সেসনে বসতে হবে।'

'আরেকটা কথা,' বললো রানা। 'আপনি তো সিলভার বীস্ট সম্পর্কে জানেন, তাই না?'

জানেন কিনা বোঝা গেল না, বললেন, 'সীলভার বীস্ট? মানে?'

সিলভার বীস্ট হলো ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি-টেরোরিজম অর্গানাই-জেশন থেকে দান হিসেবে পাওয়া একটা গাড়ি—স্যাব নাইন হান-ড্রেড টার্বো। এই একই গাড়ি আরো বহু লোকের আছে, কিন্তু রানারটার সাথে সেগুলোর তফাৎ অনেক। নিজের খরচে টেকনি-কাল অনেক পরিবর্তন এনেছে ও, সাহায্য নিয়েছে নাম করা এক্স-পার্টদের। রানা এজেন্সির অনেকেই বহুবার গাড়িটার বিভিন্ন রহস্য

www.murchona.com

ভেদ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে, রানাও গোপনীয়তা ফাঁস করেনি। গোপন কমপার্টমেন্ট, টিয়ার গ্যাস ডাক্ট, স্পীড লিমিট, ফটোগ্রাফিক ফ্যাসিলিটি ইত্যাদি সম্পর্কে যা কিছু জানার তা একমাত্র রানাই জানে। সিলভার বীস্ট নামটা ওর বন্ধুদের দেয়া।

'আমার গাড়ি, লণ্ডনেই আছে,' বললো রানা।

'বেশ।' রানা কি বলবে শোনার জন্যে অপেক্ষা করে আছেন সি. আই. এ. চীফ।

'ওটা আমি নিউ ইয়র্কে নিয়ে যেতে চাই। পাবলিক ট্রান্সপোর্টের দয়ার ওপর···।'

'আপনি বললে আপনার জন্যে ভাড়া করা গাড়ির ব্যবস্থা করতে পারি—লেফট-হ্যাণ্ড ড্রাইভ···।'

'দুটো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার, মিঃ ফর্বস। আমি আমার গাড়িটা ব্যবহার করতে চাইছি।'

মুচকি হেসে সি. আই. এ. চীফ বললেন, 'একমাত্র ঈশ্বরই জানেন কী না কি ওটার ভেতর লুকিয়ে রেখেছেন আপনি। কি জানেন···।'

'আমার দরকার, সেটা আপনাকে জানালাম,' বললো রানা। 'গাড়িটা, কাগজ-পত্র সহ। আপনারা ব্যবস্থা করতে না পারলে বলে দিন, আমি নিজেই দেখবো···।'

'লণ্ডন থেকে নিউ ইয়র্কে একটা গাড়ি পৌঁছে দেয়া কোনো সমস্যা নয়,' মিঃ কলিন ফর্বস ভুরু কুঁচকে বললেন। 'সমস্যা হলো আপনার গাড়িটা সাধারণ নাগরিকদের জন্যে বিপজ্জনক কিনা—কাস্টমসের চোখে।'

মৃদু হেসে রানা বললো, 'গাড়িটায় যদি কিছু লুকানো থাকে, মিঃ ফর্বস, আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি ওরা কিছু টের পাবে না।'

'ঠিক আছে, কাল জানাবো,' বলে বিদায় নিলেন সি. আই. এ. চীফ।

পরদিন সন্ধ্যের সময় আবার এলেন মিঃ কলিন ফর্বস। রানাকে জানালেন, হ্যাঁ, নিউ ইয়র্কে পৌঁছেই গাড়িটা পেয়ে যাবে ও, এয়ারপোর্টেই। পরের হপ্তায় রওনা হয়ে গেল ওরা।

প্রফেসর এবং মিসেস গ্রেগ লুগানিস বোয়িঙে চড়ে নিউ ইয়র্কের জে. এফ. কেনেডি এয়ারপোর্টে পৌঁছুলো। এয়ারপোর্ট ভবনের সামনে শুধু স্যাব নয়, সাংবাদিকরাও অপেক্ষা করছিল। চেহারায় রগচটা ভাব নিয়ে খনখনে নাকি সুরে প্রশ্নের উত্তর দিলো রানা। সংবাদ মাধ্যমগুলোর ধারণা নতুন আবিষ্কৃত হোগার্থ-গুলো তিনি নাকি আমেরিকায় বিক্রি করতে চান। উহুঁ-উহুঁ, এখুনি তিনি কিছু বলতে রাজি নন। না, বিশেষ বা নির্দিষ্ট কোনো ক্রেতার কথা তিনি ভাবছেন না। সবার বোঝা উচিত, আমেরিকায় এটা তাঁর ব্যক্তিগত সফর। আরে না, প্রিন্টগুলো তাঁর সাথে নেই—তবে হ্যাঁ, এটুকু জানাতে আপত্তি নেই যে ইতিমধ্যে সেগুলো নিউ ইয়র্কে পৌঁচেছে।'

ব্যাপারটা রানা দারুণ উপভোগ করলো, বিশেষ করে নিজের নতুন গলা শুনে। সে বহু বছর আগের কথা, রানা তখন ক্লাস টু কি থ্রিতে পড়ে, বিশালবপু এক গৃহশিক্ষক ছিলেন ওর। ডানপিটে রানা পড়ায় অমনোযোগী হলেই কাঠপেন্সিল দিয়ে ওর পেটে খোঁচা দিতেন তিনি। খোঁচা খাবার ভয়ে সিটকে থাকতো রানা। আজ এতো দিন পরও ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর মনে আছে, এবং ব্যঙ্গ করার সুযোগটা ছাড়ছে না। একই সাথে লক্ষ্য রাখলো, সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রফেসর লুগানিস যেন বিতর্কিত হয়ে ওঠেন। সব কাগজে খবরগুলো যেন বড় বড়

হেডিংও ছাপা হয়, যাতে কারো চোখ এড়িয়ে না যায়। মহা বিরক্ত হয়ে সে বললো, সাংবাদিকরা আর্ট বোঝেও না, এ-ব্যাপারে তাদের কোনো আগ্রহও নেই। সাংবাদিকরা পারে শুধু হৈ-চৈ বাধাতে। ভিড় ঠেলে স্যাবের দিকে এগোলো রানা, মুখে খই ফুটছে, 'আপনারা শুধু ডলার চেনেন। একটা শিল্প কর্ম কতো দামে বিক্রি হলো শুধু সেটাই জানতে চান। দাম বোঝেন, কিন্তু আর্ট বোঝেন না।'

সাংবাদিকদের একজন হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করলো, 'তার-মানে কি আপনি এখানে এসেছেন ওগুলো বিক্রি করার জন্যে, প্রফেসর?'

'সেটা আমার ব্যাপার।'

ফিফটি-সিক্স এভিনিউয়ের এমব্যাসী হোটেলে আগেই পৌঁছে গেছে ওদের ব্রিফকেসটা, সাবধানে সেটা খুললো রানা, প্রিন্টস আর অস্ত্রশস্ত্র আলাদা করলো। প্রিন্টগুলো চলে যাবে হোটেলের সেফে। অস্ত্র-গুলোর মধ্যে ভি-পি-সেভেনটি থাকবে নিজের কাছে, ছুরি জোড়া নিজের ব্রিফকেসের গোপন কমপার্টমেন্টে। জিনিসগুলো আলাদা করার কাজে এতোই মগ্ন ছিলো ও যে লক্ষ্যই করেনি কামরার ভেতর ঠাণ্ডা হিম একটা পরিবেশ তৈরি হচ্ছে রিটা হ্যামিলটনকে ঘিরে।

কেনসিংটনের সেফ হাউসে একই ঘরে থেকেছে ওরা, তবে বিছানা ছিলো দুটো। এমব্যাসী হোটেলে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে উঠেছে ওরা, বেডরুম আর বিছানা একটাই। ইতিমধ্যে যদিও আগের চেয়ে খানিকটা সহজ হতে পেরেছে রিটা হ্যামিলটন, এখন রানাকে সে নাম ধরেই ডাকে, কথাবার্তায় আন্তরিকতারও খুব একটা অভাব নেই, কিন্তু দূরত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে এখনো সে আগের মতোই সচেতন।

প্রিন্টগুলো নিরাপদ জায়গায় রেখে ফিরে এলো রানা, দেখলো

বেডরুমের মাঝখানে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে রিটা, হাত জোড়া বুকের ওপর ভাঁজ করা। মনোলোভা ভঙ্গি, ইচ্ছাকৃত হোক বা না হোক।

'কি ব্যাপার?' কৌতূহল প্রকাশ করলো রানা।

'তুমিই বলো কি ব্যাপার?' পাল্টা প্রশ্ন করলো রিটা।

কাঁধ ঝাঁকালো রানা। অনেক দিনের অভ্যেস, স্যুটকেস থেকে জিনিস-পত্র বের করার সময় তোয়ালে আর স্লিপিং গাউনটা ডাবল বেডের ওপর রেখেছে ও। 'আমি তো কোনো ক্লু খুঁজে পাচ্ছি না।'

'ওটা একটা ক্লু,' বলে স্লিপিং গাউনটা দেখালো রিটা। 'এখনো আমরা ঠিক করিনি কে বিছানায় কে কাউচে শোবে। আমি যতোটুকু বুঝি, মিঃ মাসুদ রানা, আমরা যখন একা থাকবো তখন বৈবাহিক সম্পর্কটার কোনো অস্তিত্ব থাকবে না।'

'ও, হ্যাঁ, তাইতো—কাউচটা অবশ্যই আমি ব্যবহার করবো।' তারপর, বাথরুমের দিকে পা বাড়িয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে বললো রানা, 'চিন্তার কিছু নেই, রিটা, একজন নান-এর মতো নিরাপদ থাকবে তুমি আমার কাছে। নরম বিছানা তোমার জন্যে, কষ্ট করা অভ্যেস আছে আমার।'

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে রানা দেখলো, বিছানার পাশে অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে তখনো দাঁড়িয়ে আছে রিটা, চেহারায় একটু যেন অপরাধী অপরাধী ভাব। বললো, 'সত্যি দুঃখিত, রানা—তোমার সম্পর্কে বাজে কথা ভেবেছি। আসলে আমার বাবা না…মানে তার মুখে তোমার কথা শুনে শুনে…'

'অ্যাডমিরাল আমার সম্পর্কে খারাপ কিছু বলেছেন?' রানা বিস্মিত।

amrsumon@yahoo.com www.murchona.com©

'না-না, ঠিক উল্টোটা···মানে, বাবা তোমার সম্পর্কে এতো প্রশংসা করেন যে মনে মনে তোমাকে আমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে নিয়েছি···মানে, নিয়েছিলাম। এখন দেখছি তুমি সত্যি ভদ্রলোক, ইন দ্য রিয়েল সেন্স অভ দ্য ওয়ার্ড।'

রানা ঠিক লালচে হয়ে উঠলো না, যদিও মেয়েরা ওকে ঠিক এভাবে প্রকাশ্যে ভদ্রলোক বলে অভিহিত করে না কখনো।

'বলছিলাম কি,' ইতস্তত করতে করতে বললো রিটা। 'চলো না, কোথাও থেকে বেড়িয়ে আসি। প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করলে আমি কিন্তু দুঃখ পাবো, ভাববো···।'

তাড়াতাড়ি রানা বললো, 'বেশ তো, চলো—আমাদের কাভারের জন্যে সেটা বোধহয় দরকারও।'

'কাছাকাছি একটা ফ্রেঞ্চ রেস্তোরাঁ আছে, আমি চিনি, খুব ভালো···।'

হাঁটতে হাঁটতে ঈস্ট ফিফটি-টু-তে চলে এলো ওরা, রেস্তোরাঁটা এখানেই। নির্জন এক কোণে বসলো ওরা। সাধারণ ফ্রেঞ্চ ডিশের অর্ডার দিলো রানা। প্রধান খাবার অ্যাসপ্যারাগাস আর ফিলিট। অ্যাসপ্যারাগাসের সাথে যোগ হয়েছে ক্রীম, লেমন আর অরেঞ্জের তৈরি সস। ফিলিটের সাথে দেয়া হয়েছে নাশপাতি, মুখে ফেলার সাথে সাথে মিলিয়ে যায়। সবশেষে কফি। কথাবার্তা খুব সামান্যই হলো, তবে অকৃত্রিম হাসি থাকলো দু'জনের মুখেই। প্রফেসরের ভূমিকায় প্রতি মুহূর্ত নিখুঁত অভিনয় করে গেল রানা, যদিও রিটার মনে হলো ছদ্মবেশের আড়ালে আসল মানুষটাকে আগের চেয়ে যেন আরো ভালো ভাবে বুঝতে পারছে সে। বাবা এই যুবক সম্পর্কে যাই বলে থাকুন, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে একটা কথা ও বোধহয় বাড়ি-

য়ে বলা হয়নি। অপরাধবোধটা আবার তাকে অপ্রতিভ করে তুললো, রানাকে অপমান করা তার উচিত হয়নি। নীরবে ব্যাপারটা হজম করেছে রানা, হয়তো সেজন্যেই ওর প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করছে সে। এই আকর্ষণ, একে শুধু বোধহয় চুম্বকের সাথেই তুলনা করা চলে। সারাক্ষণ টানছে তাকে। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলো রিটা হ্যামিলটন—কে জানে এর আগে কতো মেয়ে তার মতো এই একই টান অনুভব করেছে।

ডিনার সেরে হেঁটে ফিরে এলো ওরা এমব্যাসীতে। ডেস্ক ক্লার্কের কাছ থেকে চাবি নিয়ে এলিভেটরে চড়লো। উঠে এলো চারতলায়।

ওদের পিছনে এলিভেটরের দরজা বন্ধ হতেই তিনজন হোঁৎকা চেহারার লোক ঘিরে ধরলো ওদেরকে। নিখুঁতভাবে কাটা স্যুট পরে আছে সবাই। পকেট থেকে রানা ভি-পি-সেভেনটি বের করার আগেই ওর কব্জি চেপে ধরলো একজন, অপর একজন জ্যাকেটের ভেতর হাত গলিয়ে বের করে নিলো পিস্তলটা।

'আমরা চুপচাপ কামরার ভেতর ঢুকবো, কেমন, প্রফেসর?' ওদের একজন বললো। 'না-না, কোনো বিপদ নয়। আমরা আপনাকে এক ভদ্রলোকের আমন্ত্রণ জানাতে এসেছি। তিনি আপনার সাথে দেখা করতে চান। ঠিক আছে?

ছয়

কেনসিংটন লেক হাউসে দু'জনেই ওরা কিছু সংকেত শিখেছে, ঠিক এ-ধরনের পরিস্থিতিতে কাজে লাগবে। যে লোকটা কথা বললো সেই তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে মোটা আর লম্বা, তার দিকে চোখ রেখে মাথার মাঝখানটা চুলকালো রানা, খুক করে কাশলো একবার। এসব সংকেতের অর্থ করলো রিটা— 'এই মোটা লোকটাই লিডার, ওর কথামতো চলো, তবে আমি কি করি লক্ষ্য রাখবে।'

'কোনো ঝামেলা নয়, বুঝেছেন তো, স্যার?' লোকটা রানার চেয়ে ইঞ্চি কয়েক লম্বা হবে, পেশীবহুল শরীর, 'ওয়েট-লিফটারদের মতো ব্যারেল আকৃতির বুক। বাকি দু'জনও কম যায় না, এক একটা অসুর। পেশাদার গুণ্ডা, ভাবলো রানা, পেশাদার এবং অভিজ্ঞ।

গরিলাটাই রানার কাছ থেকে কামরার চাবি নিলো। শান্তভাবে দরজার তালা খুললো সে, সতর্কতার সাথে একপাশে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের দু'জনকে কামরার ভেতর ঢোকালো। পিছন থেকে পিঠে কয়েক-টা ধাক্কা খেলো রানা, ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে পড়লো ও, চেয়ারের হাতলের সাথে ওর হাত জোড়া চেপে ধরা হলো, কঠিন

চাপ পড়লো কাঁধে। একই ব্যবস্থা রিটার সাথেও করা হলো।

এতোক্ষণে চতুর্থ লোকটাকে দেখতে পেলো রানা, জানালার সামনে দাঁড়িয়ে মাঝেমধ্যে নিচের রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে। ওরা ভেতরে ঢোকার আগে থেকেই লোকটা ছিলো কামরায়। দেখার সাথে সাথে তাকে চিনতে পারলো রানা। একহারা গড়ন, শরীরে মেদ বলে কিছু নেই, পেশী ফোলা না হলেও ইস্পাতের মতো শক্ত। গোঁফ জোড়া দর্শনীয়, সাধারণত সামরিক অফিসারদের মুখে এ-ধরনের দেখা যায়। গাঢ় মেরুন রঙের ডিনার জ্যাকেট পরে আছে। হোটেলে প্রথমবার ঢোকার সময় রানার পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিল লোকটা, সোনালি বর্ডার দেয়া একটা ভিজিটিং কার্ড গুঁজে দিয়েছিল ওর হাতে, নিজের পরিচয় দিয়েছিল ডিনোস মিলিয়ট বলে। তাড়াহুড়ো করে বলেছিল, সাংবাদিকদের সাথে এয়ারপোর্টেও ছিলো সে, কিন্তু প্রফেসরের সাথে প্রিন্ট সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলতে চায়। কোনো ক্যাসিনো বা অন্য কোথাও মদ্যপানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে রানা, ধরে নিয়েছিল লোকটা সাংবাদিকই হবে, ওর সাক্ষাৎকার নিতে উৎসাহী।

এখন রানার মনে পড়লো, লোকটা কিন্তু কোনো পত্রিকার নাম করেনি। কার্ডটাও ভালো করে দেখা হয়নি ওর, পকেটে রেখে দেয়ার পর ওটার কথা ভুলে গিয়েছিল। এক রাত বিশ্রাম নিয়ে তার-পর কারো সাথে কথা বলার কথা ভাববে ও, এ-ধরনের একটা উত্তর দিয়ে লোকটাকে এড়িয়ে গিয়েছিল।

'তাহলে প্রফেসর,' বললো লম্বা-চওড়া লোকটা, কামরার মাঝ-খানে পজিশন নিয়ে রানার ভি-পি-সেভেনটি বার বার শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে লুফছে সে, যেন নুড়ি পাথর নিয়ে খেলা করছে একটা গরিলা।

'সাথে একটা আগ্নেয়াস্ত্রও রাখেন আপনি। কিভাবে এটা ব্যবহার করতে হয়, জানা আছে তো?'

গাল ফুলিয়ে মুখ থেকে বিস্ময়সূচক একটা ধ্বনি উগরে দিলো রানা, প্রফেসরের ভূমিকায় নিখুঁত উৎরে গেল, ধ্বনিটার অর্থ হতে পারে ভয়ানক রেগে গেছেন তিনি। 'অবশ্যই ওটা আমি ব্যবহার করতে জানি,' জোর গলায় বললো সে। অপমানে কাঁপছেন যেন প্রফেসর। 'আপনার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, যুদ্ধের সময়···।'

'কোন্ যুদ্ধ হতে পারে সেটা, ফ্রেণ্ড?' রানার পিছন থেকে আরেক গুণ্ডা প্রশ্ন করলো, রানার কাঁধ ধরে আছে সে। 'আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ?'

'জাতিসংঘের শান্তিবাহিনীতে আমি একজন অফিসার ছিলাম।' গর্বের সাথে বললো রানা। 'লেবাননে আমি যে অ্যাকশন দেখেছি, তোমরা···'

'লেবানন থেকে শান্তিবাহিনী প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে অনেক বছর আগে, দোস্ত,' লম্বা-চওড়া গরিলা বাধা দিলো রানাকে, হাতের ভি-পি-সেভেনটির ওজন অনুভব করলো সে, রানার মুখের একেবারে সামনে। 'এখানে এটা অত্যন্ত মারাত্মক একটা অস্ত্র, একেবারে অত্যাধুনিক। জানতে পারি, কেন এটা আপনি সাথে রেখেছেন?'

'প্রোটেকশন!' প্রফেসর সুলভ ঝাঁঝ আর অধৈর্যের সাথে বললো রানা।

'হ্যাঁ, আমিও তাই ধরে নিয়েছি। কিন্তু কার, কিসের বিরুদ্ধে প্রোটেকশন?'

'চোর। গুণ্ডা। আপনাদের মতো শয়তান। যারা আমাদের জিনিস চুরি করতে চায়···।'

'হেনরি ডুপ্রে, আর কবে তুমি ভদ্র আচরণ শিখবে বলো তো?' সংযত, ঠাণ্ডা গলায় করা হলো প্রশ্নটা, জানালার কাছ থেকে। 'আমরা আমন্ত্রণ জানাতে এসেছি, প্রফেসর লুগানিসকে অপমান করার জন্যে নয়। মনে নেই?'

'আপনাদের জিনিস চুরি করবো? কি বলছেন!' যেন আকাশ থেকে পড়লো গরিলা অর্থাৎ হেনরি ডুপ্রে, হঠাৎ করে বিনয়ের অবতার বনে গেল সে, চেহারায় ভদ্রতার মুখোশ। 'আমরা আনি আপনারা কিছু পিকচার রেখেছেন, কিন্তু সেগুলো···না-না, চুরি করতে যাবো কেন···ছি-ছি!'

'পিকচার?'

'হ্যাঁ, পিকচারই তো বলে, নাকি···।'

'প্রিন্টস, ডুপ্রে,' জানালার সামনে দাঁড়ানো লোকটা এবার আরো যেন ভারি আর কর্তৃত্বের সুরে বললো কথাটা।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, প্রিন্টস। থ্যাঙ্কস, মিঃ মিলিয়ট।' রানার দিকে তাকালো হেনরি ডুপ্রে। 'হো-কি-যেন এক লোকের কিছু প্রিন্টস রেখেছেন আপনি।'

'হোগার্থ, ডুপ্রে,' রাস্তা থেকে চোখ না তুলে বললো জিলোস মিলিয়ট।

'হ্যাঁ, কিছু হোগার্থ প্রিন্টের মালিক আমি,' দৃঢ়কণ্ঠে বললো রানা। 'মালিক হওয়া আর কাছে রাখা দুটো একই ব্যাপার নয়।'

'আমরা জানতে পেরেছি, ওগুলো আপনি এখানে রেখেছেন,' কৃত্রিম ধৈর্যের সাথে বললো হেনরি ডুপ্রে। 'হোটেলের সেফে।'

জিলোস মিলিয়ট এতোক্ষণে জানালার দিকে পিছন ফিরলো, সরাসরি তাকালো রানার দিকে। রানা এতোক্ষণে টের পেয়েছে, চার-

জনের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে বিপজ্জনক। চেহারায় শান্ত এবং সংযত ভাব থাকলেও কর্তৃত্বের সাথে হিংস্র একটা ভাব লুকাতে পারেনি। 'আসুন, ব্যাপারটাকে সহজ করা যাক। আপনাদের দু'জনের কাউকেই আমরা দুঃখ বা ব্যথা দিতে চাইছি না। আমরা শুধু চাইছি আপনারা পরিস্থিতিটা বুঝুন। আমরা এখানে মিঃ মলিয়েরের স্থানের প্রতিনিধিত্ব করছি, যিনি ওই হোগার প্রিন্টগুলো দেখতে চান। বলতে পারেন এটা তাঁর একটা আমন্ত্রণ। কিন্তু সাড়া পাবার জন্যে কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে প্রস্তুত নন তিনি। আপনি তাঁর কার্ড পেয়েছেন—লবিতে যেটা আপনাকে দিয়েছিলাম। আমার ধারণা, তিনি আপনাকে একটা প্রস্তাব দিতে চান···।'

জিভ আর টাকরা সহযোগে টকাস্ করে একটা বিচ্ছিরি আওয়াজ করলো হেনরি ডুপ্রে। 'এমন একটা প্রস্তাব, আপনি প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না, প্রফেসর···।'

জিলোস মিলিয়ট কৌতুকে অংশগ্রহণ করলো না। 'আহ্, ডুপ্রে, চুপ করো! প্রস্তাবটা সরাসরি, প্রফেসর। আপনি শুধু হোটেল ডেস্ককে ফোনে বলবেন প্রিন্টগুলো যেন ওপরে পাঠিয়ে দেয়, তাহলেই আমরা রওনা হয়ে যেতে পারি।'

মাথা নাড়লো রানা। 'তা সম্ভব নয়,' মৃদু হেসে বললো ও। 'মোট দুটো চাবি—একটা আমার কাছে, অপরটা ওদের হাতে। ব্যাংকের মতো। প্রিন্টগুলো একটা সেফটি ডিপোজিট বক্সে আছে,' মিথ্যে বললো ও। 'শুধু ডিউটি অফিসার আর আমি ছাড়া কেউ ওগুলোয় হাত দিতে পারবে না। এমনকি আমার স্ত্রীও পারবেন না···।'

পরম স্বস্তির সাথে নিজেকে ধন্যবাদ দিলো রানা, ভাগ্যিস শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত পাল্টে ছিলো। প্রিন্টগুলো নিয়ে নিচতলায় নামার

সময় বুদ্ধিটা আসে মাথায়। হোটেলের সেফে রাখার চেয়ে স্যাবএর গোপন কমপার্টমেন্টে রাখা অনেক বেশি নিরাপদ, এবং সুবিধেও অনেক, যদি হঠাৎ করে কেটে পড়তে হয়।

'মিঃ মিলিয়ট যেমন বললেন,' চাঁছাছোলা, অমার্জিত সুরে বললো হেনরি ডুপ্রে ভদ্রতার মুখোশ খসে পড়েছে, 'কাউকে আমরা ব্যথা দিতে চাই না। কিন্তু আপনি যদি অসহযোগিতা করেন, জন আর টনি—,' রানার কাঁধ আর কব্জি ধরে থাকা লোক দু'জনকে ইঙ্গিতে দেখালো সে, '—আপনার প্রিয় সঙ্গিনীর ওপর জুলুম করবে।'

জানালার কাছ থেকে সরে এলো জিলোস মিলিয়ট। হেনরি ডুপ্রেকে চক্কর দিয়ে একবার হাঁটলো সে। ডুপ্রে এখনো ভি-পি-সেভেনটি নিয়ে খেলা করছে। রানার ঠিক সামনে থামলো মিলিয়ট। 'প্রফেসর গ্রেগ লুগানিস। আমার পরামর্শ, আপনি আর ডুপ্রে নিচতলা থেকে একবার ঘুরে আসুন। আপনারা প্রিন্টগুলো নিয়ে ফিরে আসবেন। তারপর আমরা সবাই কেনেডি এয়ারপোর্টে চলে যাবো। বিশেষ করে আপনার জন্যে মিঃ মলিয়ের স্থান তাঁর প্রাইভেট জেট পাঠিয়েছেন। তিনি আশা করেছিলেন আজ রাতের ডিনারে আপনি তাঁকে সঙ্গ দেবেন। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে, তাঁর সাথে ডিনার খাওয়ার সৌভাগ্য আজ রাতে আপনাদের হবে না। তবে রাতটা আপনারা র‍্যাঙ্কে বিশ্রাম নিতে পারবেন।' কামরার চারদিকে তাচ্ছিল্যের সাথে তাকালো সে। 'কথা দিচ্ছি এই নোংরা জায়গার চেয়ে অনেক বেশি আরামে থাকবেন আপনারা। এবার বলুন, আমার পরামর্শ কেমন লাগলো আপনার?'

'দেখুন, মিলিয়ট,' রাগে কাঁপতে শুরু করলো প্রফেসর লুগানিস। 'আপনারা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। আপনাকে আমি আগেই জানি-

য়েছি, আজ আমরা কারো সাথে কোনো কথা বলবো না। আপনি সত্যি যদি ভদ্রলোকের প্রতিনিধি হন···কি যেন নাম বললেন তার—মলিয়ের ?'

'শালা ন্যাকামো করছে,' খেঁকিয়ে উঠলো ডুপ্রে। 'বোঝা গেল, সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। সাবধান, পণ্ডিতমশাই, বোকার মতো কিছু করে বসো না!' দীর্ঘ পদক্ষেপে রিটা হ্যামিলটনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সে, ক্ষিপ্র একটা হাত নেড়ে তার কাপড় গলা থেকে কোমর পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেললো, সেই সাথে পৃথিবীর সবাই জানলো রিটা হ্যামিলটন কাপড়ের নিচে ব্রা পরে না।

'সুন্দর,' রুদ্ধশ্বাসে বললো জন, রানার ঘাড় আগের মতোই ধরে আছে সে, রিটার দিকে তাকিয়ে আছে কাঁধের ওপর দিয়ে। 'ভারি সুন্দর!'

'থামো!' নির্দেশ দিলো মিলিয়ট। 'এখুনি এতোটা বাড়াবাড়ি করার দরকার আছে বলে আমি মনে করি না। দুঃখিত, প্রফেসর লুগানিস। কিন্তু বুঝতেই তো পারছেন, যাতে নেতিবাচক উত্তর পেতে না হয় তার ব্যবস্থা মিঃ মলিয়ের ঠিকই করে রাখেন। আর দেরি করার কোনো মানে হয় কি? আপনার জিনিস-পত্র আমি সব গুছিয়ে নিই, সেই ফাঁকে ডুপ্রেকে সাথে নিয়ে নিচ থেকে ঘুরে আসুন। কেনেডিতে যতো তাড়াতাড়ি পৌঁছুতে পারবো ততোই ভালো···।'

মাথা ঝাঁকালো রানা। 'ঠিক আছে,' শান্তভাবে বললো ও, একটু অন্যমনস্ক, কারণ সে-ও রিটা হ্যামিলটনের আংশিক উন্মুক্ত বুক থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না। 'কিন্তু আমার স্ত্রী কাপড় বদলাবেন। প্রিন্টগুলো বেরিয়ে যাবার সময় নিলেই হবে···।'

'প্রিন্টগুলো আমরা এখুনি নেবো,' রায় ঘোষণার সুরে জানালো

মিলিয়ট, তর্কের কোনো অবকাশ রাখলো না। 'প্রফেসরের অস্ত্রটা ওভাবে লোফালুফি করো না তো, ডুপ্রে। কুজিটে রেখে দাও ওটা, তোমার নিজের একটা আছে।'

কোট থেকে ছোটো একটা রিভলভার বের করলো ডুপ্রে। সে যে নিরস্ত্র নয় এটা রানাকে দেখাবার পর অস্ত্রটা আবার রেখে দিলো পকেটে। তারপর ভি-পি-সেভেনটিটা রাখলো বেডসাইড টেবিলে।

মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত দিলো মিলিয়ট, অপর দু'জন রানার কাঁধ আর কব্জি ছেড়ে দিলো। হাত জোড়া আস্তে আস্তে নাড়লো রানা, যথাসম্ভব দ্রুত রক্ত চলাচল ফিরিয়ে আনতে চাইছে। একই সাথে খুক্ করে কাশলো একবার, তারপর অস্থিরহীন একটা সুতো দু' আঙুলে ধরে কোটের আস্তিন থেকে ফেলে দিলো। রিটাকে তৈরি হতে বলার সংকেত। মিলিয়টের দিকে ফিরে জানালো ব্রিফকেসটা দরকার ওর।

'আমার চাবি আছে ওতে।' ইস্পাত আর ক্যানভাসের তৈরি কলাপসিবল র‍্যাকের দিকে ইঙ্গিত করলো ও, ব্রিফকেসটা ওখানে।

এগিয়ে গিয়ে র‍্যাক থেকে ব্রিফকেসটা তুললো মিলিয়ট, ওজন অনুভব করলো, ঝাঁকি দিলো বার দুয়েক, সন্তুষ্ট হয়ে রানার হাতে ধরিয়ে দিলো সেটা। 'শুধু চাবি বের করুন, তারপর ডুপ্রের সাথে নেমে যান।'

ব্রিফকেসটার বৈশিষ্ট্য হলো স্প্রিং বসানো একজোড়া সরু চোরা-কুঠরি। ঘর দুটো ডান দিকে, ভেতরের লাইনিং সেলাই করার পর সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেছে। খোলার বোতাম রয়েছে হাতলের সাথে, দুই প্রান্তে—হাতলের গায়ের সাথে এমনভাবে মিশে আছে যে খালি চোখে ধরা পড়বে না। বোতামে চাপ দিলে ছুরির হাতল ব্রিফ-

কেসের তলা থেকে রানার হাতে বেরিয়ে আসবে,—সাথে সাথে নয়, পাঁচ সেকেণ্ড পর।

ব্রিফকেসটা কোলের ওপর নেয়ার সময় পরিস্থিতি নিয়ে দ্রুত চিন্তা করলো রানা। কোনো সন্দেহ নেই জটিল সংকটে পড়েছে ওরা। হোটেলের সেফটি ডিপোজিট বক্সে প্রিন্টগুলো নেই জানার পর গুণ্ডারা মরিয়া হয়ে উঠবে, অথচ স্যাব-এর রহস্য ফাঁস করতে রাজি নয় রানা। ঠাণ্ডা মাথায় হেনরি ডুপ্রেকে কাবু করার কথা ভাবলো ও—নিচে নামার সময় বা গাড়ির কাছে পৌঁছুবার আগে এক-আধটা সুযোগ পাওয়া যাবেই। ছোটো একটা বন্ধ জায়গায় চারজনকে সামলানোর চেয়ে খোলা জায়গায় একজনকে সামলানো অনেক সহজ। কিন্তু তারপর, রিটার কি হবে? ও যদি চিৎকার করে লোকও জড়ো করে, এমন কোনো নিশ্চয়তা আছে কি গুণ্ডারা রিটার ক্ষতি করবে না? বিপদ দেখে তারা যদি প্রথমে রিটাকে মেরে ফেলে? না, এ-ধরনের ঝুঁকি নেয়া চলে না। বিকল্প উপায় এখানে এই মুহূর্তে চারজনের দিকে টেবিল উল্টে দেয়া, কিন্তু তাতেও সুফল আশা করা যায় না। রিটার ক্ষিপ্রতার ওপর ভরসা করা কি ঠিক হবে? চট্ করে একবার তার দিকে তাকালো রানা, পলকের জন্যে দু'জোড়া চোখ এক হতে টের পেলো ও, রিটা তৈরি হয়ে আছে।

ওর সবচেয়ে কাছাকাছি রয়েছে মিলিয়ট, প্রথমে তার ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেল। ব্রিফকেসের হাতলের ডান প্রান্তে চাপ দিলো ও, কোনো শব্দ হলো না। ব্রিফকেসের তলায় হাত রাখলো, অপর হাত দিয়ে হাতলের ছোট্ট বোতামে চাপ দিলো। পরমুহূর্তে ডান হাতে বেরিয়ে এলো প্রথম ছুরির হাতল। আর মাত্র চার সেকেণ্ড পর দ্বিতীয় ছুরিটা বেরুবে, কথাটা মনে রেখে

নড়ে উঠলো ও। মিলিয়টকে কাবু করা সম্ভব হলে, তারপরই সামলাতে হবে হেনরি ডুপ্রেকে, বাকি দু'জনকে পরাস্ত করতে হলে বিস্ময় আর তার সাথে ভাগ্যের সহায়তা পেতে হবে ওকে। গোটা ব্যাপারটা তিনটে জিনিসের ওপর নির্ভর করছে—লক্ষ্য ভেদে ওর নিজের নৈপুণ্য, রিটার প্রস্তুতি, আর কতো দ্রুত তৎপর হতে পারে গুণ্ডারা।

থ্রোয়িং নাইফ এমন সূক্ষ্মভাবে ভারসাম্য রক্ষা করে, এমনকি এক-জন এক্সপার্টও তার ইচ্ছে মতো অস্ত্রটাকে ব্যবহার করতে হিমশিম খেয়ে যায়। অকস্মাৎ যদি খুব দ্রুতও ছোঁড়া হয়, ছোঁড়ার ধরনটা নিখুঁত হলে, পৌঁছুবার মুহূর্তে ছুরির ফলা থাকবে টার্গেটের দিকে তাক করা অবস্থায়।

একান্ত যদি এড়ানো না যায় তাহলে আলাদা কথা, তা না হলে কাউকে মারাত্মকভাবে জখম করতে চায় না রানা। ও যা চাইছে তা করতে হলে লক্ষ্য তো অব্যর্থ হতেই হবে, সেই সাথে ধারালো ফলার আগে টার্গেটে পৌঁছুতে হবে হাতলের গোড়া। চেয়ারেই বসে থাকলো ও, বলা যায় একটুও নড়লো না, শুধু শরীরের পাশ থেকে তীব্র ঝাঁকি খেলো ডান কব্জি। সম্ভাব্য সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রথম ছুরিটা ছুঁড়ে দিয়েই ব্রিফকেসের তলায় ফিরে এলো আবার হাত, দ্বিতীয় ছুরিটা ডেলিভারি নিতে হবে।

প্রথম ছুরি বাতাসে শিস কেটে ছুটে গেল। মিলিয়টের দু'চোখের মাঝখানে ঠকাস করে বাড়ি খেলো হাতলের গোড়া। কি থেকে কি হলো বুঝলো না সে, পিছন দিকে নিঃশব্দে ঝাঁকি খেলো মাথাটা। ছুরিটা মেঝেতে পড়ে যাচ্ছে, সেটাকে অনুসরণ করলো মিলিয়টের শরীর। রানা আর রিটা একই সাথে নড়ে উঠলো।

চাঁড়াবার সময় পায়ের ধাক্কায় জনের দিকে চেয়ার ফেলে দিলো

রিটা, মিলিয়ট পড়ে যাচ্ছে দেখে অপ্রস্তুত অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিল জন। হাঁটুতে চেয়ারের ধাক্কা খেলো সে, ইতিমধ্যে তার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে রিটা, পায়ের দ্বিতীয় ধাক্কায় চেয়ারটাকে জনের গায়ের ওপর চেপে ধরলো সে। রানা শুধু চেয়ার আর জনের পতনের শব্দ পেলো, ইতিমধ্যে দ্বিতীয় ছুরিটা হাতে চলে এসেছে, শরীরটাও ঘুরিয়ে নিয়েছে ডুপ্রের দিকে।

যতোটা রানা আশা করেছিল তারচেয়ে দ্রুত বেগে সরে গেল ডুপ্রে, রানার ছুঁড়ে দেয়া দ্বিতীয় ছুরিটা ভাগ্যের জোরে তার ডান কানের পাশে লাগলো।

যেন স্থির হয়ে যাওয়া সময়ের সাথে নিশ্চল মূর্তি হয়ে গেল ডুপ্রে, রিভলভার ভরা পকেটের দিকে হাতটা মাত্র অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়েছে। কানের পাশ থেকে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে পড়তে শুরু করলো ছুরিটা, কান ছিঁড়ে, প্রায় দু'টুকরো করে। তার হাঁ করা মুখ থেকে আর্ত-চিৎকার বেরিয়ে এলো, কেউ যেন তার গলা টিপে ধরেছে। কয়েক বার হোঁচট খেলো সে, কিন্তু তাল সামলাতে না পেরে রিটা আর জনের ওপর পড়ে গেল—মেঝের ওপর ধস্তাধস্তি করছে ওরা।

রানার পিছনে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিল টনি, হঠাৎ সে তৎপর হয়ে উঠলো। হাতের ব্রিফকেস ফেলে দিয়ে দু'পায়ের গোড়ালির ওপর দেহের সমস্ত ভার চালিয়ে চেয়ার থেকে লাফ দিলো রানা বেডসাইড টেবিলে পড়ে থাকা ভি-পি-সেভেনটি লক্ষ্য করে।

কারাতে যোদ্ধার মতো উন্মত্ত, তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এলো রানার গলা থেকে, ফুসফুস থেকে সমস্ত বাতাস বের করে দিয়ে কিন কদম দূরত্ব আধসেকেণ্ডেরও কম সময়ে পেরিয়ে এলো। মুঠোর ভেতর চলে এসেছে পিস্তলের বাট, ট্রিগারের রিঙে আঙুল ঢুকছে, চরকির মতো

আধপাক ঘুরে গেল শরীরটা, দু'হাত সামনের দিকে বাড়ানো, বিপদ হয়ে প্রথম যে দেখা দেবে তাকেই গুলি করার জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি।

টনির ডান হাত পকেটে মাত্র ঢুকেছে, রানা চিৎকার করে বললো, 'হোল্ড ইট! স্টপ!' বেঁচে থাকার সুবুদ্ধি হলো টনির। স্থির হয়ে গেল সে, ডান হাতটা এক সেকেণ্ডের জন্যে কাঁপলো, তারপর—রানার সাথে চোখাচোখি হতে—মেনে নিলো নির্দেশ। পকেট থেকে হাত বের করে মাথার ওপর তুললো সে।

ঠিক সেই মুহূর্তে ছেড়ে দেয়া স্প্রিঙের মতো খাড়া হলো রিটা, দু'-হাত এক করে জনের ঘাড়ে আঘাত করলো। কোঁক্ করে উঠে নেতিয়ে পড়লো জন। ধীর পায়ে টনির সামনে হেঁটে এলো রানা, মৃদু হাসছে, হাত বাড়িয়ে তার জ্যাকেটের পকেট থেকে বের করে নিলো আগ্নেয়াস্ত্রটা, তারপর তার কানের পিছনে তীক্ষ্ণ একটা খোঁচা দিলো দুই আঙুলে। বন্ধুদের সাথে অজ্ঞানতার অন্ধকারে যোগ দিলো টনি, সেই সাথে গুণ্ডাদের অশুভ তৎপরতার আপাতত: ইতি ঘটলো।

'কাপড় বদলাও, রিটা,' মৃদু কণ্ঠে বললো রানা, তারপর মত পাল্টে, 'না, আগে এদের ব্যবস্থা করি এসো।'

দু'জন মিলে প্রথমে ওরা সবাইকে নিরস্ত্র করলো। ভাব দেখে মনে হলো তার বুক যে প্রায় সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে রয়েছে এ-ব্যাপারে মোটেও সচেতন নয় রিটা। ব্রিফকেসের বিশেষ একটা কুঠরি হাতড়ে সীল করা ছোটো একটা প্লাস্টিকের বাক্স বের করলো রানা, খোলার পর দেখা গেল ভেতরে ক্লোরোফর্ম ভেজানো প্যাড রয়েছে। মেঝেতে পড়ে থাকা চারজনের নাকের সামনে প্যাড ধরা হলো। 'খুব একটা কাজের জিনিস না হলেও, ট্যাবলেট গেলানোর চেয়ে কাজটা সহজ,' বললো রানা। 'এ-ধরনের ইমার্জেন্সির জন্যেই সাথে রাখা। পুরনো,

পরীক্ষিত পদ্ধতি—প্রায়ই সেরা প্রমাণিত হয়। অন্তত আধঘণ্টার জন্যে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি আমরা।'

চারজনের হাত আর পা বাঁধা হলো তাদেরই বেল্ট, টাই আর রুমাল দিয়ে। তখনই লক্ষ্য করলো রিটা রানার ছুরি ভূপ্রের কানের কি অবস্থা করেছে। কানের ওপরের আধ ইঞ্চি হুঁফাঁক হয়ে গেছে, তারপর লতির শেষ প্রান্ত পর্যন্ত লম্বা গভীর ক্ষত। ব্রিফকেসটা যেন আলাউদ্দীনের চেরাগ, ভেতর থেকে নীল রঙের একটা শিশি বের করে ক্ষতটায় ওষুধ লাগালো রানা, বাথরুমের কাবার্ড থেকে পাওয়া স্টিকিং প্লাস্টার দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করলো রিটা।

অবশেষে রিটা খেয়াল করলো সে অর্ধনগ্ন, যদিও কোনো রকম লজ্জা না পেয়ে শুধু আঁটসাঁট সাদা ব্রিফস্ ছাড়া বাকি সবকিছু খুলে ফেললো সে, পা দিয়ে গলিয়ে কোমরে তুললো একজোড়া জিনস। গায়ে শার্ট চড়াচ্ছে, এই ফাঁকে ওদের জিনিস-পত্র সুটকেস আর ব্যাগে ভরতে শুরু করলো রানা। হঠাৎ করেই সোনালি কিনারা বিশিষ্ট ভিজিটিং কার্ডটার কথা মনে পড়ে গেল ওর। হোটেলের লবিতে ওকে দিয়েছিল জিলোস মিলিয়ট। কার্ডটা বের করে পরীক্ষা করলো ও।

কার্ডের মাথার দিকে প্রতীক চিহ্নের মতো ছাপা রয়েছে একটা সন্ন্যাসীর মূর্তি। তার পাশে ছুটো ক্ষুদে ইংরেজী অক্ষর—এস. এম.। নিচের প্রথম লাইনে ক্যাপিটাল লেটারে ছাপা হয়েছে নামটা—মলিয়ের ঝান। নামের নিচে, ছোটো ছোটো ক্যাপিটাল লেটারে লেখা : অনট্রাপ্রানার—স্যামারিলো, টেক্সাস।

কার্ডের পিছনে টানা হাতে একটা মেসেজ লেখা রয়েছে :

'প্রফেসর এবং মিসেস লুগানিস,

'দিন কয়েক আমার অতিথি হয়ে আমাকে সম্মানিত করুন। হোগার্থগুলো সাথে করে আনবেন। আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। আমার সিকিউরিটি ম্যানেজার, জিলোস মিলিয়টকে সব বলা আছে, সে আপনাদেরকে কেনেডিতে নিয়ে আসার সব ব্যবস্থা করবে। ওখানে আমার জেট আছে। —মলিয়ের ঝান।'

মেসেজের পর বিশেষ দ্রষ্টব্যও আছে—ওরা যেন তাড়াতাড়ি অতিথি হতে রাজি হয়, তা না হলে ডিনার হারাবে। সবশেষে একটা টেলিফোন নম্বর দেয়া হয়েছে, যদি কোনো সমস্যা দেখা দেয়।

কার্ডটা রিটার হাতে ধরিয়ে দিলো রানা। 'চলো তাহলে, অ্যামারিলোতেই যাওয়া যাক। গাড়ি নিয়ে যাওয়াই ভালো, ওরা আশা করছে না। দেখে নাও, তোমার সব জিনিস নেয়া হয়েছে তো?'

রিটার চেহারায় সন্দেহ এবং উদ্বেগ দেখতে পেলো রানা। 'তোমার আগে তোমার দুর্নাম পৌঁছে যাবে, রানা।'

'বুড়ো লুগানিস ছুরি ছুঁড়তে পারে, দু'একটা কারাতে মার জানে—সে-কথা বলছো?' ব্রিফকেসের গোপন কুঠরিতে ছুরি ভরছে রানা।

'হ্যাঁ।'

এক মুহূর্ত ভাবলো রানা। 'ঝান আমাদের পিছনে লেগেছে। এখন সে জানবে আমরা মোমের তৈরি পুতুল নই। তার কি প্রতিক্রিয়া হয় দেখার আগ্রহ বোধ করছি। চলো, বেরিয়ে পড়া যাক।'

চারজনের দিকে তাকালো রিটা। 'ওদের কি হবে? পুলিশকে জানাবে?'

'এখুনি কোনো রকম হৈ-চৈ বাধানো ঠিক হবে না।'

'হোটেলের বিল?'

হাসলো রানা। পকেট থেকে একটা এনভেলাপ বের করে দেখালো রিটাকে। 'এর মধ্যে চাবি আর কিছু টাকা আছে, লবি ক্লার্ক রেখে

যাবো—আগেই দেখেছি, ওটা খোলা রাখে ওরা। ভাগ্যটা ভালোই বলতে হবে, আমাদের দরজায় পুরনো আমলের তালা রয়েছে—চাবি ছাড়া ভেতর থেকে খোলা যাবে না। ফোন করে ডেস্ককে জানাবে না, স্বাভাবিক কারণেই। কাজেই ঘর থেকে বেরুতে যথেষ্ট সময় লাগবে ওদের।'

'ওদের পকেটে চাবি পেয়েছো··· ?'

মাথা ঝাঁকালো রানা। 'ডুপ্লের পকেটে। রুমসার্ভিসকে ঘুষ দিয়ে হাতিয়েছিল, বোঝা যায়। চলো, দেরি হয়ে যাচ্ছে। পেছনের সিঁড়ি দিয়ে নামবো আমরা।'

সাত

পিছনে নদী, তারপর দিগন্তরেখা জুড়ে বহুতল ভবনের অসংখ্য ঝাঁঠামো সারা গায়ে আলোকমালা নিয়ে ঝলমল করছে, মাঝখানে সবগুলোকে ছাড়িয়ে উঁচু হয়ে আছে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের জোড়া টাওয়ার, যদিও এই অপরূপ শোভা দেখার জন্যে থামলো না ওরা। মলিয়ের ঝানের লেলিয়ে দেয়া গুণ্ডাবাহিনী আর নিজেদের মাঝখানে যতোটা সম্ভব দূরত্ব বাড়াতে হবে, তাছাড়া চিন্তা করার জন্যে খানিক-

টা নিরুপদ্রব সময়েরও দরকার রানার। মলিয়ের ঝান যদি হামিসের অংশ হয়, বলা যায় না সে-ই হয়তো নতুন সও মং, তাহলে ধরে নিতে হবে শত্রুপক্ষ ওদের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে আছে।

হামিসকে ছোটো করে দেখছে না রানা। নতুন সও মঙও উ সেন না হলেও, উ সেনের যোগ্য উত্তরাধিকারী হতেই হবে তাকে। প্ল্যান ও চিন্তা-ভাবনার দিক থেকে হামিস বা সও মঙকে ছাড়িয়ে যাবার একটা প্রবণতা জেগেছিল রানার মনে, সেজন্যেই টেক্সাসে গিয়ে মলিয়ের ঝানের মুখোমুখি দাঁড়াতে চেয়েছিল ও, চেয়েছিল বিপজ্জনক ঝুঁকি নিতে। কিন্তু নিউ ইয়র্কের রাস্তায় একমনে গাড়ি চালাতে চালাতে সিদ্ধান্ত পাল্টালো ও, ক'টা দিন কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থাকা দরকার।

'পরস্পরের পিঠের ওপর নজর রাখবো,' রিটাকে বললো ও. 'হাবভাব দেখে মনে হবে একজোড়া ভিজে বিড়াল, তাহলে দু'দিনেই জানতে পারবো আজরাইল সত্যি আমাদের জান কবচ করতে চায় কিনা।'

'আজরাইল ?'

'মলিয়ের ঝান। আণ্ডারওয়ার্ল্ডে হামিসের ইনফরমার-বাহিনী থাকার কথা, এতোক্ষণে তারা নিশ্চয়ই আমাদের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে।'

'কোথায় লুকাতে চাও তুমি ?' জিজ্ঞেস করলো রিটা। 'ওয়াশিংটনে ?'

রানা চিন্তা করছে।

'মেট্রোপলিটান এলাকা বা ডাউনটাউন নয়,' আবার বললো রিটা, 'তবে কাছাকাছি কোথাও। বড় বড় মোটেল আছে, যে-কোনো এক-

টায় উঠতে পারি আমরা, হাইওয়ে থেকে সামান্য দূরে।'

আইডিয়াটা পছন্দ হলো রানার, গন্তব্য স্থির হওয়ার সাথে সাথে বেড়ে গেল স্যাবের স্পীড। রাত তিনটের দিকে কলম্বিয়া ডিস্ট্রিক্টে পৌঁছুলো ওরা, দু'জনই সম্ভাব্য অনুসরণকারীদের জন্যে খোলা রেখেছে চোখ। ক্যাপিটাল বেল্টওয়ে প্রায় পুরোটা একবার চক্কর দিলো স্যাব, তারপর অ্যানাকোস্তিয়া ফ্রিওয়ে-তে আসার পর বেরুবার একটা পথ পাওয়া গেল, বাঁকের মুখে একটা মোটেল সাইন।

এমন একটা জায়গা বাছলো ওরা, বেশ ক'দিন লুকিয়ে থাকা যায়—দালানটা ত্রিশতলা উঁচু, আণ্ডারগ্রাউণ্ড কার পার্কে আরো অনেক গাড়ির ভিড়ে স্যাবটাকে কেউ আলাদাভাবে খুঁজে বের করতে পারবে না। মোটেলের খাতায় ভিন্ন নাম লেখালো ওরা—মিঃ পার্কার আর মিসেস হপকিন্স। বিশতলায় পাশাপাশি দুটো কামরা দেয়া হলো ওদেরকে, ঝুল-বারান্দা থেকে অ্যানাকোস্তিয়া পার্ক আর নদী দেখা যায়। দুই ঝুল-বারান্দাতেই পাঁচ মিনিট করে দাঁড়ালো ওরা, হাত তুলে রানাকে দূরের অ্যানাকোস্তিয়া আর ইলেভেন্থ স্ট্রীট ব্রিজ দেখালো রিটা, আরো দূরে ওয়াশিংটন নেভি ইয়ার্ডের অস্পষ্ট কাঠামো।

দু'দিন, আন্দাজ করলো রানা। চুপচাপ থাকতে হবে, খোলা রাখতে হবে চোখ। তারপর তারা পশ্চিমে রওনা হবে, ফুল স্পীডে স্যাব হাঁকিয়ে। 'ভাগ্য সহায়তা করলে অ্যামারিলোতে আমরা আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবো।'

'আটচল্লিশ ঘণ্টা কেন?' হিসাব মেলাতে পারছে না রিটা।

'একটা রাত কোথাও থামবো আমরা,' বললো রানা। 'শক্তি ফিরে পাবার জন্যে। ইতিমধ্যে জানা হয়ে যাবে কান আমাদের পেছনে

কেউ লাগিয়েছে কিনা। যদি না লাগায়...।'

'সোজা সিংহের খাঁচায়,' রানার হয়ে রিটাই শেষ করলো কথাটা। আলোচ্য অভিযান সম্পর্কে ভারি উৎসাহী বলেই মনে হলো তাকে, যেন বিপদকে সে থোড়াই ভরায়, যদিও দু'জনেরই মনে আছে এফ. বি. আই. এবং সি. আই. এ.-র অনেকগুলো এজেন্ট সিংহের ওই একই খাঁচায় ঢুকে লাশ হয়ে গেছে।

রানার ঝুল-বারান্দায়, ভোর হওয়া দেখতে দেখতে, প্ল্যান তৈরি করলো ওরা।

'ছদ্মবেশ বদলানোর সময় হয়েছে,' ঘোষণা করলো রানা।

মোটেলের খাতায় নতুন নাম লেখানো হলেও, ম্যানেজমেন্টের লোকেরা রানার ভাষায় ওর 'লুগানিস হ্যাট' দেখে ফেলেছে। সাবান আর পানি দিয়ে ধুয়ে পাকা চুল কালো করলো ও, গোঁফ আর চশমা খুলে ফেললো। ভুরুর আকৃতি আগের চেয়ে সামান্য চওড়া করা হলো, লম্বা হলো জুলফি, নাকের পাশে বসানো হলো কৃত্রিম লাল একটা জড়ুল। প্রায় আসলের কাছাকাছি হলো চেহারা, অথচ ঠিক আসল নয়।

কানের গুণ্ডাবাহিনী সহজেই চিনে ফেলবে রিটাকে, কাজেই নিজের চেহারার ওপর ঘণ্টাখানেক কাজ করলো সে—চুলের স্টাইল বদলালো, চোখের পাপড়ির রঙ গাঢ় করলো, চোখে হালকা রঙের গ্লাস পরলো। সহজ কয়েকটা পরিবর্তন, তাতেই অনেকখানি বদলে গেল চেহারা।

মূল সমস্যা, রানার দৃষ্টিতে, গুণ্ডাদের আগমন সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্যে সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা করা। 'ছ'ঘণ্টা তুমি, ছ'ঘণ্টা আমি,' ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত দিলো ও। 'মেইন লবিতে।' দু'জনেই একমত

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

হলো, এর কোনো বিকল্প নেই। 'সাধারণ একটা জায়গা বেছে নেবো
আমরা, যেখান থেকে লোকজনকে ঢুকতে দেখা যায়। কাজ হলো
বসে থাকা আর লক্ষ্য রাখা। গুণ্ডাবাহিনীর কাউকে দেখতে পেলে
প্রয়োজনীয় অ্যাকশন নেয়া যাবে।'

'কিন্তু যদি অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করতে হয়…।'

'দু'দিন, বলেছি না? দু'দিনের মধ্যে যদি কেউ না আসে, ধরে
নিতে হবে ওরা আমাদেরকে খুঁজছে না।'

'প্রয়োজনীয় অ্যাকশন বলতে কি বোঝাচ্ছো তুমি?' জিজ্ঞেস
করলো রিটা। 'ওদেরকে দেখতে পেলে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়বো?'

'আরে না, ওদের চোখে ধুলো দিয়ে স্রেফ পালাবো।' এরপর
ওরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলো—কাল সন্ধ্যায় মোটেল ছেড়ে বেরিয়ে
পড়বে ওরা। টেক্সাসের উদ্দেশে রওনা হবার আগে রানা কোনো
ছদ্মবেশ নেবে না, রিটাও তার স্বাভাবিক চেহারায় ফিরে আসবে।

রুটিনটা সেই মুহূর্তে শুরু হলো। টস করলো ওরা, হারলো রিটা,
দু'ঘণ্টা পাহারায় থাকার জন্যে নিচের লবিতে নেমে গেল সে।

বিশ্রাম নেয়ার আগে নিজের লাগেজ একবার চেক করলো রানা,
সবার আগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্রিফকেসটা। গোপন কুঠরি থেকে
একটা ছুরি বের করে নিলো, আর সব জিনিস পরীক্ষা করার আগে
বাম বাহুতে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকে নিলো সেটা।

ব্রিফকেসের ওপরের অংশে রয়েছে কাগজ-পত্র, ডায়েরি, ক্যাল-
কুলেটর, কলম ইত্যাদি। এসবই রিফাতের সতর্ক আয়োজন। নিচের
অংশে হাত দেয়ার আগে প্লাইউড প্যানেল সরাতে হবে; ভেতরে
রয়েছে, রিফাতের ভাষায় 'ব্যাক-আপ ইকুইপমেন্ট'—ছোটো একটা
ভোঁতা-নাক এস অ্যাণ্ড ডব্লিউ হাইওয়ে প্যাট্রলম্যান চার ইঞ্চি

ব্যারেল আর স্পেয়ার অ্যামুনিশন সহ; এক সেট স্টীল পিকলক,
রিঙে আটকানো; রিঙের সাথে আরো রয়েছে অন্যান্য কয়েকটা
মিনিয়েচার টুলস, এক জোড়া প্যাড লাগানো লেদার গ্লাভস, ছ'টা ডিটো-
নেটর। একই কমপার্টমেন্টের দ্বিতীয় অংশে রয়েছে খানিকটা প্লাস্টিক
এক্সপ্লোসিভ, আর লম্বা খানিকটা ফিউজ। লুকানো কমপার্টমেন্টের
প্রতিটি জিনিস ফোম রাবারের নরম বিছানায় ঠাঁই পেয়েছে।

ভি-পি-সেভেনটি আর স্পেয়ার চেক করার পর বিছানায় লম্বা
হলো রানা, প্রায় সাথে সাথে হারিয়ে গেল ঘুমের রাজ্যে, পাঁচ ঘণ্টা
পর যখন ঘুম ভাঙলো, শরীরটা তাজা ঝরঝরে হয়ে গেছে। ঘুম
ভাঙলো হুকুম দিয়ে রাখা অ্যালার্মের শব্দে, 'দিস ইজ ইওর থ্রি, ও,
ক্লক অ্যালার্ম কল, দি টেম্পারেচার ইজ সিক্সটি-সেভেন ডিগ্রীজ
অ্যাণ্ড ইট ইজ আ প্লেজ্যান্ট আফটারনুন। হ্যাভ আ নাইস ডে…।'
রানা উত্তর দিলো, 'থ্যাঙ্ক ইউ।' যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর পুনরাবৃত্তি করে
চলেছে, 'দিস ইজ ইওর থ্রি, ও'ক্লক অ্যালার্ম কল… হ্যাভ আ
নাইস ডে।'

সুইচ অফ করে দিলো রানা। এরপর শাওয়ার সারলো ও, দাড়ি
কামালো, কাপড় পরলো, গুণ গুণ করে গাফফার চৌধুরীর লেখা
গান ভাঁজছে। মাসটা ফেব্রুয়ারী।

গাঢ় রঙের একজোড়া স্ল্যাকস পরলো ও, সাথে প্রিয় সী আই-
ল্যাণ্ড কটন শার্ট, পায়ে গলালো ভারি রোপ-সোলড্ স্যাণ্ডেল।
ছোটো, ব্যাটলড্রেস-স্টাইল নেভি জ্যাকেটে ঢাকা পড়লো হোলস্টার
আর ভি-পি-সেভেনটি অটোমেটিক। কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময়ে
রিটাকে রেহাই দেয়ার জন্যে মোটেলের লবিতে নেমে এলো রানা।

ওরা কথা বললো না, শুধু দৃষ্টি বিনিময় আর মৃদু মাথা ঝাঁকানোর

ammsumon@yahoo.com www.murchona.com

সাথে সম্পন্ন হলো পালাবদল। পাহারায় বসার প্রায় সাথে সাথে রানা আবিষ্কার করলো, বার এবং কফি শপ কাউন্টার থেকেও লবির ওপর নজর রাখা যায়।

কফি শপে বসে স্টেক, একজোড়া ডিম, ভাজা আলু খেলো রানা; তারপর বারে ঢুকে অর্ডার দিলো সিঙ্গেল ভোদকা মার্টিনির। রিসেপশন স্টাফদের ফটোগ্রাফ দেখিয়ে পরিচয় জানতে চাইছে এমন কাউকে দেখা গেল না, হোঁৎকা চেহারার গুণ্ডারাও কেউ উদয় হলো না।

কাজেই সময় বয়ে চললো নিস্তরঙ্গ, সন্দেহ করার মতো কিছুই চোখে পড়ছে না। দু'জনের মধ্যে যার ডিউটি নেই সে-ই টেলিভিশনের খবর শুনছে। নিউ ইয়র্কের এমব্যাসী হোটেলে কয়েকজন লোককে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পাওয়া গেছে, কিংবা প্রফেসর লুগানিস এবং মিসেস লুগানিস হোগার্থ প্রিন্টস সহ উধাও, এ-ধরনের কোনো কাহিনী শোনা গেল না।

অপেক্ষায় থাকা খেলার একটা চাল, মলিয়ের রানার স্থান হয় সেই চাল চালছে, নয়তো তার পোষা কুকুর বাহিনী নিষ্ফল অনুসন্ধানে ব্যস্ত।

রিটা বা রানার জানার কথা নয় যে তীক্ষ্ণদৃষ্টি চতুর এক বেলবয় ঘড়ির কাঁটা ধরে লবিতে ওদের আগমন-নির্গমন লক্ষ্য করেছে। চব্বিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করলো সে, তারপর ব্যাপারটা মোটেল ম্যানেজমেন্টকে রিপোর্ট করার বদলে ফোন করলো সরাসরি নিউ ইয়র্কে।

ফোনে কথা বলার সময় তাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করা হলো, খুঁটিয়ে জানতে চাওয়া হলো পুরুষ এবং মেয়েটা দেখতে কেমন। অপরপ্রান্তে রিসিভার নামিয়ে রেখে চেয়ারে হেলান দিলো লোকটা, খানিকক্ষণ চিন্তা করলো। বড় একটা কনসোর্টিয়ামের বেতনভুক বহু এজেন্টের একজন সে, সংগঠনটি অপরাধের সাথে জড়িত, কিন্তু কি

ধরনের অপরাধের সাথে তা তার জানা নেই। লোকটা গোয়েন্দা, অ্যামেরিকানদের ভাষায় 'প্রাইভেট আই', তার শুধু জানা আছে কনসোর্টিয়াম একজন পুরুষ আর একটা মেয়েকে খুঁজছে। খানিক আগে যাদের বর্ণনা পেয়েছে সে, মেলে না—কিন্তু সহজ কয়েকটা পরিবর্তনের সাহায্যে চেহারা বদলে থাকতে পারে তারা, হয়তো এদের সন্ধান দিতে পারলেই প্রস্তাবিত মোটা টাকার বোনাস পেয়ে যাবে সে।

মনস্থির করতে দশ মিনিট লাগলো তার। অবশেষে রিসিভার তুলে ডায়াল করলো সে। অপরপ্রান্ত থেকে এক লোক সাড়া দিতে প্রাইভেট আই বললো, 'হ্যালো, হেনরিকে পাওয়া যাবে?'

'হয় আমরা ওদের চোখে ধুলো দিয়েছি,' মোটেলে নিজের কামরায় বসে রয়েছে রানা, 'নয়তো অ্যামারিলোর পথে কোথাও ওরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। টিউনা মাছের পুর দিয়ে তৈরি বড় একটা স্যাণ্ডউইচে কামড় বসালো ও, নিজের পালা শেষ করে কফি শপ থেকে ওর জন্যে কিনে এনেছে রিটা। টিউনা মাছের স্যাণ্ডউইচ রানার খুব যে একটা পছন্দ তা নয়, তবে রিটার খুব প্রিয়। রিটা চুপচাপ, চুলে চিরুণী চালাচ্ছে, ফিরে আসছে নিজের আসল চেহারায়।

'কোনো ব্যাপারে উদ্বিগ্ন তুমি?' জিজ্ঞেস করলো রানা, আয়নায় প্রতিফলিত রিটার চেহারায় একটু যেন গম্ভীর ভাব।

উত্তর দিতে দীর্ঘ সময় নিলো রিটা। মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, 'ব্যাপারটা ঠিক কি রকম বিপজ্জনক হতে যাচ্ছে বলতে পারো, রানা?'

এ-পর্যন্ত রিটা হ্যামিলটন পেশাদার নৈপুণ্যই দেখিয়ে এসেছে, ভয়-ভীতির কাছে মাথা নোয়ায়নি। 'নার্ভাস লাগছে নাকি, রিটা?'

annsuman@yahoo.com
www.murchona.com

জিজ্ঞেস করলো ও।

আবার বিরতি। তারপর, 'না, ঠিক তা নয়। তবে বিপদের মাত্রা সম্পর্কে ধারণা পেতে চাই।' আয়নার সামনে উঠে দাঁড়ালো সে, ঘুরলো, হেঁটে এলো রানা যেখানে বসে আছে। 'কিভাবে বলবো বুঝতে পারছি না, রানা—গোটা ব্যাপারটাই আমার কাছে অবাস্তব স্বপ্নের মতো লাগছে। সন্দেহ নেই আমি ট্রেনিং পেয়েছি, ভালো ট্রেনিং পেয়েছি, কিন্তু এমনকি ট্রেনিং পিরিয়ডটাও আমার কাছে এক ধরনের স্বপ্নের মতো লেগেছে। হতে পারে ডেস্কের পিছনে খুব বেশি দিন থাকা হয়ে গেছে আমার—সেটাও আবার সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ডেস্ক ছিলো না।'

হেসে উঠলো রানা, তা সত্ত্বেও তলপেটে শিরশিরে একটা অনুভূতি হলো ওর, কারণ যে-কোনো শত্রুর হুমকি মোকাবেলা করার সময় কখনোই ভয় মুক্ত থাকতে পারে না সে। 'বিশ্বাস করো, রিটা, খোলা মাঠে শত্রুর সামনে দাঁড়ানোর চেয়ে চারদেয়ালের ভেতর বসে ক্ষমতার জন্যে প্রতিযোগিতা করা অনেক বেশি বিপজ্জনক। অফিশিয়াল মিটিঙে কখনোই আমি সহজ হতে পারি না, কারণ ওখানে কর্তৃপক্ষের সুনজর আকৃষ্ট করার জন্যে এমন কোনো হীন কাজ নেই যা করা হয় না। ওখানে কে যে তোমার শত্রু আর কে তোমার মিত্র, তুমি জানতে পারবে না। আমি একজন স্পাই, আমারও প্রতিদ্বন্দ্বী আছে, কিন্তু তাদের আমি চিনি না। কিন্তু ফিল্ডে? সেই পুরনো, জানা কাহিনী—শত্রুকে তুমি জানো, তার শক্তি সম্পর্কে আন্দাজ করতে পারো, জানো কি হারাতে হতে পারে। মাঠে নামার সময় জানা থাকে নার্ভ শক্ত রাখতে হবে, মগজ খাটাতে হবে, সহায়তা থাকতে হবে ভাগ্যের।'

হুইস্কির বোতলে ছোট্ট একটা চুমুক দিলো রানা, তারপর আবার বললো, 'এটার কথা যদি বলো, জঘন্যরকম অ্যাসাইনমেন্ট। দুটো কারণে। এক, ব্যাক-আপ টিম নেই—বিপদের সময় কারো কাছে সাহায্য চাইতে পারবো না।'

'দুই?'

'এটাই সবচেয়ে খারাপ। আমাদের শত্রু সত্যি যদি হ্যামিল হয়ে থাকে, তোমার জানা দরকার, শত্রু হিসেবে ওরা নির্দয়। তাছাড়া, ব্যক্তিগতভাবে ওরা আমাকে ঘৃণা করে। আমি ওদের লিডারকে খুন করেছি, কাজেই ওরা আমার রক্ত চাইছে।'

শিউরে না উঠলেও চোয়াল শক্ত হয়ে উঠলো রিটার।

'আর হ্যামিল যখন রক্ত চায়, অন্য কিছু দিয়ে তাদের সন্তুষ্ট করা যায় না। আমাকে দেখামাত্র গুলি করে মেরে ফেলবে, ব্যাপারটা এতো সহজ আর বেদনাহীন হবে না। আমি···আমরা যদি ধরা পড়ি, নিশ্চয় জানবে নগ্ন আতংকের সাথে ওরা আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবে, এবং যন্ত্রণাকর মৃত্যু আসবে···ধীরে ধীরে।' একটু বিরতি নিয়ে কোমল সুরে বললো রানা, 'রিটা, তুমি যদি সরে যেতে চাও, এখুনি বলে দাও আমাকে। পার্টনার হিসেবে তুমি গ্রেট, তোমাকে আমি সাথে চাইও। কিন্তু তুমি যদি মনে করো পারবে না··· হ্যাঁ, আলাদা হতে হলে এখনই সবচেয়ে ভালো সময়।'

রিটা হ্যামিলটনের বড় আকারের চোখে এমন দৃষ্টি ফুটে উঠলো, রানার কাছে একাধারে আবেদনভরা এবং বিপজ্জনক বলে মনে হলো। 'না, রানা; তোমার সাথে সবটুকু পথ আছি আমি,' বললো সে, কণ্ঠস্বর মৃদু কিন্তু দৃঢ়। 'হ্যাঁ, আমি নার্ভাস, কিন্তু তোমাকে হতাশ করবো না।' পাল্টা হাসলো এবার সে, 'তোমার সাথে কাজ শুরু

করতে প্রথমে সত্যি আমি ভয় পেয়েছিলাম, স্বীকার করছি। বাবা তোমার কথা এমনভাবে বলে, সমস্ত ব্যাপারে যেন তুমি বিজয়ী হবার জন্যেই জন্মেছো। স্বীকার করছি, তোমাকে দেখার আগেই তুমি আমার শত্রুদের তালিকায় উঠে গিয়েছিলে···এখন দেখছি ভুল করেছি আমি···।'

প্রসঙ্গ বদলে গেছে, সেটা রানাও টের পেলো। কিন্তু বিস্ময় প্রকাশ করার সুযোগ পেলো না, তার আগেই ওর একেবারে কাছে সরে দুই কাঁধে হাত রাখলো রিটা।

শক্ত হয়ে গেলো রানার পেশী। কাঁধ থেকে রিটার হাত দুটো আস্তে করে সরিয়ে দিলো ও।

'রানা!' রিটা বিস্মিত, ঠিক বুঝতে পারছে না তাকে অপমান করা হলো কিনা।

'না, রিটা। এতো সহজে দাম কমিও না নিজের।'

অপমান নয়, বিস্ময়ের সাথে খানিকটা আহত বোধ করলো রিটা। স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকলো সে। বুঝলো, রানা রেগে আছে এখনও।

'দুঃখিত। চলো, বেরিয়ে পড়া যাক।' তাগাদা দিলো রানা। 'একসাথে নিচে নামবো আমরা, তুমি বিল মেটাবে, আমি গাড়িটা মোটেলের সামনে আনবো।'

ছোটো করে মাথা ঝাঁকালো রিটা। ফোন তুলে সতর্ক করলো রিসেপশনকে—মিনিট পনেরোর মধ্যে চলে যাচ্ছে ওরা। 'আমাদের বিলগুলো রেডি করবেন, প্লিজ? আর লাগেজের জন্যে দশ মিনিট পর কাউকে পাঠান।'

ওরা যখন গোছগাছে ব্যস্ত, মোটেলের প্রধান গেটে কালো একটা লিমুসিন থামলো, বিশতলা নিচে। আরোহীদের দেখলে অবশ্যই

চিনতে পারতো রানা। ভোঁতা নাক, হোঁৎকা লোকটা হুইলে রয়েছে। তার পাশে বসেছে লম্বা-চওড়া গরিলা। ব্যারেল আকৃতির বুক, গাঢ় রঙের স্যুট পরেছে সে, মাথায় চওড়া কার্নিস সহ ফেডোরা। পিছনে বসেছে আরেকজন, মুখটা সরু, কিন্তু হাত আর কাঁধ মোটা ও শক্ত। এদেরকে দেখলে আরো একজনকে হয়তো আশা করতো রানা—গোঁফ জোড়া সামরিক অফিসারদের মতো, কঠিন একহারা গড়ন, পরনে দামী কাপড়—কিন্তু গাড়িতে নেই সে। বর্তমান কাজটা একান্তভাবে হেনরি ডুপ্রের, জিলোস মিলিয়টের পছন্দ না হলে জাহান্নামে যেতে পারে সে। কোথাকার কোন্ এক বুড়ো-হাবড়া প্রফেসর হেনরি ডুপ্রেকে বোকা বানিয়ে কেটে পড়বে তা হতে পারে না।

'তুমি এখানে অপেক্ষা করো,' টনিকে হুকুম করলো ডুপ্রে। 'জন আর আমি পুলিশ সাজবো। ঠিক আছে?'

জনকে সাথে নিয়ে গাড়ি থেকে নামলো ডুপ্রে, দৃঢ় পায়ে মোটেলের লবিতে ঢুকলো, সচল প্রতিটি জিনিসের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখে রিসেপশন ক্লার্কের সামনে এসে দাঁড়ালো। পুলিশ আইডেনটিটি কার্ড দেখে শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল ক্লার্কের। একের পর এক অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর দিতে হলো তাকে, আগন্তুকদের হাত থেকে একটা ফটোগ্রাফ নিয়ে দেখলো।

দু'জন ক্লার্ক সাথে সাথে প্রফেসর এবং মিসেস লুগানিসকে চিনতে পারলো, রুম নাম্বার জানিয়ে দিয়ে বললো খাতায় ওনারা আলাদা নাম লিখিয়েছেন।

'কি ব্যাপার, খারাপ কিছু ঘটেছে?' অল্প বয়েসী মহিলা ক্লার্ক জানতে চাইলো।

এক ঝলক উজ্জ্বল হাসি উপহার দিলো ডুপ্রে। 'সিরিয়াস কিছু

aminsumon@yahoo.com
www.murchona.com

নয়, হানি। কারো উদ্বিগ্ন হবার মতো কিছু ঘটেনি। ওনাদের ওপর লক্ষ্য রাখা আমাদের দায়িত্ব। প্রফেসর একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। আমরা ওঁদের সামনে পড়তে চাই না, যতোটা সম্ভব দূরে থাকবো।' সেই সাথে আরো বললো, গাড়িতে ওদের আরো একজন লোক আছে, তার ছোট্ট দলটাকে যদি ঘুরে ফিরে দেখার অনুমতি দেয়া হয় তো খুশি হবে সে—স্রেফ নিশ্চিন্ত হবার জন্যে।

বেশ তো, ঠিক আছে। রিসেপশনিস্ট জানালো, তবে ভিউটি ম্যানেজারকে ব্যাপারটা রিপোর্ট করতে হবে তার। 'স্যার, আপনাদের আর কোনো সাহায্যে আসতে পারি আমরা?'

আরো কিছু প্রশ্ন করলো ডুপ্রে, পাঁচ মিনিটেরও কম সময়ে প্রয়োজনীয় উত্তরগুলো পেয়ে গেল সে। গাড়িতে ফিরে এসে প্ল্যানটা নিয়ে আবার আলোচনা করলো ওরা। 'ভাগ্য আমাদের পক্ষে, আরেকটু দেরি হলে চিড়িয়া পালাতো,' হুইলে বসা টনিকে বললো ডুপ্রে। 'তাড়াতাড়ি করতে হবে, কেননা যে-কোনো মুহূর্তে রওনা হয়ে যাবে ওরা। সাথে ওয়াকি-টকি আছে তো?'

পরিচ্ছন্ন, তাজা প্লাস্টারের নিচে তার কান দপ দপ করছে। হাসপাতালের ডাক্তাররা যতোটা সম্ভব করলেও সংশয় প্রকাশ করে বলেছে, চিকিৎসার জন্যে দেরি করে আসায় কতটা সহজে না-ও সারতে পারে। দ্রুত কথা বলে যাচ্ছে সে, একটা হাত বারবার কানের দিকে উঠছে। টনির দায়িত্ব এলিভেটরগুলোর দিকে নজর রাখা। সবগুলো এলিভেটর এক জায়গায়, বিশতলার করিডর থেকে নজর রাখা সম্ভব, নিজেকে আড়াল করে। পিছন দিকে কোনো সিঁড়ি নেই, কাজেই হয় এলিভেটর নয়তো ফায়ার এস্কেপ দিয়ে বেরুতে হবে।

'জনকে নিয়ে আমি বিল্ডিঙের নিচে মেইনটেন্যান্স কমপ্লেক্সে থাকবো,' টনিকে বললো ডুপ্রে। 'সাবধান তোমাকে যেন দেখে না ফেলে, আবার ফাঁকি দিয়ে যেন না পালায়। মনে আছে তো, ওয়াকি-টকি ব্যবহার করবে শুধু।'

জনকে নিয়ে আবার গাড়ি থেকে নামলো ডুপ্রে, হাতে একটা ওয়াকি-টকি। বিল্ডিঙের ভেতর ঢুকলো ওরা। গাড়ি পার্ক করে ওদেরকে অনুসরণ করলো টনি।

পুলিশের সাথে সহযোগিতা করতে উদগ্রীব কর্মচারীদের কাছ থেকে দিক নির্দেশ পেয়ে ডুপ্রে আর জন কংক্রিটের চার প্রস্থ সিঁড়ি ভেঙে বেসমেন্ট কমপ্লেক্সে নেমে এলো; এখান থেকে ইলেকট্রিসিটি, হিটিং, এয়ার কণ্ডিশনিং আর এলিভেটর নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

ডিউটিরত এঞ্জিনিয়ার বয়সে তরুণ, চটপটে, অচেনা দু'জন আগন্তুককে দেখে বিস্মিত হলো সে। আরো বিস্মিত হলো জনের হাতের বারাতে কোপ খেয়ে জ্ঞান হারাবার সময়।

দ্রুত কাজে লেগে গেল ডুপ্রে, স্তরে স্তরে সাজানো ইনস্ট্রুমেন্ট আর সুইচ চেক করলো। যে সেকশনটা এলিভেটর নিয়ন্ত্রণ করে সেটা খুঁজে পেতে দু'মিনিট লাগলো তার। পকেট থেকে ছোটো একটা বাক্স বেরুলো, বাক্স থেকে বেরুলো এক সেট স্ক্রুড্রাইভার।

চারটে এলিভেটরের জন্যে আলাদা আলাদা কন্ট্রোল প্যানেল। প্রতিটি এলিভেটর অর্থাৎ ইলেকট্রিক্যালি-প্রোপেলড কার-এর সাথে একটা করে সাপ্লিমেনটারি সিস্টেম আছে—জেনারেটর, মটর, ফাইনাল লিমিট সুইচ, কাউন্টারওয়েট, ড্রাম, ইত্যাদি সহ সেফটি ডিভাইস। সেফটি ডিভাইসে রয়েছে পাওয়ার বিচ্ছিন্ন এবং ব্রেক অ্যাপ্লাই করার ব্যবস্থা। প্রতিটি ইলেকট্রিক্যাল কমপোনেন্টে তিনটে করে

amsumon@yahoo.com www.murchona.com©

ফিউজ, কাজেই একটা এলিভেটরের সবগুলো ফিউজ একসাথে অকেজো হয়ে যাবার আশঙ্কা কম বা নেই বললেই চলে।

ভারি সতর্কতার সাথে সব ক'টা এলিভেটর কার-এর ফিউজ বক্স খুললো ডুপ্রে। জনও বসে নেই, ভারি একজোড়া ওয়্যার-কাটার দিয়ে চারটে লিভারের মেটাল সীল কাটছে সে, লিভারগুলোর গায়ে লেখা রয়েছে 'ড্রাম রিলিজ। ডেঞ্জার।' ফিউজ আর ইনস্ট্রুমেন্টের মাথার দিকে ওগুলো।

ড্রামগুলোর কাজ হলো এলিভেটরের মেইন কেব্‌ল্‌ ছাড়া বা গুটানো, আর ড্রাম রিলিজের সাহায্যে ড্রামের গতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ড্রাম রিলিজের সাহায্যে ড্রামের তালা খোলা হলে কোথাও কোনো বিরতিতে না থেমে স্বাধীনভাবে ঘুরতে শুরু করবে ড্রাম। এভাবে ড্রাম রিলিজ করার দরকার হয় শুধু মেইন্টেন্যান্স এঞ্জিনিয়ারদের, তাও কাজটা করার আগে সংশ্লিষ্ট কার খালি করা হয়, রাখা হয় শ্যাফটের তলায়।

সচল একটা কারের ড্রাম রিলিজ করা মানে ভেতরে যারা আছে তাদের নির্ঘাত মৃত্যু।

ছয় মিনিটের মধ্যে সবগুলো অর্থাৎ চারটে এলিভেটরই মৃত্যুর ফাঁদ হয়ে উঠলো। ফিউজ বক্সের স্ক্রু খোলা হয়েছে, চোখের সামনে নাগালের মধ্যে ফিউজগুলোকে দেখতে পাচ্ছে ডুপ্রে, ইচ্ছে করলে যে-কোনো মুহূর্তে টান দেয়া যেতে পারে ড্রাম রিলিজে।

চেহারায় নিষ্ঠুর হাসি নিয়ে অপেক্ষা করছে ওরা। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, ওয়াকি-টকিতে পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'ক্রাইস্ট!' রুদ্ধশ্বাসে ফিসফিস করছে টনি। 'একেবারে ঠিক সময়ে পৌঁচেছি আমরা। কামরা থেকে বেরিয়ে এসেছে ওরা। এইমাত্র নিচে

লাগেজ পাঠানো হয়েছে। করিডোর ধরে আসছে ওরা। এ সেই মেয়েটাই। বুড়োটাকে ঠিক বুড়ো লাগছে না, তবে একই লোক। ওরাই, ডুপ্রে!'

বিশতলায় পাশাপাশি হাঁটছে ওরা, রানার হাতে ব্রিফকেস। এলিভেটরের সামনে দাঁড়ালো ওরা, দু'পাশের দেয়ালে তৈরি খুপরিতে পাতাবাহার সহ টব রয়েছে। হাত তুলে বোতামে চাপ দিলো রানা। নিচে নামতে শুরু করলো এলিভেটর।

বেসমেন্টে শান্তভাবে অপেক্ষা করছে হেনরি ডুপ্রে. ঢাকনি খোলা ফিউজের দিকে চোখ; ওদিকে জনের ডান হাত ঝুলে রয়েছে চারটে ড্রাম রিলিজ লিভারের ওপর।

ডুপ্রের হাতে স্ক্রু-ড্রাইভার।

তিন নম্বর কার বিশতলায় নেমে থামলো। ঠোঁটে হাসি, রিটার পাঁজরে মৃদু ঠেলা দিয়ে ভেতরে ঢোকালো রানা, তারপর নিজে ঢুকলো। নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। লবিতে নামার জন্যে বোতামে চাপ দিলো মাসুদ রানা।

বোতামে চাপ দিলো ও, আর ঠিক তখনি টনির যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর মেইন্টেন্যান্স রুমে প্রতিধ্বনি তুললো, 'কার থ্রি! ওরা তিন নম্বর কারে ঢুকছে!'

তিন নম্বর কারকে নিয়ন্ত্রণ করছে নির্দিষ্ট একটা কন্ট্রোল প্যানেল, সেটার সবগুলো ফিউজ অফ করে দিলো ডুপ্রে। এবং ড্রাম রিলিজ লিভার টেনে নামিয়ে আনলো জন।

রিটার চোখে চোখ রেখে হাসলো রানা। 'শুরু হলো যাত্রা। দেখা যাক, পশ্চিমে আমাদের জন্যে কি অপেক্ষা করছে।'

'আমি ভয় পাই না...,' রিটার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল,

ammsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

আলো নিভে যাওয়ার সাথে সাথে প্রচণ্ড ধাক্কায় একপাশে ছিটকে পড়লো ওরা। এলিভেটর কার হোঁচট খাওয়ার ভঙ্গিতে বার কয়েক ঝাঁকি খেলো, পরমুহূর্তে ভয়াবহ গতিতে শ্যাফট থেকে খসে পড়তে শুরু করলো, প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে পতনের বেগ।

আট

চিৎকারের ভঙ্গিতে হাঁ করে আছে রিটা, কিন্তু কোনো শব্দ হচ্ছে না, মুখ নয় যেন আতঙ্কের মুখোশ। হালকা অন্ধকারে অস্পষ্টভাবে তাকে দেখতে পেলো রানা, চিৎকারের আওয়াজ পতন আর সংঘর্ষের বিকট শব্দে চাপা পড়ে যাচ্ছে কিনা বুঝতে পারলো না। এলিভেটর দুলছে, ধাক্কা খাচ্ছে শ্যাফটের দেয়ালে, সংঘর্ষের শব্দগুলো বিস্ফোরণের মতো বাজছে কানে।

প্রথম কয়েক সেকেণ্ড অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো রানার। মনের অর্ধেকটা যেন সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হয়ে থাকলো। রিটার চিৎকার কানে ঢুকছে কিনা বুঝতে পারলো না, কিন্তু শুনতে পাচ্ছে কল্পনা করতেই গায়ের পশম দাঁড়িয়ে গেল। জানে নিচের দিকে সবেগে খসে পড়ছে এলিভেটর, কিন্তু মনে হলো এখনো শ্যাফটের মাথায় রয়েছে সে।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ড, তারপরই নির্লিপ্ত ভাবটা কাটিয়ে উঠলো রানা। 'হোল্ড অন!' গর্জে উঠলো ও, তবে গর্জনটা আর সব শব্দে চাপা পড়ে গেল, তীব্র বাতাসের মতো শোঁ শোঁ একটা আওয়াজ কানের ভেতর চাপ সৃষ্টি করছে। কারটা খসে পড়তে শুরু করার সময় রানার এক হাতের তালু আলগাভাবে হ্যাণ্ড রেইলের ওপর ছিলো। কারের তিন দিকে একটা করে হ্যাণ্ড রেইল রয়েছে। প্রথম ঝাঁকির সময়, দীর্ঘ পতন শুরু হবার আগেই, রেইলটাকে ভেতরে নিয়ে শক্ত মুঠো হয়ে যায় হাত—নিখাদ রিফ্লেক্স।

নিমেষের জন্যে এলিভেটরের একটা ছবি আলোর মতো রানার সামনে জ্বলে উঠলো—শ্যাফটের নিচে হুমড়েমুচড়ে পড়ে আছে, চেনার কোনো উপায় নেই।

বিশতলা থেকে, প্রতি মুহূর্তে পতনের গতি বাড়ছে, এক এক করে ছাড়িয়ে এলো ওরা পনেরোতলা···চোদ্দ···তেরো···বারো···এগারো···শ্যাফটের কোথায় রয়েছে সে-সম্পর্কে অজ্ঞ, শুধু জানে অস্তিত্ব বিলীন হতে আর বেশি দেরি নেই। চূড়ান্ত, শেষ, সমাপ্তিসূচক সংঘর্ষ যে-কোনো মুহূর্তে ঘটতে পারে।

তারপর, ঘন ঘন কয়েকটা তীব্র ঝাঁকির সাথে, পাশগুলো মেটাল রানার-এর সাথে ঘষা খাওয়ায় কানের পর্দা ছেঁড়া ঘর্ষর আওয়াজের সাথে, ব্যাপারটা ঘটলো।

ওদিকে মেইন্টেন্যান্স কমপ্লেক্সে ইঁদুর দুটো কাজ সেরে লেজ তুলে পালাতে শুরু করেছে। বিল্ডিং থেকে নিরাপদে বেরিয়ে যাওয়া তাদের জন্যে কোনো সমস্যা হবে না। এখন থেকে যে-কোনো মুহূর্তে শ্যাফটের তলায় খসে পড়ে বিচ্ছিন্ন, চুরমার হয়ে যাবে এলিভেটর কার, আতঙ্কিত মানুষ কি ঘটেছে বুঝতে না পেরে আত্মরক্ষার জন্যে দিক-

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

বিদিক ছুটোছুটি শুরু করবে। কিন্তু হেনরি ডুপ্রের জানার কোনো উপায় নেই যে মোটেলের এলিভেটরগুলোয় পুরনো আমলের একটা অতিরিক্ত সেফটি ডিভাইস আছে, যেটা জটিল ইলেকট্রনিক্সের ওপর নির্ভরশীল নয়।

শ্যাফটের পুরোটা দৈর্ঘ্য জুড়ে ছুটো মেটাল কেব্‌ল্ রয়েছে, পাওয়ার সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলেও ওগুলোর কাজ করার ক্ষমতা অক্ষুণ্ন থাকে। স্টীলের তার দিয়ে বানানো মোটা রশিগুলো এলিভেটর কারের তলায় ফিট করা ক্ল সেফটি ব্রেকগুলোর ভেতর দিয়ে পথ করে নিয়েছে, ঝুলে আছে আলগাভাবে। কার গতিসীমা লঙ্ঘন করায় ধাতব রশিতে টান পড়লো, চাপ সৃষ্টি করলো ভেতর দিকে, ফলস্বরূপ এক জোড়া ক্ল সক্রিয় হয়ে উঠলো, এলিভেটর কারের সামনের ছুই প্রান্তে একটা করে।

খসে পড়তে শুরু করার প্রথম কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই এই 'শেষ সুযোগ' অটোমেটিক ডিভাইসের একটা, কারের ডান দিকেরটা, ইস্পাতের সাথে সংঘর্ষে ছিঁড়ে আলাদা হয়ে গেল। তবে বাম দিকের কেব্‌ল্ টিকে থাকলো, ধীরে ধীরে ভেতর দিকে চাপ বাড়িয়ে চলেছে। অবশেষে, ওরা যখন এগারোতলা পেরিয়ে এলো, সেফটি ব্রেক ক্লিক করে উঠলো, সেই সাথে আপনাআপনি বাইরের দিকে ছুটলো ক্লটা। যেন মানুষেরই একটা হাত নাগালের মধ্যে যা হোক একটা কিছু আঁকড়ে ধরার জন্যে ব্যাকুল, মেটাল ব্রেক গাইড রেইলের দাঁতাল চাকায় সজোরে বাড়ি খেলো, বেরিয়ে গেল চাকা ভেঙে, আঘাত করলো দ্বিতীয়টায়, তারপর তৃতীয় একটায়।

কারের ভেতর ঘন ঘন ঝাঁকি খেলো ওরা। গোটা প্ল্যাটফর্ম কাত হয়ে পড়লো ডান দিকে, তবে ঝাঁকির সাথে মনে হলো অধো-গতি

কমে আসছে। তারপর, কানের পর্দা ফাটানো শব্দের সাথে, ডান দিকে ঝুলে পড়লো কার। হ্যাণ্ড রেইল ধরে ওরা দু'জনেই, রানা আর রিটা, দাঁড়িয়ে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করছিল। টের পেলো, ছাদের একটা অংশ উড়ে গেল। গতি কমছিল, হঠাৎ হাড়-কাঁপানো প্রচণ্ড এক ঝাঁকির সাথে থেমে গেল কার, একই সঙ্গে কারের সামনের অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে খসে পড়লো নিচের দিকে।

হ্যাণ্ড রেইল থেকে হাত ছুটে গেল রিটার।

এবার রানা তার চিৎকার শুনতে পেলো। ছেঁড়া-ফাড়া ছাদ থেকে ম্লান আলো আসছে, রিটাকে সামনের দিকে পিছলে যেতে দেখলো ও, তার পা দুটো মেঝেতে সদ্য তৈরি ফাঁকের ভেতর গলে গেল। এখনো কঠিন মুঠোর ভেতর রেইলিং ধরে আছে রানা, ফাঁকের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে অপর হাতের মুঠোয় চেপে ধরলো ও রিটার কব্জি।

'ঝুলে থাকো, রিটা! যা হোক কিছু একটা ধরো!'

মনে করলো শান্তভাবেই কথা বলছে, কিন্তু ভুলটা ভাঙলো বিকৃত প্রতিধ্বনি কানে ফিরে আসতে। যতো দূর সম্ভব সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো রানা, পলকের জন্যে ঢিল করলো মুঠো, তারপর আবার রিটার কব্জি ধরলো, এবার আগের চেয়ে শক্ত আর ভালোভাবে।

ওদের পায়ের নিচে গোটা কার ক্যাঁচ ক্যাঁচ করছে, মেঝেটা নিচের দিকে ডেবে গেল, ফলে তলার দিকে পুরোটা শ্যাফট দৃষ্টিসীমার ভেতর চলে এলো। রিটাকে সাহস দিচ্ছে রানা, অপর হাতটা তুলে ওর বাহু ধরতে বলছে, সেই সাথে ধীরে ধীরে তাকে টেনে কারের ওপর ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছে।

রিটা মোটা নয়, তবু মনে হলো তার ওজন এক টনের কম হবে না। এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে তুলছে রানা। অবশেষে হ্যাণ্ড রেইল

নাগালের মধ্যে পেলো রিটা। রানা তাকে তাড়াহুড়ো করতে নিষেধ করলো, কারণ কারের মেঝে শুধু যে ভেবে যাচ্ছে তাই নয়, ভেঙেও যাচ্ছে, যে-কোনো মুহূর্তে পুরোটা নিচের দিকে খসে পড়তে পারে, হ্যাণ্ড রেইল সহ।

শ্যাফটের গায়ে অদ্ভুতভঙ্গিতে আটকে আছে কার, বলাই বাহুল্য নিরাপদ নয়, কখন যে খসে পড়বে কেউ বলতে পারে না। রানা শুধু একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত, ওদের খানিকটা ভার কমাতে না পারলে বেঁচে থাকার আশা প্রতি মুহূর্তে কমতে থাকবে।

'কিভাবে আমরা সাহায্য···,' ক্ষীণকণ্ঠে শুরু করলো রিটা।

'কেউ সাহায্য করতে পারবে কিনা জানি না।'

নিচের দিকে তাকালো রানা। ব্রিফকেসটা, অদ্ভুত ব্যাপার, এখনো ওদের সঙ্গ ত্যাগ করেনি—ওর দু'পায়ের মাঝখানে আটকে রয়েছে। অত্যন্ত সাবধানে নড়ে উঠলো ও, ভঙ্গি বদলের প্রতিটি পর্যায়ে থামলো, হাত বাড়ালো ব্রিফকেসটার দিকে।

সামান্য এই নড়াচড়াতেও প্রমাণ হয়ে গেল ঠিক একেবারে মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। এক চুল নড়লেই গুঙিয়ে উঠছে কার, দুলছে, ক্যাঁচক্যাঁচ করছে।

শান্তভাবে ব্যাখ্যা করলো রানা এরপর কি করতে চায়। হ্যাণ্ড রেইলের ওপর ব্রিফকেসটা রেখে তালা খুললো ও। গোপন কম্পার্টমেন্ট থেকে বেরুলো নাইলন রোপ, গ্লাভ, পিকলক, অন্যান্য টুল আর ছোটো এক জোড়া গ্র্যাপলিং হুক।

অনেক ওজন ধরে রাখতে পারে হুক জোড়া। বন্ধ অবস্থায় প্রতিটি সাত ইঞ্চি লম্বা, বেস থেকে হুকের পয়েন্ট পর্যন্ত কমবেশি তিন ইঞ্চি, আর চওড়ায় প্রায় এক ইঞ্চি। একটাকে খুলতে হলে

তিনটে পার্টের তালা খোলার দরকার হয়, খোলার সাথে সাথে আটটা ক্লু সহ একটা বৃত্তের আকৃতি পায় ওটা, বেস ঘিরে থাকা ইস্পাতের সাথে প্রতিটি আটকানো।

গ্লাভ পরেছে রানা। কোমরের বেল্টের সাথে একটা ফিতে ঝুলছে, টুল আর পিকলক ঝুলছে ফিতের গায়ে। এক হাতের বাহুতে পেঁচানো রয়েছে নাইলন রশি। ব্রিফকেস বন্ধ করলো ও, ধরিয়ে দিলো রিটার হাতে, বললো যে-কোনো অবস্থায় ওটা নিজের সাথে রাখতে হবে।

গ্র্যাপলিং হুক জোড়া রশির সাথে আটকালো ও। সামনের দিকে ঝুঁকলো, এক হাত দিয়ে ধরে আছে হ্যাণ্ড রেইল, ভাঙা মেঝের ফাঁক দিয়ে নিচে তাকালো। শ্যাফটের পাশগুলো পরিষ্কার দেখতে পেলো ও, গায়ে মেটাল গার্ডার গিজগিজ করছে।

বাঁ হাতে কুণ্ডলী পাকানো রশি নিলো রানা, মেঝের সামনের ফাঁক দিয়ে গ্র্যাপলিং হুক নামিয়ে দিলো নিচে। দু'তিনবার চেষ্টা করার পর কার থেকে প্রায় পাঁচ ফুট নিচে একটা গার্ডারের চারপাশে আটকালো ক্লু-গুলো। আস্তে-ধীরে রশি ছাড়তে শুরু করলো রানা, একটা হিসাব পাবার চেষ্টা করছে কতোটা রশি ছাড়লে কার আর গ্র্যাপলিং হুক ছাড়িয়ে নেমে যেতে পারবে সে।

গায়ে নাইলন পেঁচালো রানা—সাধারণ অ্যাবসেইল পদ্ধতিতে। ডান বগলের নিচে দিয়ে নেমে গেল রশি, পিঠ বেয়ে দু'পায়ের মাঝখানে ঢুকলো, আবার উঠে এলো বাঁ হাতে, বাম বগলের নিচে দিয়ে। ডাবল রোপ টেকনিক যদিও আরো নিরাপদ, হাতে সময় নেই।

নড়ে উঠতেই ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠলো কার, নিজেকে সামনের দিকে পিছলে দিলো রানা। বুকটা ধুকপুক করছে, ছাদটা না খসে

amsumon@yahoo.com www.murchona.com©

পড়ে। কিন্তু ইতস্তত করার কোনো মানে হয় না, বাঁচতে হলে এখুনি চেষ্টা করতে হবে। ফাঁকের কাছে যখন পৌঁছুলো, গোটা কার কাঁপতে শুরু করলো থর থর করে। পরমুহূর্তে কর্কশ আওয়াজ হলো, যেন ধাতব অবলম্বন যেটায় আটকে ছিল কার সেটা জায়গা থেকে সরে যাচ্ছে। হঠাৎ করে ফাঁক গলে বেরিয়ে এলো রানা, পতন শুরু হয়েছে। নিয়ন্ত্রণ পাবার চেষ্টা করলো ও, শ্যাফটের যথাসম্ভব নিরাপদ কিনারায় থাকতে চাইছে, শরীরটাকে লম্বা আর সোজা রাখলো। মনে হলো কর্কশ ধাতব শব্দ গ্রাস করে ফেলবে ওকে। তারপর রশির আকস্মিক ঝাঁকিতে পিঠ, বগল আর পা ছুলে গেল।

ঠিক যা ভয় করেছিল তাই ঘটলো। পতনের গতিবেগ টান টান করলো রশিটাকে, তারপর ঢিল পড়লো। বাচ্চাদের ইয়ো-ইয়োর মতো ওপর দিকে উঠতে শুরু করলো, শরীরটা। রানা ভাবলো, ওপর দিকে রশিটা যদি খুব বেশি লাফ দেয়, হুক থেকে ঝট্ করে বেরিয়ে আসবে গ্র্যাপল।

দ্বিতীয়বার পতন শুরু হলো, ভয়ে চোখ বুজলো রানা। বিশ্বাস করতে পারছে না, তবে নিঃসন্দেহে ঝুলছে ও। কংক্রিট আর গার্ডার-বহুল দেয়ালে বাড়ি খেতে খেতে দুলছে। অনুভব করলো তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে পেশীগুলো। শরীরের ওজন তো আছেই, দুলতে থাকায় কব্জি আর হাতে রশির কামড় গভীর হতে থাকলো।

ছোটো, চারদিক আটকানো জগতটা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হলো চোখের সামনে। বিবর্ণ, শ্যাওলা ধরা সিমেন্ট, গার্ডার, কোথাও কোথাও মরচে ধরেছে, তেল। নিচের দিকে তাকালো রানা, মনে হলো নরক ছাড়িয়ে আরো নিচে নেমে গেছে তলাটা।

রানার পা দেয়ালে শক্ত ঠাঁই খুঁজে নিয়েছে, ওপর দিকে তাকাতে

পারলো ও। শ্যাফটের গায়ে কাত হয়ে আটকে গেছে এলিভেটর কার, কতোক্ষণের জন্যে বলা অসম্ভব। এরই মধ্যে কাঠ দিয়ে তৈরি ওপরের অংশে লম্বা ফাটল দেখা দিয়েছে। গোটা অংশটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

কাজটা যে হামিসের, এ-ব্যাপারে রানা নিশ্চিত। শুধু ওরাই মানুষকে দুনিয়া থেকে এমন জঘন্য উপায়ে বিদায় করে দিতে অভ্যস্ত। বড় একটা শ্বাস টেনে রিটাকে ডাকলো ও। বললো, 'তোমার কাছাকাছি আসছি আমি।'

দেয়াল থেকে পা সরিয়ে নিয়ে, রশি ধরা হাত দুটোকে পিছলে যেতে দিলো রানা, পা যাতে সবচেয়ে কাছের গার্ডারের নাগাল পায়। জুতোর তলায় গার্ডারের অস্তিত্ব অনুভব করলো, রশি ধরে শরীরটাকে দুললো ও, প্রতিবার একটু একটু করে।

গ্র্যাপলিং হুকের কাছে পৌঁছুলো ও। দম নেয়ার জন্যে থামলো এখানে। শ্যাফট টানেল থেকে ছুটে আসা বাতাসে ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজের সাথে একটু একটু দুলছে কার। আওয়াজটাকে ছাপিয়ে উঠলো আরো একটা শব্দ—নাকি শুনতে ভুল করছে—কারা যেন চিৎকার করছে, ভারি কিছু দিয়ে কি যেন ঠুকছে।

কারের ঝুলে থাকা মেঝে ওর মাথা থেকে পাঁচ ফুট ওপরে। হুক খুলে নিয়ে আরো ওপরে উঠলো ও, গার্ডারগুলোর মাঝখানে ভালো একটা জায়গা খুঁজে নিয়ে আবার একটায় হুক আটকালো, এবার কার থেকে এক ফুট নিচে।

শরীরটা ঘুরিয়ে দেয়ালে হেলান দিলো ও, আবার ডাকলো রিটাকে। 'রশিটা ওপরে ছুঁড়ে দিচ্ছি। ব্রিফকেস বাঁধো, তারপর ধীরে ধীরে নামিয়ে দাও। কিন্তু রশি ছাড়বে না, আমি না বলা পর্যন্ত

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

রে রাখো। পারবে?'

'চেষ্টা···পারবো।'

'আরে, এতো দেখছি লক্ষ্মী মেয়ে!'

কিন্তু হাসলো না রিটা। ইতিমধ্যে হাতে কুণ্ডলী পাকানো সবটুকু শি ছেড়ে দিয়েছে রানা, শ্যাফট ধরে প্রায় দৃষ্টিসীমার আড়ালে নমে গেছে সেটা। গার্ডার ধরে এক হাতে ঝুলে থাকলো ও, অপর হাতে কয়েক ফুট রশি আলগাভাবে পেঁচালো। তারপর চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলো, 'রেডি?' রিটা জবাব দেয়ার সাথে সাথে কুণ্ডলী পাকানো হাতের রশি মেঝের ফাঁক লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিলো।

ছুটে গেল গোল পাকানো রশি। ফাঁক থেকে বেরিয়ে থাকা রশি পিছলে হড়হড় করে নেমে এলো, মাত্র এক কি দু'সেকেন্ডের জন্যে। তারপর স্থির হলো সেটা, সেই সাথে ভেসে এলো রিটার গলা।

'ধরেছি!'

রশির মাথায় ব্রিফকেস বেঁধে নিচে নামিয়ে দিলো সে। রশি ছাড়ছিল, ব্রিফকেসটা নাগালের মধ্যে চলে আসায় নিষেধ করলো রানা। সাবধানে ব্রিফকেসটা গার্ডারের সাথে চেপে ধরলো ও, গিট খুলে মুক্ত করলো রশিটা। এরপর ওর বেল্টের বড় একটা ক্লিপের সাথে আটকে দিলো ব্রিফকেসের হাতল। রশি টেনে নিতে বললো রিটাকে। 'কোমরের চারপাশে আর কাঁধে জড়াও, তারপর ফাঁক গলে নেমে এসো—আস্তে-ধীরে—ভয় পাবার কিছু নেই।'

'কতোটা নামতে হবে?' কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলো রিটা।

'সামান্য,' অভয় দিলো রানা। 'পরের ফ্লোর পনেরো ফুট নিচে হবে, ওখানে দরজাও আছে। পৌঁছুতে পারলে খানিক কার্নিশ অন্তত পাবো আমরা। চেষ্টা করা যাবে দরজা খোলার। এবার, নামতে শুরু

করো।'

তাড়াতাড়ি নেমে এলো রিটা। একটু বেশি তাড়াতাড়ি। তার পা দুটো বেরিয়ে আসতে দেখলো রানা, রশিটা ওকে ছাড়িয়ে নেমে গেল। তারপর একটা ধাক্কা খেলো, রিটার কাঁধ বাড়ি মেরেছে ওকে।

রানা টের পেলো গ্র্যাপলিঙে টান বাড়ছে, আর ঠিক ওর মাথার ওপর জায়গা বদল করছে কার। পরমুহূর্তে ভারসাম্য হারিয়ে ফেললো ও, সাগরে পড়া মানুষ যেমন খড়কুটো ধরে বাঁচার চেষ্টা করে সে-ও তেমনি ঝুলে থাকা চঞ্চল রশিটাকে মুঠোর ভেতর পেতে চেষ্টা করছে।

রশিটা ধরে ফেললো রানা, দু'জনেই ওরা মৃদুমন্দ দুলছে, এক-জনের ওপর আরেকজন, প্রতিটি দোলার শেষ পর্যায়ে ধাক্কা খাচ্ছে শ্যাফটের দেয়ালের সাথে।

'যেভাবে আছো সেভাবেই থাকো। তারমানে, তোমাকে আগে নামতে হবে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো রানা, দম ফুরিয়ে গেছে ওর। 'নিচের দরজার কার্নিশ পর্যন্ত। রশিটা বোধহয় ওই পর্যন্তই গেছে···।'

নিচ থেকে রিটার গলা পাওয়া গেল, উত্তেজিত, 'ছিঁড়ে না গেলেই হয়···।'

'তোমার মতো আরো পাঁচজন ঝুলে থাকলেও ছিঁড়বে না,' ধমকের সুরে বললো রানা। 'শুধু মনে রেখো, ছাড়া চলবে না।'

'ছেড়ে দেবো? পাগল নাকি!' চেঁচিয়ে জবাব দিলো রিটা, রশি ছাড়তে ছাড়তে নামতে শুরু করেছে এরইমধ্যে, এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে।

রিটার সাথে, রশির নড়াচড়ার সাথে ছন্দ রেখে, রানাও নামতে শুরু করলো। এক সময় দেখলো, ওর নিচে রিটা সরু একটা কার্নিশে

anmsumon@yahoo.com www.murchona.com

দাঁড়িয়ে পড়েছে, রশিটা দু'হাতের ভেতর, পা দুটো ফাঁক করা, শরীরটা সামনের দিকে ঝুঁকে আছে।

কাকে যেন কি বলছে রিটা।

কয়েক মুহূর্ত পর রানা পৌঁছতে বললো, 'দরজার ওদিকে কারা যেন আছে। ওদের বললাম, আমরা এখানে আটকা পড়েছি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে আবার নামতে শুরু করলো রানা, তারপর ওর ও পা কার্নিশের নাগাল পেলো। পরমুহূর্তে হিস্‌স্‌ আওয়াজের সাথে আউটার ডোর খুলে গেল। একজন ফায়ার চীফ, সাথে আরো তিনজন ইউনিফর্ম আর হেলমেট পরা লোক, একপাশে সরে গিয়ে পথ করে দিলো ওদের, সবাই হাঁ করে আছে। চৌকাঠে পা রাখতে গিয়ে হোঁচট খেলো রানা, ওর একটা হাত আঁকড়ে ধরলো রিটা। দু'জন ওরা একসাথে পা রাখলো করিডরে।

'ওহ্, থ্যাঙ্ক ইউ,' এমন সুরে বললো রানা যেন কোনো রাজা এই মাত্র দরজা খুলে দিলো ওদেরকে, রিটার হাত সরিয়ে দিয়ে পা বাড়াতে গিয়ে আবার হোঁচট খাবার উপক্রম করলো। সারা শরীরে ব্যথা, পেশী থেকে যেন সব শক্তি নিঙড়ে বের করে নেয়া হয়েছে। আবার তাকে ধরে ফেললো রিটা। বড় একটা শ্বাস টানলো রানা।

ফায়ারম্যান আর মোটেল স্টাফরা ভিড় করলো ওদের চারপাশে। হাত নেড়ে একজন ডাক্তারকে দূরে থাকতে বললো রানা, জানালো দেরি না করে আগে ওরা নিচতলায় নামতে চায়। 'প্লেন ধরবো, দেরি করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে,' ব্যাখ্যা দিলো ও।

নিচে নামার সময় রিটার কানে কানে পরামর্শ দিলো রানা, 'বিল মেটাবার সময় যা পারো জেনে নেবে। তারপর চুপিসারে পালিয়ে এসে সাবে উঠবে। আমরা চাই না খুব বেশি প্রশ্ন করা হোক—আর

সাবধান, কেউ যেন ফটো তুলতে না পারে।'

চারপাশে ভিড় নিয়ে রিটা যখন নিচের লবিতে নেমে এলো, ওদের সাথে কোথাও দেখা গেল না রানাকে। এমনকি রিটাও ওকে কেটে পড়তে দেখেনি। 'অদৃশ্য হবার নিজস্ব কৌশল ওটা আমার,' পরে তাকে বলেছে রানা। 'জানা থাকলে পানির মতো সহজ একটা পদ্ধতি।'

সহজ কিনা সেটা আসলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ওপর নির্ভর করে। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে, ভিড়ের মধ্যে মানুষ যখন হতভম্ব এবং অনিশ্চিত, নিজের ওপর তোমাকে শুধু আস্থাবান থাকতে হবে—দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাব নিয়ে এগোও, নির্দিষ্ট একটা দিকে, চেহারায় ফুটিয়ে তোলো এমন একটা ভাব যেন তুমি ভালোভাবেই জানো কোথায় আর কেন যাচ্ছো। প্রতি দশ বারে নয় বারই তাতে কাজ হয়।

আণ্ডারগ্রাউণ্ড পার্কিং লটে নেমে এসে সাবের দিকে সরাসরি গেল না রানা। এক জায়গায় দাঁড়ালো ও, খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলো, আড়াল থেকে ভালো করে দেখলো গাড়িটাকে, তারপর অন্যান্য গাড়ির আড়ালে থেকে আস্তে-ধীরে এগোলো। প্রায় আধ ঘণ্টা পর এলো রিটা, সার্ভিস এলিভেটর থেকে নেমে ছুটে এলো ওর দিকে।

তাকে একা দেখে আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো রানা।

'বাথরুমে যাচ্ছি বলে পালিয়ে এসেছি,' রানাকে বললো রিটা, একটু হাঁপাচ্ছে সে। 'তোমাকেও ওরা খুঁজছে। বাপরে বাপ, কতো রকম প্রশ্ন যে থাকতে পারে মানুষের মনে···বীমা করা আছে কিনা তাও জিজ্ঞেস করা হয়েছে আমাকে। চলো, কেটে পড়ি, তা না হলে···।'

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সাবে উঠে বসলো ওরা, এক মিনিটের

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

মাথায় বেরিয়ে এলো মোটেল থেকে। অ্যানকোর্টিয়া ফ্রিওয়ে ধরে সগর্জনে ছুটলো স্যাব। 'তুমি নেভিগেটর,' রিটাকে বললো রানা। 'আমরা অ্যামারিলো, টেক্সাসে যেতে চাই।'

পথ-নির্দেশ দেয়ার ফাঁকে ফাঁকে সদ্য সংগ্রহ করা তথ্যগুলোও রানাকে জানিয়ে দিলো রিটা। 'অবশ্যই ওরা আমাদের নিউ ইয়র্কের বন্ধুরা। রিসেপশন ক্লার্কদের কাছ থেকে ওদের চেহারার বর্ণনা পেয়েছি।' সবব্যাখ্যা করলো রিটা—পুলিশ বিভাগের ডিটেকটিভ সেজে এসেছিল ওরা, জেনে নেয় কোন্ পথে মেইন্টেন্যান্স কমপ্লেক্সে নামতে হয়, ডিউটিরত এঞ্জিনিয়ারকে অজ্ঞান অবস্থায় কোথায় পাওয়া গেছে। 'সবগুলো এলিভেটরের ফিউজ বক্স খোলা পাওয়া গেছে,' সবশেষে বললো সে। 'তারমানে আমরা অন্য কোনোটায় চড়লেও ওরা থসিয়ে দিতে পারতো।'

তিক্ত হাসি দেখা গেল রানার ঠোঁটে।। 'তোমাকে বলেছি না। আরামের মৃত্যু তুমি হামিসের কাছ থেকে আশা করতে পারো না। যাই হোক, আমাদের যা জানার ছিলো জানা হয়েছে। প্রথমে মলিয়ের ঝান আমাদেরকে তার ঘাঁটিতে অতিথি হিসেবে চাইলো, তারপর খুন করার চেষ্টা করলো। আমি ভাবছি প্রথমটাতেই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।'

মেয়েলি ক্ষোভ প্রকাশ করে রিটা বললো, 'লাগেজগুলো আনা হলো না।'

'পথে কোথাও থেমে আবার সব কিনে নেয়া যাবে,' বললো রানা। 'লাগেজ গেলেও, দরকারী জিনিসগুলো আমাদের সাথেই আছে।' আছে প্রিন্টগুলোও, স্যাবের অনেকগুলো গোপন কমপার্টমেন্টের একটায়।

'আমরা তাহলে সত্যি রওনা হয়ে গেছি···যাচ্ছি ওখানে?' জানে,

তবু যেন বিশ্বাস করতে পারছে না রিটা। 'আচ্ছা, বেশ, গেলাম—পৌঁছুলাম সিংহের খাঁচায়, তারপর কি হবে, মাসুদ রানা?'

'মাই ডিয়ার রিটা,' নিঃশব্দে হাসলো রানা, ঢিলা পড়লো ওর পেশীতে, মুখের রেখায় নির্দয় একটা ভাব ফুটে উঠলো, 'তারপরেই তো শুরু হবে আসল মজা!'

নয়

সারারাত কোথাও না থেমে একটানা ছুটে চললো স্যাব, ভোরের দিকে পাশ কাটালো পিটসবার্গকে, তারপর আবার পশ্চিম মুখো হলো। দীর্ঘ প্রথম দিনে ওরা শুধু পেট পুজো আর গ্যাসোলিনের জন্যে থামলো। আমেরিকায় পাঠাবার আগে পরীক্ষা করা হয়েছে গাড়িটাকে—এঞ্জিন, চাকা, ব্রেক, সব নিখুঁত—চার প্রস্থ পথ নিয়ে তৈরি চওড়া হাইওয়ে ধরে গাড়িটা যেন নিয়ন্ত্রণহীন জেট প্লেনের মতো উড়ে চলেছে।

সন্ধ্যে নামার আগেই স্প্রিংফিল্ড, মিশৌরীর কাছাকাছি পৌঁছে গেল ওরা। হাইওয়ে থেকে সরে এলো রানা, গাড়ি নিয়ে ছোটো একটা মোটেলে ঢুকলো। আলাদা কেবিন ভাড়া নিলো ওরা, রিটা

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

মিসেস গ্রেগ লুগানিস হিসেবে, রানা নিজের আসল পরিচয়ে।

ইতিমধ্যে, এলিভেটরে বিপদ দেখা দেয়ার আগেই, ওদের কৌশল কি হবে রিটাকে জানিয়েছে রানা। 'ঝান যদি আমার আসল পরিচয় না-ও জানে, রানা হিসেবেই ওখানে যেতে হবে আমাকে।'

পথে বিষয়টা নিয়ে আবার আলোচনা করেছে ওরা। উদ্বেগ প্রকাশ করে রিটা বলেছে, 'ব্যাপারটা জুয়া খেলার মতো হয়ে যায় না, রানা? তুমিই না বললে তোমার ওপর ব্যক্তিগত আক্রোশ আছে হামিসের? আমার তো মনে হয় লুগানিসের ভূমিকায় যতো-দিন পারা যায়...।'

মাথা নেড়ে রানা বললো, 'ওদেরকে বোকা বানানো যাবে না। আমি যে লুগানিস নই তা যদি ওরা ইতিমধ্যে না-ও জেনে থাকে, জানতে খুব বেশি সময় নেবে না। তবে তুমি সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা চরিত্র। মিসেস লুগানিস সম্ভবত উত্তরে যেতে পারে। মাসুদ রানা মিসেস লুগানিসের নিরাপত্তার দিকটা দেখছে, এটা বিশ্বাস করানো অনেক সহজ হবে, তাতে আমরা কিছু সুবিধেও পেতে পারি।'

মোটেলে পৌঁছুবার ঠিক আগে প্রসঙ্গটা আবার তুললো রিটা। 'তুমি কিন্তু রানা নিজেকে টার্গেট হিসেবে তুলে ধরছো। তোমার ভয় করছে না?'

'করছে না মানে। তবে এ-ধরনের ঝুঁকি আগেও আমাকে নিতে হয়েছে।' হঠাৎ হাসলো রানা। 'তুমি কি সত্যি বিশ্বাস করো, রিটা, আমার আসল পরিচয় না জেনেই মলিয়ের ঝান খুন করার অমন ব্যাপক আয়োজন করেছিল? আমি লুগানিস নই জানে বলেই তো খুন করার চেষ্টা করলো সে।'

রানার দিকে তাকিয়ে থাকলো রিটা, মুখে কথা নেই।

'চিন্তা করে দেখো না,' আবার বললো রানা। 'প্রথমে ভয়াল-দর্শন একদল লোক পাঠিয়ে আমন্ত্রণ জানালো, আর কেউ দেখার আগে হোগার্থ প্রিন্টগুলো মলিয়েরে ঝান দেখতে চায়। তারপর কি হলো? আমরা পালালাম। লক্ষ করো, ওরা পুলিশের কাছে গেল না, ওয়াশিংটনের কাছাকাছি ওরা নিজেরাই খুঁজে বের করলো আমা-দের—হামিসের কাজের ধরনই এরকম। খুঁজে বের করলো, কিন্তু সরাসরি গুলি করে মারার চেষ্টা করলো না। মারার চেষ্টা করলো এলিভেটর ফেলে দিয়ে। আরো লক্ষ্য করো, হোগার্থ প্রিন্ট সম্পর্কে আর কোনো আগ্রহ দেখালো না।'

মাথা ঝাঁকালো রিটা। 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো তুমি। কিন্তু তবু ব্যাপার-টা পাগলামি...হঠাৎ করে ঝানের কুখ্যাতি র‍্যাকে গিয়ে পড়া...।'

'ছাগলও বাঘকে ধরতে পারে...আমি রশি বাঁধা ছাগলের কথা বলছি।'

'তা হয়তো পারে,' বললো রিটা। 'কিন্তু ভুলো না ছাগলকে বলি-ও দেয়া হয়—জবাই করে।'

'আমরা ছাগলরা হতভাগা।' রানার ঠোঁটে ব্যঙ্গাত্মক হাসি। 'তবে, রিটা, আমরা যাচ্ছি সাথে ছুরি নিয়ে। আসল ব্যাপার হলো আমার কোনো বিকল্প নেই। আমাদের কাজটা হলো, মলিয়ের ঝান গোটা ব্যাপারটা পরিচালনা করছে কিনা জানা। হামিসকে সত্যি যদি নতুন করে গড়ে তোলা হয়ে থাকে তাহলে ওরা কি করতে চাইছে সেটা জানা খুব জরুরী। আমরা নাক গলাচ্ছি, অন্যান্যদের মতো। তারা খুন হয়েছে। কেন?'

মোটেলের কামরায় ঢুকে পার্সেলগুলো খুললো ওরা, প্রয়োজনীয় প্রায় সব জিনিসই রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে কেনা হয়েছে, এক জোড়া

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

স্যুটকেস সহ। কাজের ফাঁকে করেকটা সংকেত শেখালো রানা রিটা-কে, রাতে বিপদ দেখা দিলে ব্যবহার করা হবে।

রিটার কামরা থেকে বেরিয়ে এসে মোটেলটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলো রানা, আশপাশের এলাকাও বাদ দিলো না, বিশেষ করে চোখ বুলালো পার্ক করা গাড়িগুলোর ওপর। সন্তুষ্ট হয়ে নিজের কেবিনে ফিরে এলো ও। স্যুটকেস থেকে বের করলো নতুন এক-জোড়া জিনসের প্যান্ট, কটনশার্ট, বুট, আর একটা উইণ্ডব্রেকার। এর-পর শাওয়ার সারলো—প্রথমে চামড়া ছুলা গরম, তারপর হিমশীতল ঠাণ্ডা পানিতে। ঝরঝরে হয়ে গেল শরীর। ভি-পি-সেভেনটি চেক করলো, সেটা ঢুকে গেল বালিশের তলায়। দরজার গায়ে ঠেকিয়ে দাঁড় করালো একটা চেয়ার, তারপর জানালা বন্ধ করে উঠলো কোমল বিছানায়।

প্রায় সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়লো রানা। বিশ্রাম নেয়া শিখতে হয়, এটা একটা আর্ট—মন থেকে কিভাবে সমস্ত উদ্বেগ আর উত্তেজনা মুছে ফেলতে হয় জানা আছে ওর, এবং সেই সাথে ঘুমের মধ্যেও কিভাবে নিজেকে একটা সীমা পর্যন্ত সজাগ রাখতে হয়, বিশেষ করে কোনো অ্যাসাইনমেন্টে থাকার সময়, তা-ও জানা আছে। ঘুমটা গভীরই হলো, কিন্তু ওর অবচেতন মন জেগে থাকলো, প্রয়োজনের মুহূর্তে ধাক্কা দিয়ে ওকে সচেতন করে তোলার জন্যে তৈরি।

রাতে কিছু ঘটলো না, পরদিন দুপুরে ওকলাহোমা সিটি-কে পাশ কাটালো ওরা। ইন্টিরিয়র এয়ার কণ্ডিশনিঙে গাড়ির ভেতরটা ঠাণ্ডা, বাইরে প্রেইরী আর মরুভূমির সীমাহীন বিস্তার, সেই একেবারে টেক্সাসের গ্রেট প্লেইনস্-এর কিনারা পর্যন্ত চলে গেছে।

পথে আর মাত্র একবার যতোটা কম সময়ের জন্যে পারা যায়

থামলো ওরা, তারপর বিকেলের দিকে অ্যামারিলো-কে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলো—পুরো শহরটাকে ঘিরে চক্কর দিতে শুরু করে পশ্চিম দিকে চলে এলো, ঢুকতে হলে এদিক থেকেই, কারণ রানার সন্দেহ নজর রাখার জন্যে পুবদিকের রাস্তাগুলোতেই লোক থাকবে।

আবারও ছোটো একটা মোটেল বেছে নিলো ওরা। গাড়ি থেকে নামতেই আগুনের আঁচ লাগলো চোখে-মুখে। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা নামতে শুরু করেছে, একটা দুটো করে আলো জ্বলছে, চারদিকের শুকনো ঘাসের ভেতর থেকে ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে একটানা। আশপাশে মানুষজন কম নয়, নারী-পুরুষ সবাই জিনস পরে রয়েছে, পায়ে বুট, মাথায় চওড়া কার্নিশ সহ ফেল্ট হ্যাট। খানিকটা বিপন্ন অনু-ভূতির সাথে রানা উপলব্ধি করলো, সত্যি তারা পশ্চিমে পৌঁচেছে।

ম্যানেজার ওদেরকে পথ দেখিয়ে একজোড়া কামরায় নিয়ে এলো, দুটোর মাঝখানে দরজা আছে। বলা হলো, রাস্তার ওপারে সেলুন আর ডাইনার আছে—যদি ওরা মোটেলের কফি শপ ব্যবহার করতে না চায়। যতোক্ষণ ওদের সাথে থাকলো লোকটা, একবারও দাঁতের ফাঁক থেকে চুরুটটা নামালো না।

‘কি, রিটা,’ জিজ্ঞেস করলো রানা, ‘তোমার খিদে পায়নি?’

‘ইচ্ছে করলে তোমাকে আমি চিবি···,’ কথাটার আরেকটা অর্থ আছে বুঝতে পেরে থেমে গেল রিটা, তাড়াতাড়ি বললো, ‘ভীষণ।’

মুখহাত ধুয়ে দরজা বন্ধ করে খেতে বেরুলো ওরা। মোটেলের কফি শপে প্রধান খাদ্য শূকরের মাংস, জিভে জল যদি এসেও থাকে সেটা গোপন রাখতে পারলো রিটা, রানার দেখাদেখি গোমাংসের অর্ডার দিলো সে। খেতে খেতে কেউ তেমন কথা বললো না, তবে রিটাকে তার দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার সময় রানা জিজ্ঞেস করলো,

amimon@yahoo.com
www.murchona.com

'কিছু হয়েছে ? চিন্তিত কেন ?'

ক্ষীণ একটু হেসে ঘন ঘন মাথা ঝাঁকালো রিটা। 'না, কই !'

দুশ্চিন্তা করতে নিষেধ করলো রানা। 'শুধু মনে রেখো, ট্রেনিঙের সময় তোমাকে খুব কম শেখানো হয়নি। তাছাড়া, শুরু থেকে বেশ ভালোই উতরে এসেছি আমরা, তাই না ? কি প্ল্যান করেছি মনে আছে তো ? সিংহের খাঁচায় ঢুকছি দু'জন একসাথে, কিন্তু যদি সোনার সন্ধান পাই দু'জনের মধ্যে শুধু একজনের বেরিয়ে এলেই হবে। শুধু একটা খবর পৌঁছে দেয়া—হয় তোমার কন্ট্যাক্টের কাছে, নয়তো আমার, কিংবা দু'জনের। এই অ্যাসাইনমেন্টে আমরা সমান পার্টনার, রিটা। আমাদের কাজ ওদেরকে কাবু করা, প্রমাণ সংগ্রহ করা, আর ওরা যদি কোনো অশুভ ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করে থাকে সেটাকে বানচাল করা। মনে আছে তো, সকাল ঠিক ছ'টায়—?'

রিটা ঠোঁট কামড়ালো।

'কিছু বলবে ?'

মাঝখানের খোলা দরজার কাছ থেকে সরে এসে রানার সামনে দাঁড়ালো রিটা। 'না, কি আর বলবো !' পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে উঁচু হলো সে, আলতো করে ঠোঁট বুলালো রানার চিবুক, তারপর নাকের পাশে। 'একটু বেয়াড়া মেয়ে আমি, শুরুতেই কিছুটা দুর্ব্যবহার করে ফেলেছি—আমার আর কি বলার থাকতে পারে। শুধু একটা কথা না বলে পারছি না—তুমি একটা সেকেলে গাধা !'

হেসে ফেললো রানা। 'তুমি কি আমাকে কিছু দান করতে চাইছো, রিটা ? ভাবছো সাত রাজার ধন লেয়েও হারাচ্ছি ?'

পিছিয়ে গেল রিটা, চোখে আগুন নিয়ে তাকিয়ে থাকলো, তারপর 'হুঁহ্,' বলে সবেগে ঘুরলো, পায়ের দুপ দাপ আওয়াজ তুলে

চলে গেল নিজের কামরায়। কিন্তু দরজাটা বন্ধ করলো না—ভুলে নাকি ইচ্ছে করে সে-ই জানে।

বিছানায় লম্বা হলো রানা, পুরোদস্তুর কাপড়পরে ; হাতের কাছে অটোমেটিক নিয়ে চোখ বুজলো, তারপর ঘুমিয়েও পড়লো। চমকে উঠে জাগলো ও, ঠিক সাড়ে পাঁচটায় অ্যালার্মের শব্দে।

শাওয়ার সেরে দাড়ি কামালো রানা, কাপড় পরা শেষ করেছে এই সময় দরজায় এসে দাঁড়ালো রিটা। তার এক হাতে কফি ভরা ফ্লাস্ক, অপর হাতে নাস্তার ট্রে। কফি শপ চব্বিশ ঘণ্টা খোলা থাকে, ব্যাখ্যা করলো সে। ঠিক ছ'টায়, বিছানার ওপর পদ্মাসনে বসে কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে, ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করলো রানা—হেনরি ডুপ্রের দেয়া কার্ডের ওপর চোখ রেখে।

প্রায় ত্রিশ সেকেণ্ড রিঙ হলো। তারপর একজন সাড়া দিলো, এতোই চিকণ আর তীক্ষ্ণ যে পুরুষকণ্ঠ কিনা বোঝা যায় না সহজে।

'র‍্যাঞ্চ মলিয়ের ঝান।'

'মলিয়ের ঝানকে দিন,' বললো রানা, প্লিজ বা সম্মানসূচক আর কিছু বললো না।

'আমার মনে হয় এখনো তিনি ঘুমাচ্ছেন। সাড়ে ছ'টার আগে তিনি জাগেন না।'

'ঘুম ভাঙান। খুব গুরুত্বপূর্ণ কল।'

দীর্ঘ নিরবতার পর, 'কে তার সাথে কথা বলতে চান ?'

'শুধু জানানআমি প্রফেসর লুগানিসের প্রতিনিধিত্ব করছি। আমার সাথে মিসেস লুগানিস রয়েছেন। মলিয়ের ঝানের সাথে খুব জরুরী একটা আলাপ করতে চাই।'

অপরপ্রান্তে আবার নিরবতা, তারপর, 'নামটা যেন কি বল-

আবার উ সেন-১

লেন…?'

'বলিনি। আমি শুধু প্রফেসরের হয়ে কাজ করছি, কিন্তু খানকে যদি বলতেই চান, বলতে পারেন আমার নাম মাসুদ রানা।'

ঠিক বোঝা গেল না, তবে রানার মনে হলো হঠাৎ নিঃশ্বাস আটকানোর আওয়াজ পেলো ও।

এরপর অবশ্য কোনো বিরতি নয়, বুলেটের মতো দ্রুত ছুটে এলো জবাব, 'মিঃ রানা, আমি এখুনি তাঁর ঘুম ভাঙাচ্ছি। একটু ধরুন, প্লিজ। আপনি যদি প্রফেসর লুগানিসের হয়ে কথা বলতে চান, তিনি অবশ্যই শুনতে চাইবেন।'

প্রায় এক মিনিট পর দ্বিতীয় একটা কণ্ঠস্বর পেলো রানা। নরম গলা, ভদ্র সুর, হাসিখুশি। 'মলিয়ের খান।'

রিটার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকালো রানা। 'আমার নাম রানা, মিঃ খান। মিসেস লুগানিস আমার সাথে রয়েছেন। প্রফেসর লুগানিসের পক্ষ থেকে পাওয়ার অভ অ্যাটর্নি দেয়া হয়েছে আমাকে…যতোটুকু জানা আছে, তাঁর সাথে আপনি দেখা করতে চেয়েছিলেন।'

'দেখা করতে চেয়েছিলাম…হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন, মিঃ…কি…রানা বললেন, তাই না? হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমার প্রাইভেট জেটে চড়ে প্রফেসর আর মিসেস লুগানিসকে এখানে বেড়িয়ে যেতে বলেছিলাম। ধারণা করি, ওরা বোধহয় সুযোগ বা সময় করে উঠতে পারেননি। হোগার্থ প্রিন্টগুলো আপনার কাছে আছে কিনা জিজ্ঞেস করতে পারি তো?'

'মিসেস লুগানিস আর প্রিন্ট, দুটোই আছে।'

'আহ্! খুশির খবর! আর পাওয়ার অভ অ্যাটর্নি? ওটার মানে কি আমরা কোনো চুক্তিতে আসতে পারবো?'

'যদি সত্যিই আপনি তা চান, মিঃ খান।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছেড়ে মলিয়ের খান বললো, 'প্রিন্টগুলো সম্পর্কে যা বলা হচ্ছে তা যদি সত্যি হয়, তাহলে ওই একটা কাজই করতে চাই আমি। আপনি কোত্থেকে বলছেন?'

'অ্যামারিলো,' জবাব দিলো রানা।

'কোনো হোটেলে? দাঁড়ান, এখুনি পিয়েরে ল্যাচাসি-কে পাঠিয়ে দিচ্ছি—সে আমার পার্টনার—আপনাদেরকে তুলে আনবে এখানে…'

বাধা দিলো রানা। 'আপনি শুধু বলুন কিভাবে পৌঁছুনো যায়। আমার সাথে গাড়ি আছে, ম্যাপও আছে।'

'ও, আচ্ছা। ঠিক আছে, মিঃ রানা…,' ভরাট গলায় পথ-নির্দেশ দিলো মলিয়ের খান—অ্যামারিলো ছেড়ে বেরুনো সহজ, তারপর হাইওয়ের নির্দিষ্ট একটা পয়েন্ট থেকে সেকেণ্ডারী রোড ধরতে হবে, অনেকগুলো বাঁক আছে, একটু জটিল। অবশেষে পাওয়া যাবে মনো-রেল স্টেশন।

'যদি পারেন দশটার সময় থাকবেন ওখানে, আমি দেখবো ট্রেনটা যেন আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করে। গাড়ির জন্যে ট্রেনে জায়গা আছে। আপনারটা র‍্যাঞ্চ পর্যন্ত আনা যাবে।' মৃদু শব্দ করে হাসলো মলিয়ের খান। 'র‍্যাঞ্চটা ঘুরেফিরে দেখার জন্যে ওটা আপনার লাগবে।'

'দশটায় পৌঁছুবো আমরা।' রিসিভার নামিয়ে রেখে রিটার দিকে ফিরলো রানা। 'বুঝলে, মিসেস লুগানিস, খানকে রীতিমতো উৎফুল্ল মনে হলো। দশটায় মনো-রেলে চড়বো বলে আশা করছি। কথা শুনে তো মনে হলো নিপাট ভদ্রলোক।' খানের পার্টনার পিয়েরে ল্যাচাসি সম্পর্কেও বললো ও, তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'কে লোকটা? কিছু জানো?'

amisumon@yahoo.com
www.murchona.com

রিটা বললো তার সম্পর্কে একটা ফাইল আছে। পিয়েরে ল্যাচা-সিকে ঝানের নিরীহ মোসাহেব বলা যেতে পারে, বহুকালের সঙ্গী। খুব ছোটোবেলায় ঝান তাকে আইসক্রীম কারখানায় কাজ দেয়, সেই থেকে রয়ে গেছে। না, লোকটা সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায়নি। বর্তমানে সে ঝানের প্রভাবশালী সেক্রেটারী হতে পারে, যদিও ঝান তাকে সব সময় পার্টনার বলে পরিচয় দেয়।

সোয়া ন'টায় আবার ওরা রাস্তায় নামলো। ঝানের সাথে কথা বলার সময় কাগজে কিছু নির্দেশ লিখেছে রানা, সেগুলো অনুসরণ করলো রিটা। দু'জনেই লক্ষ্য করলো, পিছনে ফেউ লেগেছে।

সূর্য ওঠার সাথে সাথে চারদিকে সোনালি একটা আভা ছড়িয়ে পড়েছে, সেই আভায় পরিষ্কার দেখা গেল কালো একটা বি. এম. ডব্লিউ. ফাইভ-টু-এইট/আই. ওদের পিছু পিছু আসছে, সামনের সিটে দু'জন লোক।

'গার্ড অভ অনার?' যেন নিজেকেই প্রশ্ন করলো রানা। মনে মনে ভাবলো, গার্ড অভ অনার নাকি একটা হিট টিম? শান্তভাবে রিটার দিকে ঝুঁকে পড়লো ও, ড্যাশবোর্ডের কালো আর চৌকো বোতামে চাপ দিলো। একটা কমপার্টমেন্ট খুলে যাবার পর দেখা গেল ভেতরে বড় একটা রুগার সুপার ব্ল্যাকহক পয়েন্ট ফরটি-ফোর ম্যাগনাম রয়েছে। গাড়িতে এটা সব সময় থাকে।

ফরটি-ফোর ম্যাগনাম শুধু যে মানুষকে থামাতে পারে তাই নয়, রানা এটাকে গাড়ি থামাবার উপযোগী বলেও মনে করে। ঠিক মতো লক্ষ্যস্থির করা গেলে এই রিভলভার দিয়ে যে-কোনো এঞ্জিনকে অকেজো করে দেয়া যায়।

'কি সর্বনাশ···এ যে গন্ধ বড়!' বিস্ময় প্রকাশ করলো রিটা।

'যেমন রোগ তেমনি দাওয়াই,' হাসতে হাসতে বললো রানা। 'বলতে পারো এক্সট্রা প্রোটেকশন, যদি প্রয়োজন হয়।'

সময় বয়ে চললো, সেই সাথে জানা গেল ব্ল্যাকহক ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন নেই। কালো গাড়িটা পিছনে থাকলো বটে, কিন্তু কাছে আসার চেষ্টা করলো না। দশ মাইল দূরে থাকতেই মনো-রেল স্টেশন দেখতে পেলো ওরা—নিচু একটা বিল্ডিং, কাঁটাতারের বেড়ার ভেতরে।

কাছাকাছি এসে ওরা দেখলো, বেড়াটা প্রায় বিশ ফুট উঁচু। বেড়ার গায়ে ঝুলোমাখা একটা নোটিশ বোর্ড ঝুলছে, তবে লাল হরফে লেখা সতর্কবাণী পরিষ্কার বোঝা গেল :

বিপদ

কাঁটাতারের বেড়া আর বেড়ার ও-পাশটা বিপজ্জনক।
বেড়া স্পর্শ করা বা খোঁচাখুঁচি করা অথবা ওপাশে
যাওয়া বিপজ্জনক, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তাৎক্ষণিক মৃত্যু
ঘটতে পারে।

নোটিশের নিচে লাল একটা খুলি আঁকা রয়েছে, তার নিচে দুটো হাড়; সেই সাথে বিদ্যুৎ-এর আন্তর্জাতিক চিহ্ন—জোড়া বিদ্যুৎচমকের ছবি। বেড়ার ওপারে যাবার একটাই পথ, বড়সড় ভারি লোহার গেট। গেটের ভেতর দিকে, খানিকটা দূরে, ছোটো একটা ব্লকহাউস, সামনে প্রশস্ত কংক্রিট চাতাল, চাতালের শেষ মাথায় একতলা স্টেশন বিল্ডিং।

ব্লকহাউস থেকে দু'জন লোক বেরিয়ে এলো। ইউনিফর্ম পরে আছে—হালকা বাদামি স্ল্যাকস, নীল শার্ট, শার্টের বুক পকেটের কাছে ব্যাজ, তাতে লেখা মলিয়ের সিকিউরিটি। কোমরে হোলস্টার,

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

হোলস্টারে হ্যাণ্ডগান। কাঁধের সাথে একটা করে পাম্প-অ্যাকশন শটগান ঝুলছে।

ইলেকট্রিক উইণ্ডো নামালো রানা। 'আমাদের আসার কথা। মিসেস স্লুগানিস আর মিঃ রানা।'

'মনো-রেল পৌঁছুবে দশটায়,' উত্তর হলো। লোক দু'জনের বয়স আর চেহারা আলাদা করার উপায় নেই, সম্ভবত যমজ। দু'জনেই সাত ফুটের মতো লম্বা হবে, শরীরের তুলনায় মাথা একটু যেন ছোটো, চোখের চারপাশে নীল একটা ভাব।

ড্রাইভিং মিররে চোখ রেখে রানা দেখলো, কালো বি. এম. ডব্লিউ এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে বেশ খানিকটা পিছনে। গাড়িটার আলো দু'বার জ্বলে উঠে নিভে গেল।

সংকেত পেয়ে গেটের একজন লোক এক দলা থুথু ফেললো চাতালে। 'বোধহয় ঠিক আছে,' টেক্সাসের আঞ্চলিক সুরে বললো সে, তাকালো সঙ্গীর দিকে, ইঙ্গিতে ব্লকহাউসটা দেখালো, 'যাও, ইলেকট্রিসিটি অফ করো।'

'কথাটা সত্যি?' জিজ্ঞেস করলো রানা, হাত বের করে নোটিশটা দেখালো।

'বাজি ধরতে চাও?'

'কেউ মারা গেছে কখনো?'

'বহু। র‍্যাঞ্চ কিনা, অনুমতি পাওয়া গেছে। কেউ যদি ইচ্ছে করে মরে, আইন আমাদের কি করবে! রাতে চারদিকে আমরা আলো জ্বেলে রাখি। পাওয়ার অফ করা হয় শুধু কেউ বেরুলে বা ঢুকলে। তুমি যদি প্রাইভেসী চাও, ডিয়ার ফ্রেণ্ড, এখানে তার কোনো অভাব নেই—যদি পেমেন্ট করার মুরোদ থাকে।'

অপর লোকটা ব্লকহাউস থেকে বেরিয়ে এলো। গেটের ভারি বোল্ট খুললো সে, তারপর দু'জন মিলে গেটের পাল্লা মেলে ধরলো। 'যতো তাড়াতাড়ি পারো ঢুকে পড়ো,' চিৎকার করে বললো একজন, এতো-ক্ষণ সে-ই কথা বলছিল রানার সাথে। 'বেশিক্ষণ ইলেকট্রিসিটি বন্ধ রাখলে মালিক রেগে যাবেন।'

সাবধানে গাড়ি চালিয়ে গেটের ভেতর, চাতালে চলে এলো রানা, ঘাড় ফিরিয়ে গার্ডদের গেট বন্ধ করা দেখছে। একজন ব্লকহাউসে ঢুকে গেল। আয়নায় তাকিয়ে দেখলো, বি. এম. ডব্লিউ অদৃশ্য হয়েছে। স্রেফ প্রহরী, ভাবলো ও, অতিথি ঝান রাজ্যে নিরাপদে পৌঁছুলো কিনা নিশ্চিত হতে চেয়েছিল। হামিসের বৈশিষ্ট্যই এই, সব কাজের খুঁটিনাটির দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখা হয়। ড্যাশবোর্ডের বোতামে আবার চাপ দিলো রানা। হিস্‌স্‌ শব্দের সাথে র‍্যাকহক সহ কমপার্টমেন্টটা অদৃশ্য হয়ে গেল, পরমুহূর্তে রানার জানালায় উঁকি দিলো প্রথম গার্ড।

'তুমি জানো, তোমার স্টিয়ারিং উল্টো দিকে, ডিয়ার ফ্রেণ্ড?'

মৃদু মাথা ঝাঁকিয়ে রানা বললো, 'ইংলিশ কার···না, কার নয়, স্টিয়ারিং।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, শুনেছি বটে ওদিকের ওরা রঙ সাইডে গাড়ি চালায়।' দশাসই টেক্সান এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলো। 'দরজা দেখতে পাচ্ছো? গাড়ির নাক ওদিকে তাক করো, আর চুপচাপ বসে থাকো, কেমন? খবরদার, বেরুবে না—বেরুলেই মারা পড়বে। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে,' রাজি হলো রানা।

চৌকো স্টেশন বিল্ডিঙের একদিকের দেয়াল দেখতে পাচ্ছে ওরা, বড় আকারের ধাতব দরজা রয়েছে।

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

'এটা একটা পরিত্যক্ত স্টেশন,' বললো রিটা। 'পরে বোধহয় র‍্যাঞ্চ করার সময় কিনে নিয়েছে খান। তারমানে স্টেশনটাও তার নিজের ম্পত্তি, তা না হলে কাঁটাতারের বেড়া দিতে পারতো না।'

'হ্যাঁ, স্টেশনটাও র‍্যাঞ্চের একটা অংশ।'

খানিক পর রিটা বললো, 'সিকিউরিটি খুব কড়া।'

রিটা আগেই ব্রিফিং করেছিল, তাছাড়া হামিসের সিকিউরিটি কি রনের হতে পারে সে-সম্পর্কে একটা ধারণা ছিলো রানার, তবু আয়োজন আর কড়াকড়ির বহর দেখে প্রভাবিত হলো ও। ইলেকট্রি-ফায়েড কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে সুরক্ষিত মনো-রেল ছাড়া র‍্যাঞ্চ লিয়ের খানে প্রবেশ করার আর কোনো পথ নেই। একমাত্র পথটা াহারা দিচ্ছে শুধু ইলেকট্রিসিটি নয়, সশস্ত্র গার্ডরা। বি. এম. ডব্লিউ. াড়িটা সম্পর্কে ভাবলো রানা, ওদেরকে কি ওয়াশিংটন থেকে ফলো রা হয়েছে?

মাথায় এ-সব চিন্তা নিয়ে ওর গানমেটাল সিগারেট কেসটা বের রলো রানা, অফার করলো রিটাকে, রিটা প্রত্যাখ্যান করায় নিজে একটা ধরালো। উদ্বেগের অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি বিরাজ করছে কে। ইংল্যাণ্ড থেকে রওনা হওয়ার সময় অনুভূতিটা ছিলো না। ওনা হওয়ার পর অনেক ঘটনাই তো ঘটছে—নিউ ইয়র্কে ওদেরকে কিডন্যাপ করার চেষ্টা হয়, ওয়াশিংটনে ফেলে দেয়া হয় এলিভেটর, তারপর টেক্সাসের পথে দীর্ঘ যাত্রা। এখন, খানের র‍্যাঞ্চে ঢোকার হূর্তে, উদ্বিগ্ন হওয়াটা শুভ লক্ষণ নয়। মেজর জেনারেল (অব:) রাহাত ানের একটা উপদেশ মনে পড়ে গেল রানার—'সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ুঁটিনাটি নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকা ভালো, রানা; খোদ বিষয়টা নিয়ে দুশ্চি-ন্তায় ভুগো না।'

খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। দশটা এক মিনিটে রানা অনুভব করলো, গাড়িটা সামান্য কাঁপছে। জানালার কাচ নামাবার পর টারবাইনের ভারি গুঞ্জন কানে এলো। জিনিসটা যখন মলিয়ের খানের, অবশ্যই সিস্টেমটা শূন্যে ঝুলন্ত, দর্শনীয় কোনো ব্যাপার হবে—বিশাল রেইলের ওপর ঝুলে আছে ট্রেন।

টারবাইনের গুঞ্জন বাড়তে থাকলো।

ট্রেনটাকে ওরা আসতে দেখলো না, তবে একজন গার্ড এগিয়ে গিয়ে ওদের দিকে মুখ করা দরজার পাশে দাঁড়ালো, দেয়ালে আটকানো একটা বাক্সের ঢাকনি খুলে বোতাম টিপলো সে। নিঃশব্দে খুলে গেল বিশাল লোহার দরজা।

লম্বা একটা র‍্যাম্প ক্রমশ উঁচু হতে হতে দরজার ভেতর অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেছে। গার্ড ইঙ্গিত দিলো, স্টার্ট নিলো স্যাব। 'বিস-মিল্লাহ বলো!'

'বিসমিল্লাহ···,' বলেই ঝট্ করে রানার দিকে তাকালো রিটা। 'মানে?'

'উনি তো একজনই,' গাড়ি ছেড়ে দিয়ে বললো রানা, হাসছে। 'কেউ বলতে পারবে না তিনি মুসলমান, ইহুদি বা খ্রীস্টান বা আর কিছু—যে-কোনো এক নামে ডাকলেই হলো!'

'ও, তুমি ঈশ্বরের কথা বলছো!' বুঝতে পারায় রিটার পেশীতে ঢিল পড়লো। 'বিসমিল্লাহ!'

র‍্যাম্প ধরে প্রায় বিশ ফুট উঠে এলো স্যাব, এরপর সামনেটা সমতল। ধীরে ধীরে বাঁক নিয়ে একটা টানেলে ঢুকলো গাড়ি, টানেল থেকে সরাসরি ট্রেনে।

আশপাশে কয়েকজন লোক দেখা গেল, গার্ডদের মতো একই

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

ইউনিফর্ম পরে আছে, তবে নীল শার্টের সাথে সোনালি ব্যাজে লেখা রয়েছে মলিয়ের সিকিউরিটি-র বদলে 'মলিয়ের সার্ভিস'। তারাই রানাকে গাইড করলো গাড়িটাকে ঠিক পজিশনে রাখার কাজে। তারপর তাদের একজন এগিয়ে এসে ক্যাবের দরজা খুললো, সবিনয় ভদ্র সুরে বললো, 'মিসেস লুগানিস, মিঃ রানা, ওয়েলকাম অ্যাবোর্ড। প্লিজ লিভ ইওর কার হিয়ার, উইথ দ্য হ্যাণ্ডব্রেক অন।'

ঝানের আরেকজন লোক রিটার জন্যে উল্টো দিকের দরজা খুললো। আবার যখন ওটা বন্ধ হলো, নিজের সিটে বসে থেকেই বোতাম টিপে সেটায় তালা লাগিয়ে দিলো রানা। ইতিমধ্যে অটো-মেটিক ডিভাইস-এরও বোতামে চাপ দিয়েছে রানা, ফলে ওর অনু-পস্থিতিতে এঞ্জিনে কেউ হাত দিতে পারবে না। গাড়ি থেকে নামলো ও, হাতে ব্রিফকেস, তারপর নিজের দিকের দরজায় তালা লাগালো।

লোকটা অনড় দাঁড়িয়ে থাকলো, যেন পথ ছাড়বে না। 'চাবিটা আমার কাছে নিরাপদ থাকবে, স্যার।'

'আমার কাছে আরো বেশি নিরাপদ থাকবে।' রানা হাসলো না। 'গাড়িটা যদি সরাবার দরকার হয়, আমার সাথে দেখা করো।'

এবার নড়লো লোকটা, তবে চেহারা আগের মতোই ঠাণ্ডা আর নির্লিপ্ত। 'আপনার জন্যে মিঃ ল্যাচাসি অপেক্ষা করছেন, স্যার।'

ভেহিকেল কম্পার্টমেন্টের শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে মানুষ নয়, ওটা একটা কঙ্কাল। লম্বা তাল গাছ, গলার ওপর খুলি আর মুখে যেন শুষ্ক আলগা চামড়া টান টান করে সেঁটে দেয়া হয়েছে। এমনকি চোখ দুটো পর্যন্ত খোপের গভীরে সেঁধিয়ে আছে। জিন্দা লাশ বোধহয় একেই বলে।

'মিসেস লুগানিস। মিঃ রানা। স্বাগতম।'

এ সেই চিকণ, তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর, আজ সকালে টেলিফোনে শুনেছে রানা। সচল কঙ্কাল রানার দিকে একটা হাড্ডিসার হাত বাড়িয়ে দিলো। রানা দেখলো, হ্যাণ্ডশেক করার সময় নিজের অজান্তেই চোখ-মুখ কুঁচকে শিউরে উঠলো রিটা। এক সেকেণ্ড পর কারণটা রানাও বুঝতে পারলো—আসলেও মনে হলো একটা লাশের হাত ধরলো ও—ঠাণ্ডা, অসাড়, ভেজা ভেজা। একটু বেশি চাপ দিলে, রানার মনে হলো, গুঁড়ো হাড়ে ভর্তি হয়ে যাবে মুঠো।

ওদেরকে সুন্দর ডিজাইন করা একটা কোচে নিয়ে এলো ল্যাচাসি। লেদারের তৈরি অনেকগুলো সুইভেল চেয়ার রয়েছে, টেবিলগুলো মেঝের সাথে আটকানো, সুন্দরী একজন হোস্টেস ওদেরকে পানীয় সার্ভ করার জন্যে এক পায়ে খাড়া।

ওরা বসতে না বসতে চলতে শুরু করলো মনো-রেল। স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসে স্পীড বাড়ালো ড্রাইভার। রেল তো বটেই, কোচটা আরো উঁচুতে, এতো ওপর থেকেও লাইনের দু'দিকে ইলেক-ট্রিফায়েড কাঁটাতারের বেড়া দেখতে পেলো রানা। ওদের চার-দিকে মরুভূমি আর সমতল প্রান্তর দিগন্ত ছুঁয়েছে।

সামনে এগিয়ে এসে হোস্টেস জানতে চাইলো কে কি চায় ওরা। ভোদকা মার্টিনি চাইলো রানা। রিটা শেরি, ল্যাচাসিও তাই।

'আপনার পছন্দের প্রশংসা করি,' মন্তব্য করলো ল্যাচাসি। 'খা ভেরি সিভিলাইজড ড্রিঙ্ক, শেরি।' হাসলো বটে সে, কিন্তু তার যা মুখ তাতে হাসি ফোটেও না, মানায়ও না, কিংবা একেই বোধহয় ভৌতিক হাসি বলে। রানার মনে হলো, মৃত্যু যেন ভেংচি কাটলো।

যেন ওদের অস্বস্তি দূর করার জন্যেই আবার কথা বললো ল্যাচাসি, 'আমি স্যান শুধু ভেহিকেল ট্রান্সপোর্টার আর ক্লাব কোচ রেখেছে

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

ট্রেনে। আপনারা যখন বিদায় নেবেন, ও হয়তো বাছাইয়ের একটা সুযোগ দেবে।'

'কিসের বাছাই?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'মনো-রেল কার,' সাদা হাত দুটো দু'পাশে মেলে দিয়ে বললো ল্যাচাসি। 'আপনারা বোধহয় জানেন না, ঝানের মধ্যে কিছু পাগলামি ভাব আছে। বিখ্যাত জিনিসের নকল রাখতে ভালোবাসে ও। ওর এই রেল সিস্টেমে বিখ্যাত অনেক কোচ আছে, সব নকল—এই ধরুন রানী ভিক্টোরিয়ার বিশেষ রেলরোড কার, হ্যাঁ, সেটাও তৈরি করিয়েছে। তারপর ধরুন প্রেসিডেনশিয়াল কার, জার নিকোলাস যে কারটা ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করতেন, যে কোচে বসে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়রের যুদ্ধবিরতি চুক্তি সই করা হয়—বিখ্যাত যে-কোনো কারের নাম বলুন, ওর আছে। যেটায় যুদ্ধবিরতি সই করানো হয় সেটার অর্থাৎ আসলটার এখন আর কোনো অস্তিত্বই নেই। ফ্রেঞ্চ নরকে ওটায় বসিয়ে শান্তিচুক্তি সই করায় হিটলার। পরে কোচটা নষ্ট হয়ে যায়।'

'জানি,' হঠাৎ করে বললো রানা। মুখটা তো নরকের প্রতিচ্ছবি বটেই, কান ঝালাপালা করা তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর স্নায়ুর ওপর যেন হাতুড়ির বাড়ি মারছে। 'কিন্তু নকল কেন?' সংক্ষেপে জানতে চাইলো ও।

'হ্যাঁ, খুব ভালো একটা প্রশ্ন করেছেন,' পিয়েরে ল্যাচাসি বললো। 'ঝান ইজ আ গ্রেট কালেক্টর। অমূল্য জিনিস সংগ্রহ করা ওর একটা বাতিক। তারমানে এ-কথা ভাববেন না যে আসল জিনিসের ওপর লোভ নেই ওর। রানী ভিক্টোরিয়ার রেলরোড কারটা কিনতে চেয়েছিল, কিন্তু তখন ওরা ওটা বিক্রি করতে চায়নি। বাকিগুলোও কেনার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিয়েছে ওগুলো

বিক্রির জন্যে নয়।

'হুঁ।' আর কিছু বলার মতো খুঁজে পেলো না রানা।

'বাজারে যদি ভালো কোনো জিনিস আসে, ঝান সেটা সবচেয়ে বেশি দাম দিয়ে কিনতে চায়, ফলে বেশিরভাগ জিনিস তার কপালেই জোটে। আপনারা এখানে কেন? ঝান হোগার্থ প্রিন্টগুলো চেয়েছে বলেই তো, নাকি?'

'আরেকটু হলে এখানে আমাদের আসা হতো না,' মন্তব্য করলো রানা, কিন্তু হয় ল্যাচাসি শুনতে না পাওয়ার ভান করলো, নয় গুরুত্ব দিলো না।

হাতে ট্রে নিয়ে ফিরে এলো হোস্টেস মেয়েটা। নিজের গ্লাসে চুমুক দিয়ে খুশি হলো রানা, নিজের হাতে তৈরি করা মার্টিনির কথা বাদ দিলে, এতো ভালো জিনিসের স্বাদ আর কোথাও পায়নি ও।

ব্রিটার সাথে কথা বলে চলেছে ল্যাচাসি, বিশাল জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে রানা। মনো-রেল নিশ্চয়ই ঘণ্টায় দেড়শো মাইল গতিতে ছুটছে অথচ কোচে বসে মনে হচ্ছে প্রান্তরের ওপর দিয়ে অনায়াস ভঙ্গিতে উড়ে চলেছে ওরা।

রেল ভ্রমণ শেষ হতে পনেরো মিনিটের সামান্য কিছু বেশি লাগলো। ধীরে ধীরে কমে এলো ট্রেনের গতি। কাছে আর দূরে কয়েক প্রস্থ কাঁটাতারের বেড়া দেখা গেল, তারপর উঁচু আর চওড়া একটা পাঁচিল, পাঁচিলের মাথায় কাঁটাতার, প্রায় বিশ ফুট পর্যন্ত উঠে গেছে।

পাঁচিলকে পাশ কাটিয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো মনো-রেল কার। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার, আকস্মিক নাটকীয়তার সাথে চারপাশের দৃশ্য বদলে গেল—চোখ জুড়ানো সবুজের সমারোহ, প্রচুর গাছপালা,

কিন্তু মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে দেখার সুযোগ হলো, কারণ তার-পরই ধনুকের মতো বাঁকা স্টেশনের কয়েকটা সাদা দেয়াল ঘিরে ফেললো ওদেরকে।

'আমার জন্যে আপনাদের গাড়িতে জায়গা হবে কি?' রানার দিকে তাকালো ল্যাচাসি। রানাও তার দিকে তাকিয়ে আছে, রীতি-মতো একটা ধাক্কার সাথে উপলব্ধি করলো কোটরে বসা চোখ দুটোয় প্রাণের কোনো লক্ষণ নেই।

'প্রচুর জায়গা,' জবাব দিলো ও।

'গুড। স্টেশন থেকে পথ দেখাবো আমি। মলিয়ের র‍্যান র‍্যাঞ্চ বেশ বড়, যদিও বড় বাড়িটা দেখতে না পাবার কোনো কারণ নেই। স্টেশনের কাছেই।'

র‍্যাম্প থেকে নামার পর রানার মনে হলো সময় যেন পিছিয়ে গেছে, ওরা দাঁড়িয়ে রয়েছে গত শতাব্দীর ছোটো একটা আমেরিকান রেলরোড স্টেশনের বাইরে। সন্দেহ নেই, র‍্যানের দুর্লভ সংগ্রহের মধ্যে এটাও একটা—ওয়েস্টার্ন কাহিনী থেকে তুলে আনা।

চারদিকে তাকালো রানা। কয়েক মিনিট আগে খয়েরি, রোদে পোড়া, মরু ঘাস দেখছিল ও। এখন, বিশাল পাঁচিল ডান আর বাম দিকে দ্রুত পিছিয়ে যাবার সময়, তাজা সবুজ ঘাস, গাছপালা, কৃত্রিম ঝর্ণা ইত্যাদি দেখতে পাচ্ছে। স্টেশন থেকে একটাই রাস্তা র‍্যাঞ্চের ভেতর দিকে চলে গেছে, রাস্তার দু'পাশে মাথা উঁচু করে রয়েছে সার সার গাছ, ছোটো একটা নালার ওপর সুদৃশ্য ব্রিজ। এরপর মেইন রোডের আরো শাখা বেরিয়েছে।

'ডান দিকে চলুন,' বললো ল্যাচাসি। 'তারপর মেইন ড্রাইভ ধরে সোজা ঢুকে পড়ুন।'

ভয়ে নয়, বিস্ময়ে আঁতকে উঠলো রিটা, আওয়াজটা শুনতে পেলো রানা। ওঁদের সামনে, গাঢ় সবুজ মখমল বিছানো লনের মাঝ-খানে, প্রকাণ্ড একটা সাদা বাড়ি। চওড়া ধাপগুলো উঠে গেছে পোর্টিকো-তে, পোর্টিকো থেকে চৌকো মোটা থামগুলো অনেক ওপরে সমতল ছাদে গিয়ে ঠেকেছে। এই ছাদটাই পিছিয়ে গিয়ে গোটা বাড়িটাকে ঢেকে ফেলেছে। লাল টালির ছাদ। ধবধবে সাদা বাড়িটার মাথায় যেন আগুন জ্বলছে। বাড়ির সামনে ডগউড গাছ, গাড়ি-পথের দু'দিকে—রানার মনে হলো, কোথায় যেন ঠিক এই দৃশ্য আগেও দেখেছে ও।

'টারা,' ফিসফিস করে বললো রিটা। 'এ টারা।'

'টারা?' বুঝলো না রানা।

'গন উইথ দ্য উইণ্ড। মার্গারেট মিচেল-এর বই···সিনেমা হয়েছে। সিনেমাতে আছে এই বাড়িটা। তুমি দেখোনি, রানা? ভিভিয়ান লিচ, ক্লার্ক গ্যাবল···।'

'ওহ্-হো!' মনে পড়লো রানার।

'বাহ্, ধরে ফেলেছেন দেখছি!' ল্যাচাসির সরু গলা যেন কানের পর্দায় আঁচড় কাটলো। 'বেশিরভাগ মানুষ বুঝতে আরো সময় নেয়। সিনেমায় বাড়িটা দেখার পর র‍্যান প্রেমে পড়ে যায়, বুঝলেন। এম. জি. এম.-এর কাছ থেকে ডিজাইনটা কিনে নেয় ও। আহ্, ওই যে ওখানে—আমাদের র‍্যান!'

চওড়া ধাপগুলোর পাশে স্যাব দাঁড় করালো রানা, শেষ ধাপে বিশালদেহী মানুষটা নিঃশব্দ হাসির ঝর্ণা বিশেষ। কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত এক মাদকতা—যেমন উষ্ণ, তেমনি উদাত্ত।

'মিসেস লুগানিস! আপনার স্বামীও কেন আসতে পারলেন না?

আরে, ইনি নিশ্চয়ই মিঃ রানা! আসুন-আসুন, বারান্দায় বসে গলা ভেজানো যাক। লাঞ্চের আগে আমাদের হাতে প্রচুর সময়।'

মলিয়ের খানের মুখের রঙ লাল, চেহারায় আশ্চর্য সরলতা, বয়স্ক শিশু যেন। নাকি, ভাবলো রানা, পরিণত শয়তান? স্যাব থেকে ধীরে ধীরে নামলো ও। খানের বয়স···আন্দাজ করা কঠিন, পঁয়তাল্লিশ থেকে ষাটের মধ্যে হবে। মাথায় কালো চুল, পরচুলা কিনা কে জানে। তবে হাঁটা-চলায় প্রাণশক্তির প্রাচুর্য অনায়াসে ধরা পড়ে। শিশুসুলভ উৎসাহে সারাক্ষণ হাসছে। সব কিছু মিলিয়ে বানোয়াট একটা ব্যাপার—চেহারা, আচরণ দুটোই। এই লোকই কি নতুন সও মং? হান্সিসের নব নির্বাচিত নেতা?

'আসুন, মিসেস লুগানিস,' খানকে বলতে শুনলো রানা, '···আসুন, মিঃ রানা। জানি আমরা টেক্সাসে রয়েছি, কিন্তু দুনিয়ার সেরা মিন্ট জুলিপ তৈরি করতে পারি আমি। কেমন লাগছে শুনতে? মিন্ট জুলিপ, টেক্সান স্টাইল!' এবার সশব্দে, সংক্রামক হাসি উদগিরণ করলো সে। 'টুকরো বরফ দিয়ে আপনি শুধু গ্লাস ভরবেন, তারপর জিন ঢালবেন, সাথে পুদিনার কয়েকটা পাতা।' অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো সে, তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো রানা আসছে কিনা।

হ্যাঁ, ধনকুবেরের চোখে চোখ রেখে ভাবলো রানা, এ লোক নতুন সও মং হতে পারে। প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর এ-ধরনের একজন লোককেই সও মং নির্বাচিত করার কথা।

এরপর রানার চোখ পড়লো কংকালসার পিয়েরে ল্যাচাসির দিকে, পোর্টিকোর রোদ আর ছায়ার মধ্যে উঁচু টাওয়ারের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। নাকি ল্যাচাসি? মলিয়ের খানকে সামনে ঠেলে

দিয়ে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে নতুন সও মং—পিয়েরে ল্যাচাসি? হান্সিস তার নেতার নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র করার জন্যে এ-ধরনের ক্যামোফ্লেজ... কাভারের ব্যবস্থা করলে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। সমস্ত সম্পত্তি আর ক্ষমতা হয়তো ল্যাচাসির হাতে রয়েছে, কিন্তু ভাব দেখানো হচ্ছে মলিয়ের খানই সর্বেসর্বা। হতে পারে না?

সিংহের গর্তে ঢোকার পর এখন সেটাই জানতে হবে রানাকে।

দশ

খানের কড়া মিন্ট জুলিপ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলো রানা, বদলে আরেকটা ভোদকা মার্টিনি চাইলো ও।

'অবশ্যই, অবশ্যই!' ব্যস্ত হয়ে উঠলো খান। 'আপনার যা খুশি। খাওয়া আর পান করার ব্যাপারে কোনো পুরুষের ওপর আমি জোর খাটাই না। কিন্তু যদি মেয়েদের কথা বলেন···মানে, সেটা আলাদা ব্যাপার।'

'কি বলতে চান?' তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করলো রানা।

বারান্দার প্রধান দরজা দিয়ে সাদা কোট পরা একজন বেয়ারা ঢুকেছে, বড়সড় ট্রলি বার-এর পিছনে সতর্ক অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে

সে। ঝান নিজের হাতে অতিথিদের আপ্যায়ন করে তৃপ্ত হতে চায়। বোতলের ওপর দিয়ে তাকালো সে, হাত দুটো শরীরের দু'পাশে শূন্যে স্থির হয়ে আছে, সরল মুখ বিস্ময়ের মুখোশ। 'আমি দুঃখিত, মিঃ রানা। আপনাকে আহত করলাম?'

জবাবে কাঁধ ঝাঁকালো রানা। 'বললেন পুরুষদের খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে জোর খাটান না, তারপর বললেন মেয়েদের ব্যাপারে খাটান। আমি কথাটার মানে জানতে চেয়েছি।'

শান্ত হলো ঝান, ঢিল পড়লো পেশীতে, আবার হাসলো সে। 'একটা জোক, মিঃ রানা। জাস্ট এ জোক, অ্যামাঙ মেন অভ দ্য ওয়ার্ল্ড। অর, মে বি ইউ আর নট আ ম্যান অভ দ্য ওয়ার্ল্ড?'

'সে অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে আছে বটে।' চেহারায় অসন্তোষের ভাব ধরে রাখলো রানা। 'কিন্তু তবু আমি বুঝতে অক্ষম মেয়েদের সাথে অন্য রকম ব্যবহার কেন করা হবে।'

'আমি শুধু বলতে চেয়েছি মেয়েদেরকে মাঝেমধ্যে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে প্রলুব্ধ করতে হয়।' রিটার দিকে ফিরলো ঝান। 'কি, মিসেস লুগানিস, মাঝে মধ্যে প্রলুব্ধ হতে ইচ্ছে করে না?'

হেসে উঠলো রিটা। 'সেটা নির্ভর করে কে, কিসের জন্যে প্রলুব্ধ করতে চায়...।'

মাঝখান থেকে সরু মেয়েলি গলায় পিয়েরে ল্যাচাসি মন্তব্য করলো, 'আমার ধারণা ঝান সেই পুরনো প্রচলিত কথাটার ওপর ভিত্তি করে জোক করার চেষ্টা করছিল—মেয়েরা যখন "না" বলে তখন আসলে তারা বলতে চায় "হয়তো"।'

'আর যখন ওরা "হয়তো" বলে তখন আসলে বলতে চায় "হ্যাঁ",' হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে কথাটা শেষ করলো ঝান।

'আচ্ছা।' টেবিল থেকে মার্টিনির গ্লাসটা তুলে নিলো রানা, শব্দটা এমন নিরস সুরে উচ্চারণ করলো যেন ওর ভেতর রসবোধ বলে কিছু নেই। মনে মনে এই মাত্র একটা হিসেব শেষ করেছে ও—মলিয়ের ঝানের মতো লোকের সাথে খেলতে হলে বিপরীতধর্মী একটা ভূমিকা গ্রহণ করাই সবদিক থেকে ভালো।

'তা সে যাই হোক,' বলে গ্লাসটা উঁচু করলো ঝান, 'আসুন, হাতের কাজটা শেষ করি। তারপর, সম্ভবত, মিঃ রানা, হোগার্থের শিল্পকর্মের সাথে পরিচিত হওয়া যাবে। লাঞ্চের আগে হাতে সময় রয়েছে।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালো রানা, তারপর মন্তব্য করলো, 'টাইম ইজ মানি, মিঃ ঝান।'

'কি যে বলেন, সময় জাহান্নামে যাক।' চেহারায় গর্ব নিয়ে বললো ঝান। 'আমার টাকা আছে, আর আপনার আছে সময়। কিংবা আপনার যদি না থাকে, আমি সেটা কিনে নেবো। এতো দূরের পথ ভেঙে অতিথিরা যাঁরা আমার এখানে আসেন, তাঁদের আমি আনন্দ-ফূর্তির ভাগ না দিয়ে ছাড়ি না।' থামলো সে, যেন রিটাকে অনুরোধ করছে। 'আপনারা ক'টা দিন থেকে যাবেন, কি বলেন, মিসেস লুগানিস? প্লিজ। সব ব্যবস্থা করা হয়েছে, গেস্ট কেবিন খুলে...।'

'দু'একদিনে কিছু এসে যাবে না, কি বলো, রানা?' আবেদনের ভঙ্গিতে রানার দিকে তাকালো রিটা, চেহারায় আবদারের ভাবটুকু নিখুঁতভাবে ফুটলো।

দীর্ঘশ্বাস ফেললো রানা, ঠোঁট জোড়া প্রসারিত করলো। 'কিন্তু... মানে...।'

'আপত্তি করো না, প্লিজ, রানা। তুমি চাইলে গ্রেগকে আমি

ফোন করতে পারি…।'

'সিদ্ধান্তটা তুমি নেবে,' গম্ভীর গলায় জানিয়ে দিলো রানা।

'বাস, মিটে গেল।' হাত দুটো পরস্পরের সাথে ঘষলো ঝান। 'এবার…মানে…হোগার্থ প্রিন্টগুলো এখন কি একবার দেখা সম্ভব?'

রিটার দিকে তাকালো রানা। 'তোমার যদি কোনো অসুবিধে না থাকে, মিসেস লুগানিস।'

মিষ্টি করে হাসলো রিটা। 'প্রিন্টের ব্যাপারে তোমার কথাই শেষ কথা, রানা। আমার স্বামী ওগুলো তোমার হাতে তুলে দিয়েছে।'

ইতস্তত করলো রানা। 'ঠিক আছে, আমি তো কোনো অসুবিধে দেখছি না। তবে চাইবো, মিঃ ঝান, ওগুলো আপনি বাড়ির ভেতর দেখবেন।'

'প্লিজ।' খুশিতে যেন লাফাতে শুরু করলো ঝান, তার বিশাল শরীর এক পা থেকে আরেক পায়ে ঘন ঘন ভর দিচ্ছে। 'প্লিজ কল মি মলিয়ের। আপনি এখন টেক্সাসে রয়েছেন।'

পকেট থেকে গাড়ির চাবি বের করলো রানা, ধাপ বেয়ে নেমে গেল স্যাবের কাছে।

বিশেষ ধরনের উত্তাপ-প্রতিরোধক একটা ফোল্ডারে রয়েছে প্রিন্ট-গুলো। স্যাবের বড়সড় বুটে, একটা শেলফের তলায় ফলস্ কম-পার্টমেন্ট, সেখান থেকে ফোল্ডারটা বের করলো রানা। শরীর দিয়ে আড়াল করে রাখলো, পোর্টিকো থেকে ওরা যাতে দেখতে না পায় কোত্থেকে বেরুলো। বুট তালা লাগিয়ে উঠে এলো ও।

'কি সুন্দর গাড়ি,' স্যাবের দিকে সন্দেহ ভরা তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থেকে বললো ঝান, তার সরল চেহারার সাথে দৃষ্টিটা মানালো না।

'এ-ধরনের আর যতো গাড়ি আছে, দৌড়ে এটার সাথে সেগুলোর

একটাও পারবে না,' বললো রানা।

'অ্যা, তাই নাকি?' ঝিক্ করে উঠলো ঝানের চোখ, দৃষ্টিতে প্রায় ধরা পড়ে এমন একটা আনন্দের তরঙ্গ নাড়া দিয়ে গেল তার বিশাল দেহটাকে। 'বেশ তো, সেটা না হয় পরীক্ষা করে দেখবো আমরা। কয়েকটা গাড়ি আমারও আছে, ট্র্যাকও পাবেন আমার র‍্যাঞ্চে। ইচ্ছে করলেই আমরা একটা আয়োজন করতে পারি, কি বলেন? লোকাল গ্র্যা প্রি?'

'নয় কেন।' ফোল্ডার নেড়ে বাড়ির ভেতর দিকটা দেখালো ঝান।

'ও, হ্যাঁ-হ্যাঁ!' উত্তেজনায় কেঁপে উঠলো ঝান। 'মিসেস লুগা-নিসকে পিয়েরের নিরাপদ হাতে রেখে যেতে পারি আমরা। লাঞ্চের পর আপনাদেরকে গেস্ট কেবিনে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা হবে। তার-পর ঝান র‍্যাঞ্চে গাইডেড টুরের আয়োজন করা যাবে। বুঝলেন, মিঃ রানা, আমার র‍্যাঞ্চ নিয়ে আমি গর্বিত।'

লম্বা দরজার দিকে ইঙ্গিত করলো সে, পথ থেকে সরে গিয়ে রানা-কে আগে ঢুকতে দিলো। বিশাল, শীতল হলওয়ে; নকশা-কাটা কাঠের মেঝে, মাঝখানে সোনালি সিঁড়ি। আর যাই হোক, স্টাইলের সাথে বেঁচে থাকতে জানে মলিয়ের ঝান।

'আমাদের প্রিন্ট-রুমে যাওয়া উচিত, কি বলেন?' সিঁড়ি বেয়ে একটা চওড়া করিডরে নেমে এলো ঝান, প্রচুর বাতাস। রানাকে পাশে নিয়ে দরজা খুললো।

বিস্ময়ের একটা ধাক্কা অনুভব করলো রানা। কামরাটা খুব বড় নয়, তবে দেয়ালগুলো অসম্ভব উঁচু, খানিক পর পর ওপর থেকে পর্দা নেমে এসেছে। লাখ লাখ ডলারের সম্পত্তি, দেয়ালের সাথে ঝুলছে। কেনসিংটনে যতো কষ্টই শিখে থাকুক রানা, দেয়ালের

বেশ কয়েকটা প্রিন্ট চিনতে পারলো ও।

কমপক্ষে চারটে ভারি দুর্লভ হলবীনস রয়েছে। কিছু অমূল্য গ্রেফিং কার্ড, যদিও অতিমাত্রায় রঙ চড়ানো। বাক্সটার-এর কালার প্রিন্ট একটাই, সই করা (ইনস্ট্রাক্টর রানাকে জানিয়েছিল, বাক্সটারের কালার প্রিন্ট সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব)। আরেকটা সেট দেখে মনে হলো আসল বিউইকস। শুধু দেয়ালে নয়, পর্দার ওপরও শোভা পাচ্ছে অনেক প্রিন্ট। আড়ালে রাখা স্পীকার থেকে হালকা যন্ত্র-সঙ্গীতের আওয়াজ ভেসে আসছে, ঠাণ্ডা কামরার ভেতর ছড়িয়ে দিচ্ছে বিমল শান্তি। পালিশ করা কাঠের মেঝে, আয়নার মতো ঝক-ঝকে। কামরার এখানে সেখানে কয়েকটা চেয়ার, আর জানালার পাশে একটা মাত্র টেবিল, আর কোনো ফার্নিচার নেই। এগুলোও, রানা ধারণা করলো, অমূল্য অ্যান্টিকস-ই হবে।

'মোটামুটি ভালো কালেকশন, কি বলেন, মিঃ রানা?' কামরার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রানার জবাব পাবার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে থাকলো ঝান।

'বেশ ভালো। বড় বড় সংগ্রাহকদের সম্পর্কে জানি কিভাবে কোনটা সংগ্রহ করা হয়েছে তা তারা কাউকে জানায় না, কাজেই সে প্রশ্ন আপনাকে আমি করবো না।' হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলো রানা। 'প্রফেসর লুগানিসের মুখে শুনেছি আপনার নাকি দুটো শখ বা দুর্বলতা আছে…।'

'মাত্র দুটো?' ঝানের একটা ভুরু উঁচু হলো, চেহারায় বিস্ময়।

'প্রিন্ট আর আইসক্রীম,' বললো রানা। টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালো ও, ওর পিছনে আকস্মিক অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো ঝান।

হঠাৎ শুরু, হঠাৎই আবার থামলো হাসি। 'আপনার প্রফেসর লুগানিস ভুল তথ্য পেয়েছেন। প্রিন্ট আর আইসক্রীম ছাড়াও আরো অনেক শখ আছে আমার—হ্যাঁ, দুর্বলতাও বলতে পারেন। দুর্বলতার প্রসঙ্গ যখন উঠলোই, তাহলে বলি—অনেক মানুষের জীবনে টাকা-টাই সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হয়ে দেখা দেয়। আমারও দেখা দিয়ে-ছিল…।'

'দিয়েছিল?'

'প্লিজ, মিঃ রানা! হ্যাঁ—কিন্তু সে দুর্বলতা এখন আর নেই আমার। আমি ভাগ্যবান, যুবা বয়সেই টাকার পাহাড় বানিয়ে ফেলি। পিয়েরে ল্যাচাসি শুধু আমার সঙ্গী আর বন্ধুই নয়, অভিজ্ঞ ব্যবসায়িক উপ-দেষ্টাও বটে। প্রথম জীবনে যে টাকাটা আমি রোজগার করি, সেটা পরে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতুর্গুণ, এভাবে বাড়তে থাকে। সত্যি কথা বলতে কি, লোকটা প্রতিভা। দুর্বলতার পিছনে যতোই আমি দু'-হাতে খরচ করতে থাকি, আমার টাকা আর সম্পত্তি ততোই বাড়তে থাকে!'

হঠাৎ রানার দিকে হাত বাড়ালো মলিয়ের ঝান, প্রিন্টগুলো চাইছে। মুহূর্তের জন্যে দ্বিধায় পড়লো রানা; প্রিন্ট সম্পর্কে লোকটা কতোটুকু জানে, এগুলো যে নকল দেখার সাথে সাথে ধরে ফেলবে না তো? তবে এ-বিষয়ে এখন আর উদ্বিগ্ন হয়ে কোনো লাভ নেই।

কেন কে জানে, হাতটা আবার ফিরিয়ে নিলো ঝান, অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল, 'একটা কথা, মিঃ রানা। পিয়েরে ল্যাচাসির অদ্ভুত চেহারা—ওটা আপনাকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখতে হবে। শুকনো পেন-সিলের মতো দেখতে ও। জানি, দেখে মনে হয় আপনি ওকে ভেঙে দু'টুকরো করে ফেলতে পারবেন। কিন্তু চোখ ধোঁকা দিতে পারে,

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

-কথা মানেন তো ? আমার পরামর্শ, এ-ধরনের কিছু ভাবতেও যাবেন
। আপনার ভালোর জন্যেই বললাম কথাটা। বিশ্বাস করুন, বুনো
একটা ঘোড়ার চেয়েও বেশি শক্তি রাখে ল্যাচাসি।

'ওর দুর্ভাগ্য—কার অ্যাক্সিডেন্ট,' বলে চললো খান। 'পা থেকে
মাথা পর্যন্ত নতুন করে গড়তে ওর পিছনে তিন রাজার ভাণ্ডার শেষ
করেছি আমি। শরীরটা ভয়ানক জখম হয়েছিল, তবে আসল সর্বনাশ-
হয় পুড়ে গিয়ে। দুনিয়ার সেরা সার্জেনদের দিয়ে চিকিৎসা করা
হয়েছে, তারা প্রায় নতুন একটা মুখ তৈরি করে দিয়েছে ওকে।
ল্যাচাসির অন্যতম দুর্বলতা হলো গতি। ও খুব ভালো ড্রাইভার।
আগামীকাল গ্রাঁ প্রি-র আয়োজন করবো বলেছি, মনে আছে তো ?
আপনাকে ওর সাথেই প্রতিযোগিতায় নামতে হবে—পিয়েরে ল্যাচা-
সির সাথে।'

প্লাস্টিক সার্জারী আর প্রায় নতুন একটা শরীর ? কৌতূহল এবং
বিস্ময় বোধ করলো রানা। উ সেন ওর হাতে গুলি খেয়েছিল সত্যি
কথা, কিন্তু তারপর কি হয়েছিল জানা নেই রানার, শুধু শুনেছিল
তার পরম শত্রু মারা গেছে। এমন কি হতে পারে উ সেন মারা যায়-
নি...তার মৃত্যুর মিথ্যে খবর রটানো হয়, পরে হয়তো এক সময়
সত্যি কার অ্যাক্সিডেন্টে আহত হয় সে ?

উঁহু', এ-সব কথা ভেবে মাথাটাকে ভারি করার কোনো মানে হয়
না। ঘটনাগুলোকে আপন গতিতে ঘটতে দেয়া যাক, দেখা যাক তা
থেকে কতোটুকু জানা যায়।

'হোগার্থ, মিঃ রানা।' রানার সামনে হাত পাতলো মলিয়ের
খান। 'প্লিজ।'

সাবধানে, অত্যন্ত সাবধানে ফোল্ডারটা খুললো রানা। টিস্যু

দিয়ে মোড়া প্রিন্টগুলো একটা একটা করে বের করলো, পাশাপাশি
সাজিয়ে রাখলো টেবিলে—রাখার আগে মোড়ক খুললো।

একটা নির্দিষ্ট সাবজেক্ট নিয়ে অনেক কাজ আছে হোগার্থের, "দ্য
লেডি'স প্রোগ্রেস" তারই একটা। প্রথম দুটো প্রিন্টে দেখানো হয়েছে
ভদ্রমহিলা বিলাস-ব্যসনে অলস জীবনযাপন করছেন। তৃতীয়টায় তাঁর
পতন চিত্রিত হয়েছে, যখন জানা গেল তাঁর স্বামী অসংখ্য পাওনা-
দার রেখে মারা গেছেন অর্থাৎ ভদ্রমহিলা এই মুহূর্তে অসহায়
কপর্দকহীন। পরবর্তী তিনটে প্রিন্টে রয়েছে তাঁর অধঃপতনের বিভিন্ন
স্তর—মদের নেশা তাঁকে সাধারণ একটা বেশ্যায় পরিণত করলো,
এবং সবশেষে তিনি তাঁর প্রথম জীবনের অভিশপ্ত চেহারা ফিরে
পেলেন : সপ্তদশ শতাব্দীর নিঃস্ব লণ্ডনবাসিনীদের একজন—বিধ্বস্ত,
হাভাতে, পাপে নিমগ্ন, নোংরা।

প্রিন্টগুলোর দিকে ধীরে ধীরে ঝুঁকতে শুরু করলো মলিয়ের খান,
চেহারা দেখে রানার মনে হলো লোকটা ধ্যানে রয়েছে। অবশেষে
আটকে রাখা নিঃশ্বাস ছাড়লো সে। 'রিমার্কেবল!' আবেগে তার
গলা বুজে এলো। 'কোয়াইট রিমার্কেবল! ডিটেলস-গুলো দেখ-
ছেন, মিঃ রানা, মুখগুলো ? আর আরচিন-গুলো, এই যে এখানে,
জানালা দিয়ে উঁকি দিচ্ছে ? ওহ্, গড, শুধু এগুলোর দিকে তাকিয়ে
একজন মানুষ সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারে! প্রত্যেক দিন
নতুন একটা কিছু পাবেন আপনি। বলুন—বলুন, মিঃ রানা! কি
দাম চান আপনি ?'

কিন্তু এখুনি রানা পরিষ্কার কিছু বলতে চায় না। প্রফেসর লুগা-
নিস এখনো ঠিক জানেন না প্রিন্টগুলো তিনি বিক্রি করবেন কিনা।
'আপনাকে প্রথম স্বীকার করতে হবে, মিঃ খান, যে এ-ধরনের আর্ট-

ammsumon@yahoo.com
www.murchona.com

টেমের মূল্য নির্ধারণ করা অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। দে আর ইউনিক। আর কোনো সেটের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু এগুলো জেনুইন। গাড়িতে অথেনটিকেশন ডকুমেন্ট আছে···।'

'এগুলো আমাকে পেতে হবে!' ঝান রুদ্ধশ্বাসে বললো, ভূতে পাওয়া লোকের মতো ঝাপসা দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকালো সে। 'এর কোনো বিকল্প নেই···।'

'কি পেতে হবে তোমাকে, ঝান? কিসের কোনো বিকল্প নেই?' মৃদু, কোমল কণ্ঠস্বর কোকিলের ডাকের মতো পরিষ্কার, ক্ষীণ একটু ফরাসী টান। ভেসে এলো দরজার কাছ থেকে। ঝান বা রানা, দু'-জনের কেউই দরজা খোলার আওয়াজ পায়নি।

দু'জনেই ওরা টেবিলের দিকে পিছন ফিরলো। একটা হার্টবিট মিস করলো রানা। এমন পবিত্র রূপ, এমন কমনীয় চেহারা আগে কখনো দেখেছে কিনা মনে করতে পারলো না। ধীরে ধীরে চোখের ঝাপসা দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে এলো ঝানের, আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো তার চেহারা, গলা থেকে বেরিয়ে এলো সাদর সম্ভাষণ, 'ডার্লিং, মাই ডার্লিং! এসো, তোমার সাথে মিঃ মাসুদ রানার পরিচয় করিয়ে দিই। উনি প্রফেসর লুগানিসের প্রতিনিধিত্ব করছেন। মিঃ রানা, ও আমার বান্ধবী, বান্না বেলাডোনা।'

ধারণা ছিলো বেলাডোনার বয়স কম হবে, তবে এতো কম আশা করেনি রানা। রাগে পিত্তি জ্বলে গেল ওর, এই মেয়েকে বিয়ে করতে চায় ঝান? মেয়ের বয়েসী একটা মেয়েকে? কতো খুব বেশি হলে বাইশ কি তেইশ হবে বেলাডোনা। সোফাটোড়ায় এখনো দাঁড়িয়ে আছে সে, যেন ক্যামেরার সামনে পোজ দিচ্ছে, বিশাল জানালা দিয়ে ঢুকে তার সারা শরীরে ফ্লাডলাইটের মতো জ্বলছে সোনালি

রোদ। এ যেন মঞ্চে নায়িকার আবির্ভাব।

পরনে নিখুঁতভাবে কাটা জিনস, আর রয়্যাল ব্লু সিল্ক শার্ট; গলায় গিট বাঁধা উজ্জ্বল বহুরঙা রুমাল। বান্না বেলাডোনা এমন একটা হাসি উপহার দিলো রানাকে, চরম নারীবিদ্বেষী পুরুষও হাঁটুর কাছে দুর্বলতা অনুভব করবে।

বেলাডোনা লম্বা, রানার সাথে মানানসই। লম্বা পায়ে দীর্ঘ পদক্ষেপ, সরাসরি যেন রানার দিকেই এগিয়ে আসছে সে। রানা উপলব্ধি করলো, এ মেয়ের কাছে যে-কোনো পরিবেশই ঘরোয়া, সবখানেই সে স্বচ্ছন্দ, কোথাও আড়ষ্ট হতে জানে না। দেহ-সৌষ্ঠব আর হাঁটা-চলায় একটা মেয়ের মধ্যে যে-সব বৈশিষ্ট্য থাকলে মনে পুলক জাগে, তার সবই অকৃপণ হাতে ওকে দান করেছেন ঈশ্বর। ঘরে, ঘরের বাইরে, খেলায়, অবসর মুহূর্তে, শয়নে, নির্জনে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সে অভিজাত, সৌন্দর্যের প্রতীক।

বেলাডোনা আরো কাছে চলে এলো, রানা অনুভব করলো দু'-জনের মধ্যে একটা অদৃশ্য সংযোগ ঘটে গেল, অনেকটা যেন কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনের মতো। অনুভূতিটা রানাকে যেন জানিয়ে দিয়ে গেল, পরস্পরের কাছে দু'জনেরই বহু কিছু পাওয়ার আছে।

কালো আগুনের অস্তিত্ব যদি সম্ভব হয়, কোথাও না হোক বেলাডোনার চোখে তা আছে। আবলুস কালো চোখের সাথে মিল রেখে দীর্ঘ চুল কাঁধে ঢলে পড়েছে, সেখান থেকে অবহেলায় ঠেলে নামিয়ে দেয়া হয়েছে পিঠের বাঁ দিকে। কালো আগুন থেকে ঝলমলে বুদ্ধির আলো ছড়াচ্ছে, তারুণ্যে ভরপুর বয়সকে ছাড়িয়ে আরো অনেক দূর এগিয়ে গেছে সেই আলো। দৈহিক গড়নের সাথে চুলচেরা ভারসাম্য রক্ষা করছে অবয়ব—দীর্ঘ, সরু নাক; আবেদনভরা মুখ, সরু নিচের

ঠোঁট ওপরটার চেয়ে একটু কম সরু, তাতে করে চেহারায় ইন্দ্রিয়পরায়ণতার ছাপ ভালোই ফুটেছে। এই ব্যাপারটাও রানাকে কম আকৃষ্ট করলো না। বেলাডোনার হাত, করমর্দনের সময় অনুভব করলো রানা, কোমল, কিন্তু যখন চাপ দিলো তখন রীতিমতো কঠিন। এই হাত আদর করতে জানে, আবার শক্ত মুঠোয় ধরতে জানে পাগলা ঘোড়ার লাগাম।

'হ্যাঁ, মিঃ রানাকে আমি জানি। এই মাত্র মিসেস লুগানিসের সাথে পরিচিত হলাম। আপনার সাথে পরিচিত হয়ে আনন্দিত হলাম ·· মে আই কল ইউ রানা, প্লিজ ?'

'অফকোর্স।'

'ওয়েল, আই য়্যাম বেলাডোনা। জানতে পারি, মিঃ ঝানকে কিসের লোভ দেখিয়ে অপচয় করাতে চাইছো, রানা ? হোগাথ প্রিন্টস ?'

হেসে উঠলো ঝান, গলার ভেতর থেকে উঠে আসা আনন্দোচ্ছ্বাস জলপ্রপাতের গর্জন হয়ে বাজলো কানে। বেলাডোনার সামনে দাঁড়িয়ে জাপানীদের প্রিয় ভঙ্গিতে মাথা নোয়ালো সে, যেন দেবীর সামনে নত হলো ভক্ত। তারপর সে বললো, 'ওহ্ গড! ওর মুখে অপচয়ের কথা!' কেঁপে কেঁপে হাসতে লাগলো সে, দাড়িবিহীন গ্রীষ্মকালীন সান্তা ক্লজ।

বেলাডোনার আরো সামনে এসে তার কোমরে হাত রাখলো ঝান, কাছে টানলো, টেনে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলো পিঠ উঁচু একটা অ্যান্টিকস্ চেয়ারে। বেলাডোনার চোখে একটা ছায়া পড়তে দেখলো রানা, সেই সাথে লক্ষ্য করলো ঝানের স্পর্শ পাবার সাথে সাথে মৃদু শিউরে উঠলো সে।

'এগুলোর ওপর শুধু একবার চোখ বুলাও, ডার্লিং! আসল জিনিস! সারা দুনিয়ায় কোথাও আর এরকম নেই। ভিটেলস দেখো, মেয়েলোকটার মুখ। তারপর লোকগুলোকে দেখো, মদে চুর ··।'

এক এক করে প্রিন্টগুলো পরীক্ষা করছে বেলাডোনা, তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানা। মেয়েটার চোখ থেকে শুরু হলো, নেমে এলো ঠোঁটে—ক্ষীণ, ঠোঁট টেপা হাসি। শেষ প্রিন্টটায় সুন্দর লম্বা আঙুল ঠেকে রয়েছে। 'ওটা কিন্তু লাইফ থেকে আঁকা হয়ে থাকতে পারে, মিঃ ঝান।' হাসলো বেলাডোনা, যেন বীণার তার কেঁপে উঠলো। না, কথার সুরে কোনো অভিযোগ বা ঘৃণা নেই। 'লোকটা ঠিক আপনার মতো দেখতে।'

থুঁতনিতে হাত দিয়ে কৃত্রিম রণভঙ্গিতে সিধে হলো ঝান। 'তবে রে!'

'তাহলে শোনা যাক,' রানার দিকে ফিরলো বেলাডোনা, 'কতো চাইছেন আপনি ?'

'কোনো দাম বলা হয়নি।' হাসি মুখে বললো রানা, বেলাডোনার চোখে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো, ওগুলোয় যেন ব্যঙ্গ ফুটে আছে। 'এমনকি ওগুলো যে বিক্রির জন্যে এমন কথাও আমি বলতে পারছি না।'

'তাহলে কেন··· ?' বেলাডোনার চেহারা আগের মতোই শান্ত।

'মিঃ ঝান প্রফেসর আর তাঁর স্ত্রীকে এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। প্রিন্টগুলো উনি সবার আগে দেখতে চেয়েছিলেন··।'

'কাম অন, মিঃ রানা! বলুন, সবার আগে অফার দিতে চেয়েছিলাম।' ঝানের মধ্যে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করলো না রানা, অথচ বেলাডোনা আর তার মধ্যে কি যেন একটা আছে—বোঝা যায়

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

না, তবে আছে।

ইতস্তত একটা ভাব দেখা গেল বেলাডোনার মধ্যে, তারপর সে বললো, 'একটু পরেই লাঞ্চ সার্ভ করা হবে। তারপর আপনাদেরকে গেস্ট কেবিনে পৌঁছে দেবো আমরা…।'

'আর তারপর একটা গ্রাঁ প্রি-র আয়োজন করা হবে—তুমি কি বলো, ডার্লিং?'

'মার্ভেলাস,' দরজার সামনে থেমে ঘুরলো বেলাডোনা, 'মিঃ খান। হোয়াই নট? আপনি মিসেস লুগানিসকে সঙ্গ দেবেন, আর আমি রানাকে চারদিকটা ঘুরিয়ে দেখাবো। কেমন হবে সেটা?'

কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সাথে খান বললো, 'আপনার ওপর আমার নজর রাখতে হবে, মিঃ রানা, প্রিয় বান্ধবীকে যদি একা আপনার সাথে যেতে দিই।' রানার উদ্দেশে চোখ মটকালো সে।

ইতিমধ্যে, যদিও, অদৃশ্য হয়েছে বেলাডোনা।

অনেকক্ষণ হলো খান র‍্যাঞ্চে এসেছে ওরা, ভাবলো রানা, এবার কিছু কাজ হওয়া দরকার। খান আবার কথা শুরু করার আগেই প্রসঙ্গটা পাড়লো ও, প্রশ্ন করলো সরাসরি, 'মিঃ খান, প্রফেসর লুগানিসকে ওভাবে আমন্ত্রণ জানাবার মানে কি জানতে পারি?'

লাল মুখ রানার দিকে ফিরলো, চেহারায় বিস্ময় এবং সরলতা। 'ওভাবে মানে, মিঃ রানা?'

'প্রফেসর বলেছেন, এ-ব্যাপারে আমি যেন আপনার কাছে একটা ব্যাখ্যা চাই। সত্যি কথা বলতে কি, উনি চাননি রিটা…মিসেস লুগানিস এখানে আসুক। রিটা জেদ করে এসেছে।'

'কিন্তু কেন? আমি তো কিছুই…।'

'আমাকে ওঁরা যেমন বলেছেন—আপনার আমন্ত্রণ নাকি গায়ের

জোরে গেলানোর চেষ্টা করা হয়েছিল।'

'গায়ের জোরে?'

'গায়ের জোর। হুমকি। আগ্নেয়াস্ত্র।'

মাথা নাড়লো খান, হতভম্ব। 'হুমকি? আগ্নেয়াস্ত্র? আমি তো শুধু জেটটা নিউ ইয়র্কে পাঠিয়েছি। ল্যাচাসিকে বলেছিলাম আমাদের পরিচিত একটা ফার্মকে দিয়ে আয়োজনটা করাতে—মাঝে মধ্যে এটা-সেটা করে দেয় ওরা, প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন অ্যাণ্ড বডিগার্ড সার্ভিস। সাদামাঠা, সাধারণ একটা আমন্ত্রণ; আর প্রিট ও প্রফেসর দম্পতি যাতে নিরাপদে প্লেনে উঠতে পারে তার জন্যে একজন গার্ডের ব্যবস্থা।'

'ফার্মের নাম?'

'নাম? ডুপ্রে সিকিউরিটি। হেনরি ডুপ্রে হলো গিয়ে…।'

'একজন গুণ্ডাসর্দার, মিঃ খান।'

'গুণ্ডাসর্দার? কি বলছেন! অসম্ভব! ছোটোখাটো অনেক কাজ করেছে সে আমাদের…।'

'আপনার নিজস্ব সিকিউরিটি আউটফিট রয়েছে, মিঃ খান। আলাদাভাবে একটা নিউ ইয়র্ক এজেন্সিকে ব্যবহার করা হলো কেন?'

'আপনি আসলে…,' শুরু করলো খান। 'বাই গড! আগ্নেয়াস্ত্র! হুমকি! আমার নিজের লোকেরা? কিন্তু ওরা স্থানীয় লোক, আগে কখনো বাইরে কোথাও কাজে পাঠাইনি। আপনি বলতে চাইছেন, ডুপ্রের লোকেরা সত্যিকার অর্থে লুগানিসদের হুমকি দিয়েছে?'

'প্রফেসর ও তাঁর স্ত্রীর ভাষা ছিলো, ডুপ্রে কথা বলেছে, আর তার সশস্ত্র সঙ্গীরা তাকে সহায়তা করেছে।'

'ওহ্, গড!' হতাশায় ঝুলে পড়লো খানের মুখ। 'ল্যাচাসির সাথে

ammsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

আমাকে কথা বলতে হবে। গোটা ব্যাপারটা তার দায়িত্বে ছিলো। সত্যি এই কারণেই কি প্রফেসর আসতে পারলেন না?'

'এটা মাত্র একটা কারণ। আরেকটা কারণ ওদের জীবননাশের চেষ্টা করা হয়।'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলো ঝান। 'কি বললেন?'

'প্রাণনাশের চেষ্টা, হত্যাকাণ্ড—খুন।'

'খুনের চেষ্টা?' জেসাস ক্রীস্ট, মিঃ রানা! ঠিক ধরেছেন, অবশ্যই আমি জানবো কি ঘটেছে। হতে পারে বুঝতে ভুল করেছিল ডুপ্রে। কিংবা ল্যাচাসি এমন কিছু বলেছিল···গড, আই য়্যাম সরি। আমার কোনো ধারণাই ছিলো না। যদি দরকার হয়, ডুপ্রেকে আমরা এখানে ডেকে আনাবো। বাজি ধরতে পারেন, দিন শেষ হবার আগেই লেজ নাড়তে নাড়তে এখানে পৌঁছে যাবে সে।'

ঝান অভিনয়ে দারুণ পারদর্শী, এটুকু স্বীকার করতে হলো রানাকে। সন্দেহভাজন বন্ধুর আরেকটা গুণের পরিচয় পাওয়া গেল। সেই সাথে জানা গেল তার আমন্ত্রণে যদি ভুলভাল হয় বা ত্রুটি থাকে, সংশোধন করে নেয়ার সামর্থ্য রাখে সে, সামর্থ্য রাখে দায়িত্ব অস্বীকার করার।

বাড়ির ভেতর কোথাও মধুকণ্ঠী একটা পাখি ডেকে উঠলো। 'লাঞ্চ,' ঘোষণা করলো ঝান, রাগে এখনো একটু একটু কাঁপছে সে।

'ওরে শালা!' মনে মনে গাল দিলো রানা, হাসিমুখে বেরিয়ে এলো প্রিন্ট-রুম থেকে।

ডাইনিং রুমটা ঠাণ্ডা। ঝানের কাছ থেকে জানা গেল, টেবিল-চেয়ার থেকে শুরু করে তৈজস-পত্র পর্যন্ত সবই অ্যান্টিক্স্। চাকর-

বাকররা মনিব বা অতিথি কারো দিকেই চোখ তুলে তাকালো না, চলাফেরায় কোনো শব্দ নেই। ডাইনিং রুমে ঢোকার আগে ফাঁক বুঝে স্যাবের কাছ থেকে হয়ে এসেছে রানা, গোপন কমপার্টমেন্টে রেখে এসেছে প্রিন্টগুলো।

টেবিলে এতো বেশি খাবার দেয়া হলো যেন খাওয়া নয়, অপচয় করাই মূল উদ্দেশ্য। ঝান, রানা আবিষ্কার করলো, প্রতিটি অনুষ্ঠানের মধ্যমণি হয়ে থাকতে পছন্দ করে, চেষ্টা করে যাতে পিয়েরে ল্যাচাসি আর বান্না বেলাডোনাকে নেহাতই তার সভার অংশবিশেষ বলে মনে হয়।

ওদের মেজবান নিজের ব্যাঙ্ক সম্পর্কে ভারি গর্বিত, ঘুরেফিরে ভালো করে দেখার আগেই তার কাছ থেকে বহু কিছু জানতে পারলো ওরা। আইসক্রীম ব্যবসা বিক্রি, ঝানের ভাষায়, তার বিরাট একটা বিজয় ছিলো। সেই ব্যবসা বিক্রির টাকায় এই বিশাল তেপান্তর কেনে সে।

'প্রথমে আমরা এয়ারস্ট্রিপ তৈরি করি,' বললো সে। পরে অবশ্য এয়ারস্ট্রিপটাকে আরো বড় করা হয়েছে। 'তাছাড়া উপায় ছিলো না। পানির চাহিদা, ঘর-বাড়িতে ব্যবহারের জন্যে অন্তত, প্রতি দু'দিন পরপর প্লেনে করে বয়ে আনতে হয়। আণ্ডারগ্রাউণ্ড পাইপলাইন আছে বটে, সেই অ্যামারিলো থেকে, কিন্তু মাঝে মধ্যেই সরবরাহে অনিয়ম ঘটে—পাইপের পানিটা আসলে আমরা সেচের কাজে ব্যবহার করি।'

মরুভূমি কেনার পর সেটাকে ভাগ করে নিয়ে কাজে হাত দেয় ঝান। এক তৃতীয়াংশে ঘাস জন্মানো হয়, পশুচারণ ভূমি হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে সেটা। 'কৃত্রিম প্রাকৃতিক দৃশ্য, তাও আমরা তৈরি

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

করেছি। পশুর বিরাট একটা পাল রয়েছে ওখানে।' বাকি একশো বর্গ মাইলও সেচ ব্যবস্থার অধীনে আনা হয়, উর্বর মাটি আর পরিণত গাছ আমদানী করা হয়, কখনো প্লেনে করে কখনো ট্রাকে তুলে। 'বললেন, মিঃ রানা, আমার নাকি মাত্র দুটো দুর্বলতার কথা শুনেছেন আপনি—প্রিন্ট আর আইসক্রীম। না, মিঃ রানা, না! বলা যায়, প্রায় সমস্ত কিছুর সংগ্রাহক আমি। যেমন দেখুন না, গাড়ি! কোন্ গাড়ি আপনার প্রিয়, পুরনো না আধুনিক? প্রায় সব গাড়ির নমুনা একটা করে পাবেন খান র‍্যাঞ্চে। তারপর ধরুন, ঘোড়া! হ্যাঁ, তাও আছে। তবে ঠিক কথা, আইসক্রীম এমন একটা জিনিস, এখনো আমাকে খোঁচায়…।'

'ল্যাবরেটরী আর ছোটো একটা ফ্যাক্টরী আছে—হ্যাঁ, আমাদের এই র‍্যাঞ্চেই!' এই প্রথম কথা বলার একটা সুযোগ করে নিতে পারলো পিয়েরে ল্যাচাসি।

'ও, ওটা!' খান মৃদু হাসলো। 'আমার ধারণা, ওটা থেকেও দু'পয়সা আয়ই হয় আমাদের। বিশ্বাস করবেন, আজও আমি বেশ কয়েকটা কোম্পানীর কনস্যালট্যান্ট হিসেবে কাজ করছি? নতুন ফ্লেভার সৃষ্টি করতে ভালোবাসি আমি, টাকার জন্যে নতুন স্বাদ! বিলিভ মি, আমাকে খোঁচায়। প্রচুর তৈরি করে পাঠিয়ে দেয়া হয়। মাঝে মধ্যে কোম্পানীগুলো নিতে রাজি হয় না। খুব বেশি উন্নত মান, সেটাই কারণ বলে মনে করি। লক্ষ্য করেননি, মানুষের স্বাদ-বোধ ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে?' উত্তরের জন্যে অপেক্ষায় না থেকে আরেক প্রসঙ্গে চলে গেল সে। স্টাফদের জন্যে বিশেষ কোয়ার্টার বানানো হয়েছে, দুশো নারী-পুরুষ থাকছে সেখানে। বানানো হয়েছে লাগজারী কনফারেন্স সেন্টার, দুই বর্গমাইল জুড়ে। মূল

ভূখণ্ড থেকে প্রায় আলাদা বলে মনে হবে কনফারেন্স সেন্টারটাকে, নিয়মিত যত্নচর্চিত চারা আর গাছের ঘন বেষ্টনী দিয়ে সম্পূর্ণ আড়াল করা। 'আসলে একটা বনভূমি।'

কনফারেন্স সেন্টারটাও আয়ের বড় একটা উৎস। বড় মাপের কয়েকটা কোম্পানী ওটা ব্যবহার করে, বছরে চার কি পাঁচবার, অবশ্যই খানের অনুমোদন সাপেক্ষে। 'প্রসঙ্গটা যখন উঠলই, তাহলে বলেই ফেলি, দিন দুয়েকের মধ্যে একটা কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, আমার ধারণা। ঠিক বলেছি, ল্যাচাসি?'

মাথা ঝাঁকালো পিয়েরে ল্যাচাসি।

'আর আছে, হ্যাঁ, অবশ্যই—আমার প্রিয় টাওয়া। এটাকে বাড়ি না বলে প্রাসাদ বলি আমি, যে প্রাসাদে আমিই রাজা। মুগ্ধ হবার মতো, কি বলেন, মিঃ রানা?'

'তা বটে!' রানা ভাবছে, আসলে মতলবটা কি খানের? এতো কথা বলে কি বোঝাতে চাইছে সে? প্রিন্টগুলো সত্যি যদি সে কিনতে চায়, প্রস্তাব দিতে কতো সময় নেবে? প্রস্তাব দেয়ার পর, অতিথিদের জন্যে তার প্ল্যানটা কি হবে? সম্ভাব্য স্বাভাবিক আচরণ করে যাচ্ছে লোকটা, কিন্তু ইতিমধ্যে নিশ্চয় সে জেনেছে মাসুদ রানা আসলে কে—উ সেনের উত্তরাধিকারীর কাছে শুধু নামটাই তো অনেক অর্থ বহন করার কথা।

আর কনফারেন্সের ব্যাপারটা কি? দু'দিন পর অনুষ্ঠিত হবে। হামিসের এক্‌জিকিউটিভ কমিটি মিটিঙে বসবে? একটা ব্যাপার খুব ভালো মেলে, হামিসের নতুন নেতার জন্যে খান র‍্যাঞ্চ ভারি উপযুক্ত জায়গা—ষড় কলমলে স্বপ্নপুরী। দুনিয়ার বাছা বাছা শয়তানগুলো এখানে বসে কুৎসিত ফ্যাক্টাসীর সাথে কঠিন বাস্তবতার যোগসাধন

ঘটাবে, নিরীহ মানুষের জন্যে তৈরি করবে দুঃস্বপ্ন আর সন্ত্রাস।

যখন অপ্রীতিকর কিছু ঘটে, আর সব বিকৃত মানসের মতো, সেটা ভুলে যেতে পারে ঝান—আইসক্রীমের খোঁচা অনুভব করে, প্রাইভেট রেস ট্র্যাকে গাড়ি ছোটায়, কিংবা হয়তো ব্রেক হলিউড ফ্যান্টাসী টারা-য় বসে অলস সময় কাটায়। গন উইথ দ্য উইণ্ড।

'গুড, মেহমানদের এবার বিশ্রাম পাওয়া দরকার,' খাওয়াদাওয়ার পাট চুকতেই বলে উঠলো ঝান। 'ল্যাচাসির সাথে আমার আলাপ আছে—মানেটা আপনি জানেন, মিঃ রানা। গাইড দিচ্ছি, আপনাদেরকে গেস্ট কেবিনে পৌঁছে দেবে। তারপর গ্র্যাণ্ড ট্যুরের জন্যে চারটের দিকে আমরা ডেকে নেবো···ধরুন সাড়ে চারটের দিকে। ঠিক আছে তো?'

রানা আর রিটা বললো, ঠিক আছে; আর এতোক্ষণে এই প্রথম কথা বললো বান্না বেলাডোনা, 'ভুলে যাবেন না, মিঃ ঝান। রানার ওপর আমার দাবি সবার আগে।'

ইতিমধ্যে পরিচিত হয়ে উঠেছে ঝানের অট্টহাসি, আবার শুনতে হলো। 'হ্যাঁ, অবশ্যই। তুমি কি ভেবেছো সুন্দরী মিসেস গুণানিসের সাথে একা খানিকটা সময় কাটানোর সুযোগ আমি নেবো না? ভালো কথা, ডার্লিং, তুমি দুটো কেবিনের ব্যবস্থা করেছো তো?'

হাসিমুখে মাথা ঝাঁকালো বেলাডোনা। ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। দরজা দিয়ে বেরুবার সময় রানার বাহুর সাথে ধাক্কা খেলো বেলাডোনা, চোখের দৃষ্টিতে শুধু আনন্দ নয়, আরো কি যেন একটা অর্থ আছে; বললো, 'তোমার সাথে কথা বলার জন্যে অপেক্ষায় আছি, রানা। চারদিকটা তোমাকে ঘুরিয়ে দেখাতে চাই।'

কোনো সন্দেহ নেই, বান্না বেলাডোনা মেসেজ দিচ্ছে রানাকে।

বাইরে বেরিয়ে এসে ওরা দেখলো স্যাবের সামনে একটা পিক-আপ ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে, পিছনের অ্যান্টেনার মাথে টকটকে লাল একটা পতাকা। 'আমার লোকেরা কেবিনে নিয়ে যাবে আপনাদের,' রানার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললো ঝান। 'সময়টা উদ্বেগে কাটাবেন না, প্লিজ, মিঃ রানা। আপনি যা বলেছেন তার সবটুকু জানবো আমি। আর হ্যাঁ, আজ রাতে আপনার সাথে আমি ব্যবসা নিয়ে কথা বলবো। প্রিন্টগুলো আমার চাই। আপনি একটা অফার পাবেন। বাই দ্য ওয়ে, ভাববেন না আমি লক্ষ্য করিনি কি নিপুণ কৌশলে ওগুলো আবার আপনি বাইরে নিয়ে গেলেন।'

'পেশাগত দক্ষতা, মিঃ ঝান।' রাজকীয় সাকের জন্যে ধন্যবাদ জানালো রানা।

স্যাবে চড়ে রওনা হয়েছে ওরা, রানার পাশ থেকে বিস্ময় প্রকাশ করলো রিটা, 'উফ্, কি একখানা সেট-আপ!'

'সেট-আপ—হ্যাঁ, ঠিক বলেছো,' জবাব দিলো রানা।

'তুমি আরেক অর্থে বলছো। দু'দিন থেকে যাবার আমন্ত্রণ?'

'আরো অনেক কিছুর মধ্যে ওটাও, হ্যাঁ।'

'সবকিছুই আমাদের স্বস্তি আর আরামের দিকে লক্ষ্য রেখে।'

'বেশ, ভালো,' বললো রানা। 'ঝান ঠিক আমাদের দেশের কর্তাব্যক্তিদের মতো। তাদের লোকেরা প্রতিটি কাজে বেপরোয়া দুর্নীতি করছে, কিন্তু সে দুগ্ধপোষ্য শিশু, কিছুই জানে না। ভাব দেখালো, আমাদের বিরুদ্ধে গুণ্ডা লেলিয়ে দেয়ার ব্যাপারটা বিশ্বাসই করতে পারছে না।'

'সাহস করে কথাটা তাহলে তুলেছো!' ভুরু কোঁচকালো রিটা।

amusmon@yahoo.com www.murchona.com

মেজবানের সাথে কি কি কথা হয়েছে সব তাকে বললো রানা।

ইতিমধ্যে বাড়ি ছেড়ে এক মাইলের মতো চলে এসেছে স্যাব, পিক-আপ ট্রাকটাকে অনুসরণ করছে ওরা।

'কেবিনগুলো যেমনই হোক,' রিটাকে সাবধান করে দিলো রানা, 'ধরে নিতে হবে আড়ি পেতে শোনার ব্যবস্থা করা আছে—টেলিফোনেও। কথা বলতে হলে খোলা জায়গায়।' ওদের নিয়ে যখন ট্যুরে বেরোনো হবে, বললো রানা, পরে খুঁটিয়ে দেখার জন্যে কয়েকটা জায়গা মনে মনে চিহ্নিত করে রাখবে ওরা। 'তার মধ্যে কনফারেন্স সেন্টার একটা। তবে আরো কয়েকটা আছে। যা ধারণা করেছিলাম হাতে সময় তার চেয়ে অনেক কম, রিটা। কাজে নামতে দেরি করা উচিত হবে না।'

'আজ রাতেই?'

'আজ রাতেই।'

মৃদু শব্দে হেসে উঠলো রিটা। 'আমার ধারণা আজ রাতে তোমাকে অন্য কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে।'

'মানে?'

'মানে...রান্না বেলাডোনা। সে তার দামি জুতো তোমার বিছানায় তোলার জন্যে এক পায়ে খাড়া। শুধু তোমার সম্মতির অপেক্ষায়, রানা।'

'সত্যি?' রানা ভাব দেখাবার চেষ্টা করলো যেন কিছুই বোঝেনি, যদিও বেলাডোনার অর্থবহ দৃষ্টি আর কথাগুলো পরিষ্কার স্মরণ আছে ওর। ঝানের সাথে লোক-দেখানো ভালো সম্পর্ক রাখছে মেয়েটা, কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যায় ঝানের প্রতি সে আকৃষ্ট নয়। বরং ঘৃণাই করে তাকে। ঝানের স্পর্শ পেয়ে বেলাডোনাকে পরিষ্কার শিউরে

উঠতে দেখেছে ও। ঝান যে তাকে র‍্যাঙ্কে আটকে রেখেছে, কথাটা সত্যি। হয়তো সে-বিষয়েই রানার সাথে কথা বলতে চায় মেয়েটা। সাহায্য পাবে কিনা জানতে চাইবে। 'তোমার কথা যদি সত্যি হয়, রিটা, আমি দেখবো আজ রাতে কেউ যাতে আমাদের বিরক্ত না করে। হেভেন ক্যান ওয়েট।'

রানার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকালো রিটা হ্যামিলটন। 'হয়তো,' বললো সে 'বাট ক্যান হেল?'

চতুর্দিকে দৃশ্য এরইমধ্যে দু'বার বদলে গেছে। 'ভেবে দেখো, মরুভূমিকে মরূদ্যান বানাতে কি বিপুল খরচ করেছে লোকটা,' বলে বিস্ময়ে মাথা নাড়লো রিটা। দশ মাইলের মতো পেরিয়ে এসেছে ওরা, এই মুহূর্তে ঢাল বেয়ে একটা রিজ-এর মাথায় উঠছে স্যাব, রিজের মাথায় সারি সারি ফার গাছ।

ট্রাক থেকে সংকেত এলো, বাঁ দিকে ঘুরতে হবে। বাঁক নেয়ার পর রাস্তার দু'পাশে ঘন সবুজ গাছপালার সমারোহ দেখা গেল, তারপর হঠাৎ করে ওরা চওড়া একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছে গেল।

একজোড়া লগ কেবিন, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে, মাঝখানে প্রায় ত্রিশ ফুট ব্যবধান। তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়, ছোটো ছোটো বারান্দা, পরিচ্ছন্ন সাদা রঙ করা।

'ওরা কোনো ঝুঁকি নেয়নি,' বিড়বিড় করে উঠলো রানা।

'ঝুঁকি নেয়নি...মানে?'

'যাতে বিপদ হয়ে না উঠি। লক্ষ্য করছো না, গাছপালার ভেতর দিয়ে একটাই মাত্র পথ? চারদিক ঘেরা, সহজে নজর রাখা যায়। কাজটা কঠিন হবে, রিটা, চাইলেই বেরুতে পারবো না। বাজি ধরে বলতে পারি আশপাশের গাছে টিভি মনিটর, ইলেকট্রনিক অ্যালার্ম,

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com

সেই সাথে জ্যান্ত মানুষও আছে। তোমার কাছে কিছু নেই তো—অস্ত্রশস্ত্র?'

মাথা নাড়লো রিটা, জানে, ঠিক কথাই বলছে রানা। কেবিনগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, সহজে যাতে মেহমানদের ওপর নজর রাখা যায়।

'ব্রিফকেসে একটা স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন আছে,' বললো রানা। 'পরে তোমাকে দেবো।'

ক্যাব থেকে মাথা বের করে ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ড্রাইভার, চিৎকার করে বললো, 'কোন্‌টা কার আপনারাই বেছে নিন, মিস্টার। হ্যাভ আ নাইস টাইম।'

'মোটেলে থাকার চেয়ে ভালো,' খুশি মনে বললো রানা। 'তবে টারায় আরো নিরাপদ বোধ করতাম।'

নিঃশব্দে হাসলো রিটা। 'আমাকে যদি জিজ্ঞেস করো, ডিয়ার রানা,' জবাব দিলো সে, 'তুমি সাথে থাকলে কোথাও আমি নিরাপত্তার অভাব বোধ করবো না।'

প্রায় বিশ মাইল দূরে, সবুজাভ দেয়াল ঘেরা ছোট্ট একটা স্টাডিতে বসে ফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে নিউ ইয়র্কের একটা নাম্বারে ডায়াল করলো সও মং। স্টাডিতে প্রয়োজনীয় কয়েকটা ফার্নিচার ছাড়া আর কিছু নেই—ডেস্ক, ফাইলিং কেবিনেট আর খানকতক চেয়ার।

'ডুপ্রে সিকিউরিটি,' অপরপ্রান্ত থেকে সাড়া দিলো এক লোক।

'হেনরিকে চাই আমি। বলো লিডার কথা বলতে চান।'

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে লাইনে চলে এলো হেনরি ডুপ্রে।

'তাড়াতাড়ি চলে এসো এখানে,' নির্দেশ দিলো সও মং। 'সমস্যা

দেখা দিয়েছে।'

'ধরুন রওনা হয়ে গেছি,' সাথে সাথে বললো ডুপ্রে। 'কিন্তু কনফারেন্স সংক্রান্ত আরো কয়েকটা কাজ বাকি আছে। সবচেয়ে ভালো হয় যদি দু'দিন পর ওখানে চান আপনি আমাকে। কাজ শেষ করতে পারলে আগেই পৌঁছে যাবো।'

'যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব।' সও মং যে খুব রেগে আছে তা তার গলার সুরেই বোঝা গেল। 'এরই মধ্যে যথেষ্ট ক্ষতি করেছো তুমি। এদিকে রানাকে আমরা সহজ শিকার হিসেবে পেয়ে গেছি এখানে।'

'যতো তাড়াতাড়ি পারি। আপনি চান সব কাজ নিখুঁতভাবে সারা হোক, তাই না?'

'শুধু মনে রেখো, ডুপ্রে, জলাভূমির মাঝখানে সেই বাড়িটাতে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত কিছু প্রহরী আছে।'

ক্রেডলে রিসিভার রেখে দিয়ে চেয়ারে হেলান দিলো সও মং, হামিসের পরবর্তী চাল সম্পর্কে চিন্তা করছে। প্ল্যানটা করতে সময় আর বুদ্ধি কম খরচা হয়নি, আরেকটু হলেই বজ্জাত ডুপ্রেটা দিয়েছিল সব ভেস্তে। রানাকে খুন করার কোনো নির্দেশ তাকে দেয়া হয়নি। নর্দমার পোকাটা চিরকালই খুন-খারাবি পছন্দ করে, যাকে বলে ট্রিগার-হ্যাপি। শেষ পর্যন্ত, সও মং ভাবলো, ডুপ্রের ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে।

ফ্লাইং ড্রাগন! শব্দটা মনে পড়ে যেতে আপনমনে হাসতে লাগলো সও মং।

পৃথিবীর অনেক ওপরে, ঠিক এই মুহূর্তে, শক্তিশালী এক ঝাঁক ফ্লাইং ড্রাগন রয়েছে আমেরিকানদের। আরো কয়েক ঝাঁক রাখা হয়েছে রিজার্ভে। তারা দাবি করে, তাদের এ-সব অস্ত্রের একটাও

amsuman@yahoo.com www.murchona.com

মহাশূন্যেনেই। ফালতু কথা, বিতর্ক এড়ানোর কৌশল। আর মাত্র ক'দিনের মধ্যে এই সব ফ্লাইং ড্রাগন অভ হেভেন সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য এবং ডাটা হামিসের মুঠোয় চলে আসবে।

আহ্, কি চমৎকার প্ল্যান! বুদ্ধিমত্তার কি অপূর্ব ভেল্কি! কি অবিশ্বাস্য নগদপ্রাপ্তি! তথাগুলোর বিনিময়ে একা সোভিয়েত ইউনিয়নই সাত রাজার ধন হাতছাড়া করতে এক পায়ে খাড়া আছে।

ফ্লাইং ড্রাগন নিয়ে যে প্ল্যান করা হয়েছে, তাতে মাসুদ রানার জন্যে নির্দিষ্ট করা ভূমিকাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। টোপ ফেলে গেলানো হয়েছে, রানা এখন টেক্সাসে, হামিসের হাতের তালুতে।

সও মং তার মৃত্যু উপভোগ করবে।

ওয়াশিংটনে খুন করার চেষ্টা হওয়ায়, যদিও সেটা প্ল্যানের মধ্যে ছিলো না, যথেষ্ট নাড়া খেয়েছে দুর্ভাগা বাংলাদেশী বীর। তবে সও মঙের মাথায় আরো কিছু বুদ্ধি আছে, শিকারকে বেতাল করার জন্যে। মৃত্যু আসবে রানার জন্যে একেবারে শেষে।

স্বভাবসুলভ অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো সও মং।

এগারো

কেবিন দুটো হুবহু একই রকম দেখতে, শুধু নাম আলাদা—স্যাণ্ড ক্রীক আর ফেটারম্যান। স্মরণ করতে যদি ভুল না হয় রানার, আঠারো শো ষাট সালের ইণ্ডিয়ান যুদ্ধে গা গুলিয়ে ওঠা হত্যাযজ্ঞের নাম এগুলো। স্যাণ্ড ক্রীকে, ওর মনে পড়লো, ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকতার একটা দৃশ্য উন্মোচিত হয়; যার অবসান ঘটে বুড়ো, মহিলা আর শিশুদের পাইকারীভাবে খুন করার মধ্যে দিয়ে।

তবে কেবিনগুলোয় সও মং ফ্যাশন রক্ষা করা হয়েছে, গোটা র‍্যাঞ্চে যেমন তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। ভেতরে প্রচুর জায়গা দেখে অবাক হলো না রানা। প্রতিটি কেবিনে একটা করে প্রশস্ত সিটিংরুম; টেলিভিশন, স্টেরিও আর ভি-টি-আর দিয়ে সাজানো। একটা করে বেডরুম, পাঁচতারা হোটেলেও এতো সুন্দরভাবে সাজানো কামরা পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। বাথরুমে রয়েছে শাওয়ার আর বাথটাব, বাথটাবে সাঁতার কাটা যাবে, পানিতে বুদবুদ আর আলোড়ন তোলার যান্ত্রিক ব্যবস্থা। পেইন্টিংগুলো বিশাল, প্রতিটি নামকরা শিল্পীদের আঁকা—স্যাণ্ড ক্রীক আর ফেটারম্যান যুদ্ধের জ্যান্ত দৃশ্য

anmsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

ফুটে আছে।

টেলিফোনও আছে, তবে একটু পরই জানা গেল প্রধান দালান ছাড়া আর কিছুর সাথে সংযুক্ত নয়। পরস্পরের সাথে কোনে যোগাযোগ করা সম্ভব নয়। আরেকটা ব্যাপার উদ্বিগ্ন করে তুললো রানাকে, দুটো কেবিনের কোনোটাতেই তালা-চাবি বলে কিছু নেই। অতিথিদের জন্যে প্রাইভেসির কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

টস করলো ওরা। রানার কপালে ফেটারম্যান জুটলো। রিটাকে তার লাগেজগুলো স্যাণ্ড ক্রীকে নেয়ার কাজে সাহায্য করলো রানা।

'সাড়ে চারটার আগে ওরা আমাদের নিতে আসছে না,' রিটাকে বললো ও। 'দশ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নাও, আশপাশটা দেখতে বেরুবো।'

যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব, লাগেজ খোলার সময় ভাবলো রানা, ঝান র‍্যাঞ্চের রহস্যগুলো সম্পর্কে জানা দরকার ওদের। কেবিনে তালা-চাবি না থাকলেও, সাথে অন্তত স্যাব-টা আছে। তালা দেয়া গাড়িতে ওদের ইকুইপমেন্ট নিরাপদে থাকবে। সাধারণ একটা স্যাব থেকেই কিছু চুরি করা অত্যন্ত কঠিন আর ঝামেলার কাজ, আর রানার স্যাবে বুলেট-প্রুফ কাচ ছাড়াও অতিরিক্ত বহু কিছু রয়েছে। স্পর্শকাতর সেনসর আছে, কেউ ভেতরে হাত গলাতে চাইলে অ্যালার্ম বেজে উঠবে। অবশ্য এই মুহূর্তে গাড়ি নয়, নিজেদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কথা ভেবে বেশি উদ্বিগ্ন রানা। জঙ্গলের মাঝখানে ছোট্ট ফাঁকা জায়গায় যেভাবে ওদেরকে কোণঠাসা করা হয়েছে, দুশ্চিন্তা না করে পারা যায় না।

কাপড় বদলে দশ মিনিটেই তৈরি হয়ে গেল রিটা। নতুন শার্ট আর জিনস পরেছে সে, শার্টের ওপর ওয়েস্টার্ন জ্যাকেট। কাপড়

বদলেছে রানাও, স্প্রিংফিল্ড থেকে কেনা ক্রীম কালারের লাইট-ওয়েট স্যুট পরেছে ও। দু'জনের পায়েই লেদার বুট। রানার হোলস্টার জায়গা বদল করে ডান নিতম্বের শেষপ্রান্তে চলে এসেছে, কোমরের বেল্টের সাথে আটকানো।

কেবিনে একা থাকার সময় ব্রিফকেস খুলেছিল রানা। রিটা আসতে তার হাতে ছোটো রিভলভারটা ধরিয়ে দিলো, অ্যামিউনিশন সহ।

'হুঁ-হুঁ, কেউ লাগতে এলে দেবো খুলি উড়িয়ে!' কৌতুক করে বললো রিটা।

'এসো, যারা দেখছে, যদি কেউ থাকে, তাদের বুঝিয়ে দিই আমরা আবেগে আক্রান্ত হয়েছি,' রিটার মতো রানাও ফিসফিস করলো, তার কাঁধে হাত রেখে বেরিয়ে এলো কেবিন থেকে। মেঠো পথের দিকে যাচ্ছে ওরা। গাছপালার ভেতর দিয়ে যাবার সময় রিটাকে পাঁজরের আরো কাছে টেনে নিলো রানা।

যতো টানলো রানা, তারচেয়ে বেশি সরে এলো রিটা। 'কাউকে বোঝাবার জন্যে অভিনয় করতে হবে না, রানা—আমি এমনিতেই প্রচণ্ড আবেগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছি।'

রিটার চোখের দিকে তাকালো রানা। সারা শরীরে পুলক আর মনে লোভ জাগছে। এই মেয়ে একজন সাধুরও চরিত্রহনন করবে, সন্দেহ নেই।

'এভাবে যদি ব্যাপারটা ভুলে থাকতে পারো তাহলেই তো আর কোনো সমস্যা থাকে না,' বিড়বিড় করে বললো রিটা, রানার স্যুট আর শার্টের ভেতর একটা হাত ঢোকালো সে।

'আমি ভুলিনি,' ঠাণ্ডা গলায় উত্তর করলো রানা। 'আমার বেলায় এটা অভিনয়ই।'

amisumon@yahoo.com
www.murchona.com

'কিসের কথা বলছি বলো তো ?'

'তুমি সস্তা মেয়ে নও।'

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেললো রিটা। 'তুমি শুধু রাগী বা অহংকারী নও, নিষ্ঠুরও !' রানার বুক থেকে হাত সরিয়ে নিলো সে। জঙ্গলের আরো গভীরে চলে এসেছে ওরা। 'আমার আরো সন্দেহ হচ্ছে, তুমি সত্যি একটা পুরুষ মানুষ কিনা। নাকি চরিত্র না হারাবার পণ করেছো ? যেমন কোনো কোনো মেয়ে অক্ষতযোনি থাকার পণ করে ?'

রানা নিরুত্তর।

'দেখবো কোথায় থাকে তোমার চরিত্র !' এতো কথা বলেও মনের রাগ মিটছে না রিটার। 'এই বলে রাখলাম, আমার বান্ধবী জ্যান্ত চিবিয়ে খাবে তোমাকে।'

যুদ্ধ আর ঝগড়া একা একা হয় না, কাজেই আপাতত চুপ করে যেতে হলো রিটাকে। ইলেকট্রনিক বা জ্যান্ত কোনো প্রহরী যদি থাকে, তাদের চোখে মনে হবে ওরা স্রেফ হাওয়া খেতে বেরিয়েছে। তবে দু'জনেই ওরা সতর্ক, দৃষ্টিসীমার প্রতিটি ইঞ্চির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে। কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই দেখতে পেলো না।

'হতে পারে রাডার বা অন্য কোনো সিস্টেম ব্যবহার করছে ওরা —সরাসরি টাওয়া থেকে নজর রাখছে,' বললো রানা। ঢালের মাথায় উঠে এসেছে ওরা। বেরিয়ে এলো জঙ্গলের কিনারায়।

ঢালের মাথা থেকে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায় র‍্যাঞ্চ। আট মাইল সামনে ছোটো একটা শহর মতো দেখা গেল, ইটের তৈরি ঘরবাড়ি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। ওটাই বোধহয় স্টাফ কোয়ার্টার। বাম দিকে ইংরেজী টি অক্ষরের আকৃতি নিয়ে রোদে ঝলমল করছে

সাদা একটা বিল্ডিং। রানা লক্ষ্য করলো, এই বড়সড় কাঠামোটা প্রতিরক্ষা সীমান্ত বরাবর উঁচু পাঁচিল ঘেঁষে রয়েছে, সবুজ গাছপালার চওড়া একটা বেষ্টনী দিয়ে ঘেরা।

'যত্নচর্চিত বনভূমি,' কমপ্লেক্সটার দিকে ইঙ্গিত করে বললো রানা। 'ওটা নিশ্চয় কনফারেন্স সেন্টার। একবার ঢুঁ মারা দরকার।'

'জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ?' রিটার ভুরু উঁচু হলো। 'না জানি ভেতরে কি আছে। দেখছো ? জঙ্গলের কিনারায় ? খাদ মতো কি যেন ? আরো আছে…বিল্ডিংটার কাছে বেড়া…।'

হিংস্র জানোয়ারের কথা ভাবলো রানা, সাপও থাকতে পারে, এমনকি বিষাক্ত ফুল থাকাও অসম্ভব নয়। পয়জন গার্ডেন সম্পর্কে শুনেছে রানা, উ সেনের একটা শখ ছিলো। কোনো ভবনের কাছাকাছি যদি কৌতূহলী কাউকে ঘেঁষতে দেয়ার ইচ্ছে না থাকে, সামর্থ্য থাকলে কর্তৃপক্ষ একশো একটা বিভিন্ন উপায়ে বাধা দিতে পারে কিংবা ভেতরে ঢুকতে দিয়ে বেরুবার রাস্তা চিরকালের জন্যে বন্ধ করে দিতে পারে। রানার মনে পড়লো, মনো-রেলের মতো দীর্ঘ একটা পথকেও ইলেকট্রিফায়েড কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছে সও মং।

সামনের দৃশ্য নয়নাভিরাম, সন্দেহ নেই, কিন্তু নিজেকে অন্যমনস্ক হতে না দিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছে রানা। যেভাবে হোক কনফারেন্স সেন্টারের ভেতর ঢুকতে হবে ওকে।

শুধু কনফারেন্স সেন্টার নয়, খানের ল্যাবরেটরীর কথাও মনে আছে ওর। ওদের নিচে র‍্যাঞ্চের মেইন হাইওয়ে, হাইওয়ের কাছাকাছি লম্বা আরেকটা বিল্ডিং। ওটাকেই ল্যাবরেটরী বলে সন্দেহ করলো রানা। টার্গেট হিসেবে সহজ বলেই মনে হলো। কিন্তু সন্দেহ

almamun@yahoo.com
www.murchona.com

প্রকাশ করলো রিটা। হাত তুলে দেখালো সে, দ্বিতীয় আরেকটা বিল্ডি রয়েছে, রানা যেটাকে ল্যাবরেটরী বলছে সেটার পিছনে, তৈরি কর হয়েছে অনেকটা ওয়্যারহাউসের মতো করে, আংশিক ঢাকা পড়ে আছে গাছপালায়। ওটার পিছন থেকে চওড়া একটা রাস্তা বেরি-য়েছে, এঁকেবেঁকে পিছিয়ে গিয়ে মিলিত হয়েছে মেইন হাইওয়ের সাথে।

বহুদূরে, ধোঁয়াটে নীলচের ভেতর অস্পষ্ট, পশুচারণ ভূমি। ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে সচল কিছু কালো বিন্দু দেখা গেল শুধু, ওগুলোই গরু-মহিষের পাল। আরো জানা গেল ঢালের মাথাটাই র‍্যাঞ্চের সবচেয়ে উঁচু জায়গা নয়। কনফারেন্স সেন্টারের বাঁ দিকে, ঝানের স্বপ্নপুরী ধীরে ধীরে উঁচু হতে শুরু করে একটা মালভূমিতে গিয়ে সমতল হয়েছে। এয়ারস্ট্রিপটা ওখানেই। দূর থেকে দেখে ওরা দু'জনেই একমত হলো, মালভূমিটার যে আকার তাতে খুব বড় ধরনের প্লেনও অনায়াসে ল্যাণ্ড করতে পারবে।

ঠিক যেন ওদের ধারণাকে সমর্থন করেই হঠাৎ শোনা গেল এঞ্জি-নের আওয়াজ। ত্রিশ কি চল্লিশ মাইল দূর থেকে ভেসে এলো শব্দটা। ওদের দৃষ্টিসীমার ভেতর চলে এলো প্লেন, একটা বোয়িং সেভেন-ফোর-সেভেন।

'ওরা যদি জাম্বো নামাতে পারে, বাকিগুলোর ব্যাপারে আর কোনো প্রশ্ন থাকে না।' রোদের ঝাঁঝে কুঁচকে সরু হয়ে গেছে রানার চোখ। 'ওটা আমাদের আরেকটা টার্গেট, রিটা। তালিকাটা মনে রেখো—কনফারেন্স সেন্টার, ঝানের ল্যাবরেটরী, এয়ার-ফিল্ড···।'

রানার হাত ধরে আছে রিটা, চাপ বাড়িয়ে বললো, 'আর এদি-

কের মনো-রেল স্টেশন। কে জানে, ওই পথেই হয়তো পালাতে হবে আমাদের। ওদিকের স্টেশনে কি কি বাধা আছে আমরা জানি।'

'যমজ ড্রাকুলা আর বেড়ার গায়ে অদৃশ্য আগুন,' নিষ্ঠুর হাসিতে টান টান হয়ে উঠলো রানার মুখ। 'স্বপ্নপুরীর সবখানে সৌন্দর্য আর সুরুচির ছড়াছড়ি, প্রাচুর্যের সমারোহ, কিন্তু আসলে জায়গাটা উপচে পড়া ডাস্টবিনের মতো দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।'

হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে নাক ঢাকলো রিটা।

'এখানে ছোটো একটা আর্মি আছে তার, প্রাসাদে আছে আমোদ-ফূর্তির আয়োজন। রেস ট্র্যাকও আছে, যেখানেই হোক··।'

'গরু, মহিষ, ভেড়া, ঘোড়া এ-সবের কথা ভুলে যেয়ো না···,' নাক থেকে হাত সরিয়ে বললো রিটা।

'ঝানল্যাণ্ড, ডিজনিল্যাণ্ডের জবাব। কিন্তু জানো, রিটা, এতো সব আনন্দ-কৌতুকের মধ্যে আমি হামিসের অস্তিত্ব অনুভব করছি? আমার পরম শত্রু উ সেন ঠিক এভাবেই বেঁচে থাকতে পছন্দ করতো।'

'সেন্টিমেন্টালি ইনভলভ হওয়াটা কি ঠিক হবে, রানা?' মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো রিটা, তার দৃষ্টিতে সতর্কতা।

'বুঝতে পারছো না, রিটা, ওরা আমার বাঁচা-মরা নিয়ে খেলছে! সেন্টিমেন্টালি ইনভলভড্ না হয়ে আমার উপায় নেই!'

সাথে ফিল্ড গ্লাস নেই বলে খেদ প্রকাশ করলো রানা। কাগজ-পেন্সিলও নেই যে একটা ম্যাপ আঁকবে। খানিক পর রিটা জিজ্ঞেস করলো রানার কি মনে হয়, এখান থেকে বেরুতে পারবে তো ওরা?

'দুটো ব্যাপারে নিশ্চিত হবার পরই শুধু সে চেষ্টা করবো আমরা। সেগুলো কি তুমি জানো।'

মাথা ঝাঁকালো রিটা, কাঠিন্য ফুটে উঠলো কোমল চেহারায়।

amsumon@yahoo.com www.murchona.com

'হামিদ কি করতে চাইছে জানা, এটা যদি তাদের ঘাঁটি হয়ে থাকে…।'

'এটা যে তাদের ঘাঁটি তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

'আর কে আসল কালপ্রিট জানা…।'

'হ্যাঁ,' রানার চেহারা আগের মতোই গম্ভীর। 'তোমার কাকে সন্দেহ হয়? খান, নাকি পিয়েরে ল্যাচাসি…?'

'কিংবা বান্না বেলাডোনাও হতে পারে, রানা।'

'বেশ, কিংবা বান্না বেলাডোনাও, তর্কের খাতিরে মানলাম। তবে যদি বাজি ধরতে বলো, আমি বলবো খান। তার মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী উন্মাদের সমস্ত লক্ষণ আছে। বস্তা বস্তা ডলার খরচ করে ক্যাভার তৈরি করছে, সম্পদ আর অমূল্য অ্যান্টিকস্ সংগ্রহের ব্যাপারটা তার একটা রোগের মতো, সব সময় প্রতিটি জিনিস আরো বেশি করে চাইছে, যতোই থাক মন ভরে না, আসরে মধ্যমণি হয়ে থাকার প্রবণতা। আমার ধারণা সে-ই, পিয়েরে ল্যাচাসি তার খোজা প্রহরীদের প্রধান।'

'লোকটা খোজা কিনা সে-ব্যাপারে জোর করে কিছু বলো না তো,' একটা ঢোক গিলে বললো রিটা। 'লাঞ্চের সময় তার পাশে বসেছিলাম আমি। হাড়সর্বস্ব হলে কি হবে, তার হাত নির্লজ্জের মতো এদিক সেদিক বাড়তে চেষ্টা করে।' শিউরে উঠলো সে। 'সেই থেকে ভয়ে সিঁটকে আছি আমি—দরজায় তালাও দিতে পারবো না।'

ঢালের কিনারা থেকে রিটাকে নিয়ে সরে এলো রানা, আরেকবার জঙ্গলটা পরীক্ষা করে দেখতে চায়। 'কোনো না কোনো ধরনের মনিটরিং সিস্টেম না থেকেই পারে না,' আরো আধ ঘণ্টা খোঁজাখুঁজির পর বিফল হয়ে বললো ও। 'আমার মনে হয় রাতে বেরুনোই

ভালো। পাহারায় যদি কেউ থাকে, অবশ্যই থাকবে, তাদের চোখে ধুলো দিতে হবে। হ্যালো।' হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো রানা, মাথা একদিকে একটু কাত করে কি যেন শোনার চেষ্টা করছে।

একটু পর রিটাও শুনতে পেলো শব্দটা, কোনো এঞ্জিনের। ঢালের নিচে রাস্তা থেকে ভেসে আসছে।

রিটার একটা হাত ধরলো রানা। 'গ্রাণ্ড ট্যুর পার্টি আসছে। ভুলো না, এখন ওরা আমাদেরকে আলাদা করবে, কিন্তু টারায় ডিনারের পর দু'জন একসাথে থাকবো আমরা। ঠিক আছে?'

'যথা আজ্ঞা, জনাব।' পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে উঁচু হলো রিটা, রানার গালে ঠোঁটের কোমল স্পর্শ দিলো। 'আর তুমিও ভুলো না ড্রাগন লেডি সম্পর্কে কি বলেছি আমি।'

'কোনো কথা দিচ্ছি না,' মুহূর্তের জন্যে গাম্ভীর্যের মুখোশ খসে পড়লো রানার মুখ থেকে। 'আমার বুড়ি নানী বলতো প্রতিজ্ঞা হলো চিনে বাদামের খোসা, ভাঙার জন্যেই।'

'ওহ্ রানা, তুমি না!'

জঙ্গল থেকে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এলো ওরা। আর ঠিক সেই মুহূর্তে খানকে দেখা গেল, একটা মাস্টাঙ জি. টি.-তে বসে আছে, হুইলের পিছনে দৈত্যের মতো লাগছে তাকে। ধুলোর পাহাড় তুলে নেমে এলো গাড়িটা, ঘ্যাঁচ্ করে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়লো ন্যাবের ঠিক পিছনে। নিরকা উনিশ শো ছেষট্টি, বাহনটা চিনতে পারলো রানা। সম্ভবত টু-এইট-নাইন ভি-এইট এঞ্জিন।

খানের পাশে বসে আছে বান্না বেলাডোনা, চোখমুখে এলোমেলো হয়ে আছে চুল, লালচে মুখ। মাস্টাঙ থেকে মার্জিত এবং সাবলীল ভঙ্গিতে নামলো সে, নড়ে ওঠা থেকে শুরু করে নামা পর্যন্ত

নৃত্যভঙ্গিমায় কোথাও বিরতি বা ছেদ পড়লো না।

'সুন্দর গাড়ি!' নিঃশব্দে হাসলো রানা। 'এটাকে পিছনে ফেলতে ভালোই লাগবে আমার, অবশ্য গ্রাঁ প্রি-র আয়োজন যদি আদৌ করা হয়···।'

'আমি আপনাকে আরো জ্যান্ত জিনিস অফার করতে পারি, মিঃ রানা,' ঘোষণা করলো ঝান। 'কি, আয়োজন করা হবে মানে? আয়োজন তো শেষ! কিসের বিরুদ্ধে জিততে হবে পরে দেখাবো আপনাকে। মেহমানদের কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো? কে কোন্ কেবিনে? নাকি একটাই দু'জনে শেয়ার করছেন?' নিজের রসিকতায় হেসে উঠলো, যদিও ইঙ্গিতটায় অশ্লীল কোনো ভাব থাকলো না।

'রিটা ফেটারম্যানে, আমি স্যাণ্ড ক্রীকে,' তাড়াতাড়ি বললো রানা, রিটা সত্যি কথা বলে ফেলার আগে ভুল তথ্য সরবরাহ করলো। পিয়েরে ল্যাচাসি যদি দুঃসাহসী লম্পট হয়, রাতে হাতড়াবার জন্যে সে বরং রানার কাছেই আসুক।

'তুমি রেডি তো, রানা?' এক মুহূর্ত আগেও নাচছিল বান্না বেলাডোনার চোখ, রানার মুখের ওপর হঠাৎ তার দৃষ্টি স্থির আর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো।

'তুমি কি স্যাবে চড়ার ঝুঁকি নেবে?' পাল্টা প্রশ্ন করলো রানা।

'যে-কোনো ঝুঁকি নেবে ও,' বললো ঝান, হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে চেহারা। 'আসুন, মিসেস লুগানিস। আমি আপনাকে দেখাবো সত্যিকার ড্রাইভিং কাকে বলে, সেই সাথে ঝানল্যাণ্ডের চুম্বক অংশগুলো উপভোগ করবেন আপনি।'

স্যাবের তালা খুললো রানা, বেলাডোনাকে প্যাসেঞ্জার সিটে বসালো। ঝানের ঘোষণা অনুসারে, প্রাণ্ড ট্রায় শেষ হতে সময় লাগবে প্রায় তিন ঘণ্টা, তবে সময়টা সংক্ষেপ করে নেবে ওরা। সাড়ে সাতটায় ডিনার। 'ব্রিফ আর আপনার সাথে আধ ঘণ্টা একা থাকতে চাই আমি, মিঃ রানা। ট্র্যাকে মিলিত হবো আমরা, এই পৌনে সাতটার দিকে। বান্না আপনাকে পথ দেখাবে। লক্ষ্মী হয়ে থাকবেন, আর যদি লক্ষ্মী হয়ে থাকতে না পারেন···।'

স্যাবের এঞ্জিন গর্জে উঠলো, ঝানের শেষ কথাগুলো শুনতে পেলো না রানা। তারপর, হাত নেড়ে, দরজা বন্ধ করলো ও। একটু কমলো এঞ্জিনের আওয়াজ।

শরীরটা স্থির রেখে রানার দিকে শুধু মুখ ফেরালো বেলাডোনা। 'ওকে, রানা—চলো, মিঃ ঝানের গর্বের কারণটা দেখাই তোমাকে।'

'সেটা আমি এখান থেকেই ভালো দেখতে পাচ্ছি,' মৃদু হাসির সাথে বললো রানা। কোনো সন্দেহ নেই চোখ-ধাঁধানো রূপ রয়েছে মেয়েটার, লক্ষ মেয়ের মাঝখান থেকে আলাদাভাবে খুঁজে নেয়া যাবে। তার অবিশ্বাস্য কালো চোখের সাথে রোদপোড়া গায়ের রঙ যেন প্রতিযোগিতায় লিপ্ত।

হাসি নয় যেন বীণার সাতটা তার ঝনঝন করে উঠলো, তারপর ক্রমশ নেমে এলো খাদে। 'একদম বিশ্বাস করো না। র‍্যাঞ্চই তার একমাত্র গর্বের কারণ। আমি তার লোভের কারণ হতে পারি, তার বেশি কিছু না।' চোখের কালো আগুন পলকের জন্যে জ্বলজ্বল করে উঠলো। 'গাড়ি ছাড়ো, দেখাই তোমাকে।'

রওনা হলো স্যাব, ছোটো শহরটার দিকে যাবার রাস্তায় নেমে এলো। র‍্যাঞ্চ স্টাফদের ছেলেমেয়েরা ছোটো একটা পার্কে ছুটোছুটি করছে, বাড়িগুলোর সামনে পরিচ্ছন্ন লন। বড় একটা দোকানের সামনে আর ভেতরে নারী-পুরুষের ভিড়, উঠনে কাজ করছে

মেয়েরা। এতো বেশি স্বাভাবিক দৃশ্য, র‍্যাঞ্চের বাকি অংশের সাথে একেবারেই যেন বেমানান, কৃত্রিম বলে মনে হয়।

কারো কারো উদ্দেশে হাত নাড়লো বেলাডোনা। একটা প্যাট্রল কার দেখলো রানা, পাশে লেখা রয়েছে 'ঝান সিকিউরিটি'।

'হাইওয়ে পুলিশ?' জিজ্ঞেস করলো ও।

'সাটেনলি। মিঃ ঝান আইন-শৃংখলায় বিশ্বাসী। তাঁর ধারণা এতে করে মানুষ ভুলে থাকবে যে তারা একটা বন্ধ জায়গায় বাস করছে। স্টাফরা বাইরে যাবার কোনো সুযোগ প্রায় পায় না বললেই চলে, রানা—তুমি জানো।'

রানা কোনো মন্তব্য করলো না, চুপচাপ গাড়ি চালাচ্ছে। স্টাফ কোয়ার্টার পিছনে ফেলে পশুচারণ ভূমির কিনারায় চলে এলো স্যাব। তারপর বাঁক নিয়ে এয়ারপোর্ট রোড ধরলো। রিটা আর রানার ধারণাই ঠিক, কাজ চালাবার জন্যে সাধারণ একটা ল্যান্ডিং স্ট্রিপ নয়, ব্যাপারটা পুরোদস্তুর অপারেশনাল এয়ারপোর্টই।

'বিশ্বাস করবে, কি নাম রাখা হয়েছে?' বেলাডোনার কণ্ঠে একটু যেন ব্যঙ্গের রেশ। 'ঝান ইন্টারন্যাশনাল।'

'বিশ্বাস করলাম। এরপর কোথায়?'

পথ-নির্দেশ দিলো বেলাডোনা, খানিক পরই বনভূমির কিনারা ঘেঁষে ছুটলো স্যাব। কনফারেন্স সেন্টারটাকে এই বনভূমিই চার-দিক থেকে ঘিরে রেখেছে। রানা জানে, তবু প্রশ্নটা করলো—কন-ফারেন্স সেন্টারে অবাঞ্ছিত কাউকে যেতে না দেয়ার ইচ্ছে থেকে বন সৃষ্টি করা হয়েছে কিনা।

'যেতে না দেয়ার ইচ্ছে, বেরুতে না দেয়ার ইচ্ছে, দুটোই বলতে পারো। কনফারেন্স উপলক্ষে অদ্ভুত সব লোক আসে এখানে, বেঁচা-

বেচি করে তারা। মিঃ ঝান প্রাইভেসী পছন্দ করে। নিজেই টের পাবে। তোমার সাথে চুক্তি হবার পর, তার সবগুলো খেলনা দেখানো শেষ করে, তুমি জানতেও পারবে না কখন তোমাকে বের করে দিয়েছে।'

স্যাবের গতি কমালো রানা, প্রতি মুহূর্তে ঘন সবুজ দুর্ভেদ্য জঙ্গলের দিকে তাকাচ্ছে। 'ভয় পাবার মতো ব্যাপার। জঙ্গলটাকে ঘিরে একটা খাদও রয়েছে দেখতে পাচ্ছি। ভেতরে বাঘ-টাগ নেই তো, কিংবা ড্রাগন?'

'অতোটা ভয় পাবার কিছু নেই, তবে হাতে কুড়োল আর দক্ষতা না থাকলে বেশিদূর তুমি যেতেও পারবে না। আধ মাইলটাক ঘন ঝোপ পেরোতে হবে, কাঁটাঝোপ—রীতিমতো বিপজ্জনক। তারপর আছে উঁচু বেড়া। আমরা অবশ্য ঢুকতে পারবো।'

'চোকার একটা ব্যবস্থা তো রাখতেই হয়েছে, তাই না? স্টাফরা নিশ্চয় তোমাদের লোক। নাকি তাদের আনা-নেয়ার কাজে 'কপ্টার ব্যবহার করা হয়?'

'বলো মিঃ ঝানের লোক,' রাগ নয়, যেন অনুরোধের সুরে ভুলটা ধরিয়ে দিলো বেলাডোনা। 'না, শুধু কনফারেন্স ডেলিগেটরা হেলি-কপ্টারে করে আসে। কিন্তু এখানে···চলো দেখাই তোমাকে। গ্রীন বেল্ট আরো দু'মাইল অনুসরণ করো।'

'এমন সুন্দর একটা ফরাসী মেয়ে এই স্বপ্নজগতে কি করছে?' বললো রানা, প্রশ্নটা যেন নিজেকেই করা।

কয়েক মুহূর্ত কথা বললো না বেলাডোনা। নিজেকে গাল দিলো রানা, ধরে নিলো সময়ের আগে চাল দেয়া হয়ে গেছে।

'সে প্রশ্ন তো আমারও,' বিড়বিড় করে বললো বেলাডোনা,

www.murchona.com@yahoo.com

চোখ নামালো। 'সারাক্ষণ সে কথাই তো ভাবি।' আবার কয়েংতরি কর
মুহূর্ত চুপ করে থাকলো সে, তারপর বললো, 'নাহ্, থাক—সেগ পড়ে
অনেক বড় গল্প। এমনি কারো কপাল পোড়ে না, কিছু মারাত্মক বেরি-
ভুলও তার থাকে। লোভ করলে কিছু খেসারত তো দিতেই হয়। য়ের
গোল্ড-ডিগারদের সম্পর্কে জানো তো, সোনার সাথে তাদের কপালে
মরুভূমিও জোটে?'

যার যেমন প্রাপ্য সেটুকু

'আমার তো ধারণা ছিলো তাদের ভাগ্যে শুধু হীরে, মিঙ্ক কোট, লেটেস্ট মডেলের গাড়ি, লাগজারি ফ্ল্যাট, ব্যাংক ব্যালেন্স ইত্যাদি···।'

'হ্যাঁ, ওগুলোও তারা পায়। কিন্তু তাদের একটা মূল্য দিতে হয়। স্পীড কমাও।'

এখান থেকে···নাক বরাবর সোজা। উঁচু কাঁটাতারের বেড়া
ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে রাস্তাটা প্রায় জানা আছে
আর পাঁচিল পর্যন্ত চলে গেছে। অপর দিকে কি আছে সেই অ্যামারিলো
রানার—শুকনো মাটি আর বালি, পোড়া ঘাস,
পর্যন্ত বিস্তৃত মরুভূমি।

'থামো এখানে।'

গাড়ি থামালো রানা, বেলাডোনার দেখাদেখি নামলো।

হেঁটে রাস্তার কিনারায় চলে গেল বেলাডোনা, দুই হাঁটুর ওপর হাত রেখে ঝুঁকলো নিচের দিকে, যেন ভয় পেয়েছে কেউ দেখে ফেলবে। 'আসলে কাজটা আমি ভালো করছি না, ফাঁস করে দিচ্ছি ব্যাপারটা।' তার হাসি, যখন মাথা তুললো সে, নর্দমার মতো নিচু করলো রানার হৃৎপিণ্ডকে। এ তোমার পাগলামি, নিজেকে তিরস্কার করলো রানা। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে বান্না বেলাডোনাকে তুমি চিনতেই না।

মেয়েটা সম্পর্কে সব কিছু জানার প্রচণ্ড কৌতূহল জাগলো রানার মনে—তার অতীত, ছেলেবেলা, বাবা-মা, বন্ধু-বান্ধব, পছন্দ-অপছন্দ, চিন্তা আর আদর্শ। জানাটা যেন খুব জরুরী।

মাথার ভেতর থেকে সতর্ক সংকেত পাওয়া গেল, চলতি মুহূর্তের বাস্তবতায় ফিরিয়ে আনলো ওকে। বান্না বেলাডোনা ঝুঁকে রয়েছে ছোটো, গোল একটা ধাতব ঢাকনির দিকে, ডায়ামিটারে প্রায় এক ফুট হবে, দেখে মনে হলো আণ্ডারড্রেনের ঢাকনি হতে পারে। ঢাকনির মাঝখানে একটা রিঙ রয়েছে, সেটা ধরে ঢাকনিটা সহজেই তুলে ফেললো বেলাডোনা, যেন একেবারেই হালকা।

'দেখছো?' রানাকে আওটা আকৃতির একটা হাতল দেখালো সে, সদ্য উন্মোচিত ফাঁকটায় কাত হয়ে রয়েছে। 'এবার লক্ষ্য করো!' হাতলটা ধরে টান দিতেই রাস্তার কিনার থেকে বড় একটা পাথর ধীরে ধীরে মাটির তলায় তলিয়ে যেতে শুরু করলো, যেন একটা হাইড্রলিক লিফট ওটাকে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

পাথরটা চারকোণা, লম্বা চওড়ায় পাঁচ ফুটের মতো। সারফেস থেকে এক ফুট নেমে যাবার পর দূর থেকে ভেসে আসা হাইড্রলিক গুঞ্জন পরিষ্কার কানে বাজলো। এক পাশে সরে গেল পাথরটা, নিচে দেখা গেল চওড়া একটা চেম্বার। নিচে নামার জন্যে ঠিক সিঁড়ি নয়, লোহার ধাপ দেখা গেল কয়েকটা।

'নামা উচিত হবে না,' বললো বেলাডোনা। নার্ভাস দেখালো তাকে। ঘন ঘন এদিক ওদিক তাকালো কিছুক্ষণ। তারপর চাপা গলায় বললো, 'নিচের চেম্বার থেকে সিঁড়িতে পৌঁছানো যায়, তারপর টানেল। টানেল থেকে তুমি বেরিয়ে আসবে এক দারোয়ানের রুমিটে, একেবারে সেই মেইন বিল্ডিঙে।' নিচের দিকে তাকালো

সে। 'ওখানে খোলা আর বন্ধ করার ডিভাইস আছে, আর একটা আছে শেষ মাথায়।'

'আসলে কেন··· ?'

'মিঃ খানের অনেক জাদুর একটা বলতে পারো,' বলে চলেছে বেলাডোনা, রানার অসমাপ্ত প্রশ্ন বোধহয় শুনতে পায়নি। 'খুব কম লোকই এটার কথা জানে। কনফারেন্স সেন্টারে তার স্টাফরা কাজ করে, এই পথেই যাওয়া-আসা করে তারা—ডেলিগেটরা আসার আগের দিন যায়। খাবারদাবার নেয়া হয় হেলিকপ্টারে। এটা আসলে পালানোর জরুরী পথ, যদি কখনো বিপদ দেখা দেয়।'

'কি ধরনের বিপদ ?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

কি যেন বলতে গিয়েও বললো না বেলাডোনা, সামলে নিলো নিজেকে। তারপর বললো, 'তোমাকে তো বলেছি, কনফারেন্সে অদ্ভুত সব লোকজন আসে। মিঃ খান সিকিউরিটি সম্পর্কে সচেতন। ঝোঁকের মাথায় কি করে বসলাম, না ? তোমাকে বোধহয় পথটা দেখানো উচিত হলো না। চলো, সরে যাই এখান থেকে।'

আবার টান দিয়ে লিভারটা আগের পজিশনে নিয়ে এলো বেলা-ডোনা। আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো পাথরটা, তারপর উঠে এলো আগের জায়গায়। এরপর হাতের ঢাকনিটা ছোটো ফাঁকটায় বসিয়ে দিলো সে, পা দিয়ে কিছু ধুলো চাপালো ঢাকনির ওপর।

গাড়িতে বসার পরও উত্তেজিত দেখালো বেলাডোনাকে। 'এবার কোথায় ?' শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলো রানা, ভাব দেখালো গোপন পথটা মজার একটা ব্যাপার বলে মনে হয়েছে তার কাছে, গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়।

রিস্ট ওয়াচে চোখ বুলালো বেলাডোনা। খানের সাথে দেখা

উ এখনো পৌনে এক ঘন্টা বাকি রয়েছে। 'কেবিনের রাস্তাটা না,' দ্রুত বললো সে। 'কোথায় বাঁক নিতে হবে দেখিয়ে দেবো।' গাছপালা ঢাকা ঢালের দিকে গাড়ি ছাড় করলো রানা। খানিক পর নির্দেশ দিলো বেলাডোনা, ঢাল বেয়ে উঠে যাওয়া রাস্তা ধরতে নিষেধ করলো। ঢালটাকে ঘিরে থাকা অপর রাস্তা দিয়ে বাঁ দিকে চলে এলো ওরা, সামনে দ্বিতীয় আরেকটা রাস্তা ঢাল বেয়ে মাথার দিকে উঠে গেছে, গাড়ি বা ট্রাকের জন্যে যথেষ্ট চওড়া।

রাস্তাটা ধরে অর্ধেকের মতো দূরত্ব পেরোবার পর জঙ্গলের গায়ে একটা ফাঁকের দিকে হাত তুললো বেলাডোনা। কয়েক মুহূর্ত পর ছোট্ট একটা ফাঁকা জায়গায় চলে এলো, উঁচু গাছপালায় ঘেরা আর অন্ধকার।

'তোমার কাছে সিগারেট হবে ?' রানা ইগনিশনের সুইচ অফ করার পর জিজ্ঞেস করলো সে।

সানমেটাল কেসটা বের করলো রানা, দু'জনের জন্যেই একটা করে সিগারেট ধরালো। লক্ষ্য করলো, বেলাডোনার আঙুলগুলো কাঁপছে। সিগারেটে লম্বা টান দিলো সে, প্রতিবার অনেকক্ষণ ধরে ধোঁয়া ছাড়লো। 'শোনো, রানা। তিল ছোঁড়া হয়ে গেছে এখন আর কিছু করার নেই। মারাত্মক বোকামি করে ফেলেছি আমি। সত্যি দুঃখিত। জানি না কেন করেছি···কিন্তু, প্লিজ ! মিঃ খান যেন কিছু না জানে !'

'কি বলছো !'

'উনি যদি জানেন আমি তোমাকে কনফারেন্স সেন্টারের গোপন পথ···আমার বিপদ হবে, রানা !' নিজের প্রতি ক্রোধে মাথা নাড়লো বেলাডোনা। 'কি ভূত যে চাপলো মাথায় ! কেন যে দেখাতে গেলাম !

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

তুমি তো জানো না, এ-সব ব্যাপারে উনি ভীষণ স্পর্শক াতর।

যার আসলে হুঁশ-জ্ঞান ছিলো না···নতুন একজন মানুষ, যার ব্যব সুন্দর···প্রায় সম্মোহিত হয়ে পড়েছিলাম। বুঝতে পারছো কি বলছি তার আঙুলগুলো নড়ে উঠে প্রতিবেশীর আঙুলগুলোকে খুঁজে নিলো, দু'হাতের পাঁচটা করে দশটা আঙুল এক হলো, মৃদু চাপ অনুভব করলো রানা।

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি বলে মনে হয়।' বেলাডোনার স্পর্শ ছোট্ট বৈদ্যুতিক ঝাঁকির মতো লাগলো রানার।

হঠাৎ করে হেসে উঠলো বেলাডোনা। 'ওহ্, ডিয়ার, আমি মোটেও বুদ্ধিমতী নই! আগে মনে পড়েনি! এই যে, মশাই, তুমি জানো কি, ইচ্ছে করলে আমি তোমাকে ব্ল্যাকমেইল করতে পারতাম?'

'ব্ল্যাকমেইল করতে পারতে?' উদ্বিগ্ন রানা আকাশ থেকে পড়লো, ছ্যাং করে উঠলো বুকের ভেতরটা।

দু'জনের একটা করে হাত এক হয়ে আছে, দুটোই ওপর দিকে তুললো বেলাডোনা, জোরে চাপ দিলো রানার হাতে। 'ভয় পেয়ো না। প্লিজ। তুমি ঝানকে বলবে না আমি তার কনফারেন্স সেন্টারের গোপনীয়তা ফাঁস করে দিয়েছি, আর আমি বলবো না যে তুমি একটা···আরে-ধ্যেৎ, কি যেন বলে? ভুয়া ব্যবসায়ী? আত্মবিশ্বাসী প্রতারক? না, আরো কি যেন একটা স্ল্যাং নেম আছে, এদিকে খুব চল্···।'

'আ ফ্লিম-ফ্ল্যাম ম্যান?' সাহায্য করলো রানা।

'দ্যাট'স গুড!' আবার বীণানিন্দিত হাসি দিলো বেলাডোনা। 'চমৎকার বর্ণনা করেছো—ফ্লিম-ফ্ল্যাম!'

'বেলাডোনা, আমি ঠিক···।'

'রানা,' মুক্ত হাতের একটা আঙুল তুলে নাড়লো বেলাডোনা। 'তুমি আমার মুঠোয় চলে এসেছো, মাই ডিয়ার! এবং ঈশ্বর জানেন, ভালো একজন মানুষ আমার হাতে থাকা দরকার।'

'এখনো আমি বুঝতে পারছি না তুমি কি···।'

ঠোঁটে একটা আঙুল রেখে রানাকে চুপ করিয়ে দিলো বেলা-ডোনা। 'শোনো। ঝান অত্যন্ত ক্ষমতাবান লোক। বহু কিছু সম্পর্কে এক্সপার্ট সে। গাড়ি আর ঘোড়া সম্পর্কে জানে, আইসক্রীম সম্পর্কে তো জানেই। বলা যায় একমাত্র আইসক্রীম সম্পর্কেই সম্ভাব্য যা কিছু জানার আছে সব জানে সে। কিন্তু প্রিন্টস সম্পর্কে? ক্যাটালগ, বই এ-সবই আছে, কোন্‌টা পছন্দ করার মত বুঝতে পারে, কিন্তু এ-ব্যাপারে তাকে এক্সপার্ট বলা যাবে না। কিন্তু আমি···হ্যাঁ, আমাকে এক্সপার্ট বলা যাবে। প্যারিসে থাকতে আমি বিজ্ঞানের ছাত্রী ছিলাম, বারো বছর বয়স থেকে। কিন্তু আমি আর্টসের ছাত্রীও ছিলাম। আর জানো কি, আমার প্রিয় বিষয় ছিলো প্রিন্টস? তোমার কাছে এক সেট অপ্রকাশিত হোগার্থ আছে। ইউনিক, আমাকে বলেছে ঝান। সাত রাজার ধন।'

'হ্যাঁ। এবং অথেনটিকেটেড। তবে ওগুলো বিক্রির জন্যে কিনা এখনো তা বলিনি আমি, বেলাডোনা।'

চোখে বুদ্ধির ঝিলিক নিয়ে হাসলো বেলাডোনা। 'না, বলোনি। কিন্তু ভেবো না অতি পুরাতন কৌশলটা আমার জানা নেই, রানা! দেবো দেবো করছো কিন্তু দিচ্ছো না, কেমন? আগ্রহ আরো বাড়াতে চাইছো, ঠিক না? শোনো।' রানার হাতটা নিজের কোলের ওপর নিয়ে এলো সে, চেপে ধরলো দুই উরু দিয়ে। আচরণটা এতো

anisamon@yahoo.com www.murchona.com

স্বাভাবিক, যেন কি করছে সে-সম্পর্কে কোনো খেয়াল নেই তার। কিন্তু রানার অবস্থা কাহিল, শ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে ওর। 'শোনো রানা। তুমি ভালো করেই জানো যে নতুন, অপ্রকাশিত হোগার্থ প্রিন্ট বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। তুমি জানো, আমিও জানি। তোমার সাথে যেগুলো রয়েছে, অত্যন্ত ভালো হাতে তৈরি জাল প্রিন্টস্। এতোই নিখুঁতভাবে জাল করা হয়েছে যে আমার কোনো সন্দেহ নেই ভাবী বংশধরেরা ওগুলোকেই আসল বলে বিশ্বাস করবে। এগুলো আসল হোগার্থ হয়ে উঠবে। বাজারে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হয় আমার জানা আছে। জাল একটা শিল্পকর্ম, ঠিকমতো ব্যবস্থা করা গেলে, সত্যি সত্যি আসল জিনিস হয়ে ওঠে। যেভাবেই হোক কিছু লোককে তুমি এরইমধ্যে বিশ্বাস করাতে পেরেছো ওগুলো আসল, বলছো অথেনটিকেশন আছে…জানি না সেটাও জাল কিনা…।'

'না।' রানা জানে বেআইনী কিছু স্বীকার করা উচিত হবে না। 'তুমি এতো নিশ্চিত হচ্ছো কিভাবে যে ওগুলো নকল? মাত্র কয়েক সেকেণ্ড চোখ বুলিয়েছো…।'

কাছে সরে এলো বেলাডোনা, রানার কাঁধে কাঁধ ঠেকালো, মাথা এতোটাই ঝুঁকে আছে যে রানা তার চুলের গন্ধ পাচ্ছে। 'আমি জানি ওগুলো জাল, কারণ যে লোক জাল করেছে তাকে আমি চিনি। সত্যি কথা বলতে কি, প্রিন্টগুলো আগেও আমি দেখেছি। লোকটা ইংরেজ, নাম—অনেকগুলো নাম তার—মিলার, মিলহাউস, কখনো বা মিলটন, তাই না?'

এরপর বেলাডোনা লোকটার চেহারার যে বর্ণনা দিলো, শুনে হতভম্ব হয়ে পড়লো রানা। ছোটোখাটো, রোগা-পাতলা এই লোকই

তো কেনসিংটনের সেফ হাউসে প্রিন্টস সম্পর্কে রিটা আর ওকে জ্ঞান-দান করেছিল!

সর্বনাশ, সব ভেস্তে গেছে! সি. আই. এ. চীফের আরো সাবধান হওয়া উচিত ছিলো। সেই সাথে আরেকটা কথা ভাবলো রানা। সি. আই. এ. চীফ হয়তো জেনেশুনেই ছোটোখাটো লোকটাকে কাজে লাগিয়েছেন, তার সাহায্যে বা মাধ্যমে তিনি হয়তো হামিদের পিছনে লোক লাগাতে পারবেন, রানা যদি কোনো যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হয়। 'এবার আমাকে বলতে দাও,' খুক্ করে কেশে গলা পরিষ্কার করলো রানা। 'তুমি ঠিক বলছো কি ভুল বলছো জানি না, তবে আমার কাছে আনকোরা নতুন খবর বলে মনে হলো।' বেলাডোনাকে বোঁকায় ফেলার চেষ্টা।

মনে হলো বেলাডোনাও স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস ফেলতে পারছে না। 'রানা। কাউকে আমি কিছু বলতে যাচ্ছি না! তুমি শুধু, প্লিজ, টানেলের ব্যাপারে মুখ খুলো না। তোমাকে ওটা আমার দেখানো উচিত হয়নি, এবং…ওহ্, রানা! মাঝে মধ্যে খানকে আমি যমের মতো ভয় করি…।' রানার হাত ছেড়ে দিলো সে, মুখের দিকে মুখ তুললো। দু'জোড়া ঠোঁট এক হলো।

ঠোঁট দু'জোড়া এক হতে, মুহূর্তের জন্যে রানার মনে হলো, দূর থেকে ভেসে আসা রিটার কণ্ঠস্বর পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে ও, 'এই বলে রাখলাম, খানের বান্ধবী জ্যান্ত চিবিয়ে খাবে তোমাকে।'

কিন্তু সতর্ক হওয়া তো দূরের কথা, মাসুদ রানা এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে মোহময়ী বান্না বেলাডোনা যদি ওকে সত্যি কাঁচা চিবিয়ে খেতে চায় তো সানন্দে রাজি হবে সে। সুন্দরী নারীর সান্নিধ্য খুব কম পায়নি রানা, কিন্তু এতো আবেগ নিয়ে কেউ ওকে

annsumon@yahoo.com
www.murchona.com©

চুমো খেয়েছে কিনা মনে করতে পারলো না। আদরের কোমল, মৃদু স্পর্শ দিয়ে শুরু হলো ; এক হলো দু'জোড়া ঠোঁট, তারপর সড়সড়, কিলবিল একটা অনুভূতি ; দুটো মুখ একসাথে খুলে গেল। পরস্পরের জিভের ডগা এক হলো, তারপর পিছিয়ে এলো, আবার এক হলো—দুটো প্রাণী পরস্পরকে যেন আবিষ্কার করছে। এক সময় দুটো মুখ আর দুটো থাকলো না, একটা হয়ে উঠলো, হারিয়ে ফেললো আলাদা পরিচয়।

নিজের অজ্ঞাতেই বেলাডোনোর শরীরের দিকে হাত বাড়ালো রানা, কিন্তু ওর কব্জি চেপে ধরলো বেলাডানা, দূরে সরিয়ে রাখলো ওকে। রুদ্ধশ্বাসে আবার চুমো খেলো ওরা।

'রানা,' ফিসফিস করে বললো বেলাডোনা। 'আমার ধারণা ছিলো চুমো যে একটা আর্ট পুরুষরা তা ভুলে গেছে।'

'না, অন্তত একজন ভোলেনি—এই মুহূর্তে টেক্সাস র‍্যাঞ্চের মাঝখানে একটা স্যাব গাড়িতে বাস করছে সে।'

রিস্টওয়াচে চোখ বুলালো বেলাডোনা। 'আরে, সময় হয়ে এসেছে, দেখছো।' রানার দিকে তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিলো সে। 'তোমাকে···একটা কথা জিজ্ঞেস করবো।' উইণ্ডস্ক্রীন দিয়ে বাইরে তাকালো সে। 'তুমি আর মিসেস লুগানিস···রিটা···?'

'বলো?'

'তোমরা কি···মানে, তোমাদের মধ্যে কি···?'

'আমার লাভার কিনা?' প্রশ্নটা ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলো রানা।

'হ্যাঁ···?'

'না। প্রশ্নই ওঠে না। রিটার স্বামী আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমার সাথে ওকে একা ছেড়ে দিয়েছে দেখে বুঝতে পারছো না

আমাকে কতোটুকু বিশ্বাস করে সে? কিন্তু, বানু না, এর কোনো মানে হয় না, স্রেফ পাগলামি। তুমি ঝানের বান্ধবী, তাই না? আমার কোনো অধিকার নেই···ঝান জানতে পারলে···।'

'তোমাকে খুন করবে।' ঠাণ্ডা এবং শান্ত বেলাডোনা। 'কিংবা তুমি ওকে খুন করবে। তবে এই ব্যাপারটা জানাজানি না হলেও সে হয়তো তোমাকে শেষ পর্যন্ত খুন করবে, রানা। আগেই ভেবে রেখেছিলাম, যাই ঘটুক না কেন, তোমাকে আমি সাবধান করে দেবো। এখন সেই কাজটাই করছি, কিন্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধে—কারণ যে-কোনো কিছুর বিনিময়ে তোমাকে এখানে চিরকালের জন্যে ধরে রাখতে পারলে আমার জীবন সার্থক হবে। কিন্তু তোমাকে রাখতে চাওয়া মানে খুন হতে বলা। তারচেয়ে আমি চাইবো আমার জীবন থেকে সরে যাও সে-ও ভালো কিন্তু বেঁচে থাকো। ডার্লিং রানা। আমার পরামর্শ হালকাভাবে নিয়ো না, প্লিজ। যাও, রানা। যতো তাড়াতাড়ি পারো চলে যাও। ঝানের কাছ থেকে যতোটুকু পারো নিয়ে আজ রাতেই পালাও তুমি, রানা। আজ রাতেই, প্রথম সুযোগেই। এই জায়গা শয়তানদের আস্তানা। তোমার মতো ভালোমানুষদের জন্যে নয়। তুমি ভাবতেও পারবে না কি অশুভ...,' থেমে গেল বেলাডোনা, চেহারায় সতর্ক ভাব।

'অশুভ?'

'তোমাকে সে-কথা বলতে পারবো না। আসলে, খুব একটা বেশি জানিও না, তবে যতোটুকু জানি, মনে করলে গায়ে কাঁটা দেয়। ঝানকে তুমি চেনো না, রানা। দেখে মনে হয় ধনী, হাসিখুশি, উদার ভদ্রলোক। কিন্তু লোকটা একটা হিংস্র পশু, রানা। ধারালো নখ আর থাবা আছে। সেই থাবায় কতোটুকু ক্ষমতা তুমি কল্পনাও করতে

amsimon@yahoo.com www.murchona.com

পারবে না। তার ক্ষমতা র‍্যাঙ্ক ছাড়িয়ে আরো বহুদূর বিস্তৃত। টেক্সাস, আমেরিকা ছাড়িয়ে···।'

'তুমি কি বলতে চাইছো সে এক ধরনের ক্রিমিনাল?'

'আরো জটিল, রানা, আরো জটিল!' দ্রুত, ঘন ঘন মাথা নাড়লো বেলাডোনা। 'সে আমি তোমাকে ব্যাখ্যা করে বলতে পারবো না। আচ্ছা, আমি কি তোমার কাছে···মানে, আসতে পারি, আজ রাতে? না, আজ রাতে সম্ভব নয়। সুযোগ হবে না। কাল রাতে, রানা? অবশ্য আমার পরামর্শ যদি মানো তাহলে আজ রাতেই তুমি চলে যাবে। কিন্তু যদি না যাও, কাল রাতেও যদি থাকো, তোমার কাছে যেতে পারবো আমি?'

'প্লিজ!' আনন্দ প্রকাশের জন্যে আর কোনো শব্দ খুঁজে পেলো না রানা। বেলাডোনাকে ওর মনে হলো কোনো পাহাড় চূড়ার কিনারায় শুয়ে আছে, নিজের ভেতর নিজেকে আড়াল করে।

'এবার আমাদের ফেরা দরকার। দেরি করলেও খান হাসবে, কিন্তু পরে নরকযন্ত্রণায় ভুগতে হবে আমাকে···।'

'কেন! তোমার ওপর সে জোর খাটায় কিভাবে?' রাগে চোখ জ্বলে উঠলো রানার। 'সম্পর্কটা বন্ধুত্বের, তাই না? ইচ্ছে করলে তুমি তাকে এড়িয়ে যেতে পারো না?'

'না, রানা, পারি না!' বিষণ্ণ হেসে বললো বেলাডোনা। 'সব কথা তোমাকে যদি খুলে বলতে পারতাম! শুধু এটুকু বলি, আমি খুব বিপদে আছি। ঈশ্বর জানেন, এই বিপদ থেকে কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে কিনা। বন্ধুত্ব, রানা? তুমি জানো, হারামজাদা বুড়োটা আমাকে বিয়ে করতে চায়? যদি বলি, সব মিথ্যে, খান আমাকে এখানে বন্দী করে রেখেছে? থাক, রানা, তোমার এ-সব শুনে কাজ

নেই। আমার বিপদ আমারই থাক, তোমাকে জড়াতে চাই না। এবার চলো···।'

ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে ছোট্ট আয়নায় নিজের চেহারা দেখলো বেলাডোনা, ঠোঁট মেরামত করলো। ফেরার পথে মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো রানা, 'তোমার কি ভূমিকা সেটা ব্যাখ্যা করতে পারো না? সংক্ষেপে?'

পথ-নির্দেশ দেয়ার ফাঁকে দ্রুত কথা বলে গেল বান্‌না বেলাডোনা। সি. আই. এ-র ফাইলে তার সম্পর্কে যতোটুকু আছে সব মিলে যায়। তার ছেলেবেলা কেটেছে প্যারিসে, একটা এতিমখানায়। মা-বাবার পরিচয় জানা নেই। অজ্ঞাতপরিচয় এক লোক তার নামে এতিমখানায় টাকা পাঠাতো। পড়াশোনার জন্যে আমেরিকায় চলে আসে আঠারো বছর বয়সে। কয়েক বছর পর এক ফরাসী উকিল তাকে চিঠি লিখে জানায়, তার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় মারা গেছেন, বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি আর নগদ টাকা রেখে গেছেন তিনি, সমস্তটাই বান্‌না বেলাডোনার নামে উইল করা। উইলের শর্ত ছিলো, হামিস নামে একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে বেলাডোনাকে। প্রতিষ্ঠানটাকে গড়ে তোলার কাজে নির্দিষ্ট কিছু লোক তাকে সাহায্য করার প্রস্তাব দেবে, তাদেরকে কিভাবে চেনা যাবে তারও সংকেত দেয়া ছিলো উইলে।

সম্পত্তি পাবার কিছুদিন পর খান তার সাথে দেখা করতে এলো। সাথে আরো কয়েকজন লোক। তারা বললো, ওর নেতৃত্বে হামিসকে তারা বিরাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। বেলাডোনা রাজি হলো। নগদ টাকা ওদের হাতে তুলে দিলো সে, সম্পত্তিও কিছু বিক্রি করা হলো। হামিসকে গড়ে তোলার কাজ ওরাই

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

শুরু করলো, মাঝে মধ্যে শুধু তার সাথে আলোচনা করতো। কিন্তু তারপরই ওদের চেহারা বদলাতে শুরু করলো। ইতিমধ্যে বেলাডোনা টের পেয়ে গেছে, লোকগুলোর উদ্দেশ্য ভালো নয়। হামিসের নামে তারা আসলে একটা ক্রাইম সিন্ডিকেট গড়ে তুলছে। প্রতিবাদ করলো সে; কিন্তু তার কথায় হেসে গড়িয়ে পড়লো সবাই। তারপর একে একে ঝান সহ তার সঙ্গী-সাথীরা বিয়ে করার প্রস্তাব দিলো তাকে। বেলাডোনা সিদ্ধান্ত নিলো, আইনের আশ্রয় নেবে সে। কিন্তু সুযোগ হলো না, তার আগেই কিডন্যাপ করা হলো। সেই থেকে এই ঝান র‍্যাঞ্চে বন্দী হয়ে আছে সে।

পালাবার কথা সব সময়ই চিন্তা করে বেলাডোনা। কিন্তু আবার এ-কথাও ভাবে, পালিয়ে লাভ কি? পুলিশের সাহায্য পাওয়া অতো সহজ নয়, তাছাড়া আইনের সাহায্যে ঝানের মতো লোকদের শায়েস্তা করা যায় না। মাঝখান থেকে প্রাণটা হারাতে হবে তাকে। পালিয়ে হয়তো যাওয়া সম্ভব, কিন্তু পালিয়ে থাকা অসম্ভব। ঝান ঠিকই তাকে খুঁজে বের করবে।

'বিয়ের ব্যাপারে এখনো সে তোমাকে···?'

'সে বলছে, দরকার হলে সারাজীবন ধৈর্য ধরবে। এই একটা ব্যাপারে সে জোর খাটাতে চায় না। তাকে নাকি আমার ভালোবাসতে হবে। আমি নিজে থেকে বিয়েতে রাজি হলে তবেই সে বিয়ের আয়োজন করবে···।'

'আর কে··?'

'বলো কে নয়? ল্যাচাসি একজন, আরেকজন···এ-সব জেনে কি লাভ তোমার, রানা? বাদ দাও। এই, ডান দিকে, ডান দিকে ঘোরো···!'

'আচ্ছা···,' শুরু করলো রানা।

'আমাকে আর কথা বলিয়ো না, প্লিজ, রানা। ঝান টের পেয়ে যাবে আমি উত্তেজিত হয়ে আছি। সাবধান, সে যেন কোনো আভাস না পায়।'

'শুধু একটা প্রশ্নের উত্তর দাও,' অনুরোধ করলো রানা। 'ঝান আর ল্যাচাসির মধ্যে কার ক্ষমতা বেশি? আরেকটা প্রশ্ন—সও মং নামটা আগে কখনো শুনেছো?'

'সও মং মানে? এটা আবার কি নাম হলো?'

'বার্মীজ নাম, শুনেছো?'

মাথা নাড়লো বেলাডোনা। 'না। কেন বলো তো?'

'শুনেছিলাম এই নামের একটা লোক নাকি থাকে এখানে, যাকগে। আমার প্রথম প্রশ্ন ছিলো···।'

'ক্ষমতা কার বেশি বলা মুশকিল, রানা,' খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললো বেলাডোনা। 'ওদের সম্পর্কটাও জটিল···দু'জনেই একটা সীমা পর্যন্ত হোমো বলে সন্দেহ হয় আমার। মাঝে মধ্যে মনে হয় ল্যাচাসির পরামর্শ ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারে না ঝান, অথচ বেশিরভাগ সময় দেখি নেপথ্যে নিজেকে লুকিয়ে রাখে ল্যাচাসি। ওরা তো আর আমাকে বিশ্বাস করে সব কথা বলে না, কাজেই ঠিক বলতে পারবো না। প্লিজ, রানা, এবার আমাকে দম নিতে দাও!'

ছোট্ট একটা রাস্তা ধরে এগোলো স্যাব, টারাকে ঘিরে থাকা মসৃণ লনের কাছাকাছি পৌঁছে গেল ওরা। তারপর গাছপালার উঁচু আর চওড়া একটা বেষ্টনী ভেদ করলো গাড়ি। বোঝা গেল ঢালের মাথা থেকে রানা আর রিটা রেসিং সার্কিট-টাকে কেন দেখতে পায়নি।

গাছগুলো সব কিছু আড়াল করে রেখেছে। গোটা র‍্যাঞ্চ লে-

আউটের এইটাই সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য, গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি কাঠামো বা রাস্তা সবুজ বনজঙ্গল দিয়ে ঘেরা। বৃত্তাকার বিশাল রেস ট্র্যাক-টাও তাই। বেশ চওড়া ট্র্যাক, পাশাপাশি তিনচারটে গাড়ি দাঁড়াতে পারবে। বাড়ির কাছাকাছি বাঁকগুলো তেমন জটিল বা তীক্ষ্ণ নয়, কিন্তু দূর প্রান্তের দিকে যেতে মাঝামাঝি জায়গায় ছলচাতুরির আশ্রয় নেয়া হয়েছে—কোণটা বিপজ্জনক, ব্যারিয়ার থাকায় এতো সরু হয়ে আছে রাস্তা যে কোনো রকমে শুধু একটা গাড়ির জায়গা হবে। প্রতিযোগীদের ভাষায় এ-ধরনের বাঁককে শিকেইন বলে। তারপরই ডান দিকে তীক্ষ্ণ একটা বাঁক। পরবর্তী বাঁকটা, এবড়োথেবড়ো বৃত্তের শেষ প্রান্তে, দেখতে অনেকটা ইংরেজী 'জেড' অক্ষরের মতো।

গোটা বৃত্তটা আট মাইল হবে। কোথায় কি সুবিধে-অসুবিধে, বিপদের মাত্রা ইত্যাদি দেখে রাখলো রানা।

শেষ প্রান্তে উঁচু একটা কাঠের মাচা মতো রয়েছে, অদূরে খাদ আর গর্ত। মাচার নিচে এইমাত্র পৌঁচাচ্ছে লাল মাস্টাঙ, ঝান আর রিটাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে তৈরি হয়ে রয়েছে কঙ্কালসার পিয়েরে ল্যাচাসি।

সার্কিটের পাশের রাস্তা ধরে এলো সাব। কাছাকাছি আসার পর ঝান আর রিটাকে পরিষ্কার দেখতে পেলো ওরা, স্যাবের মতোই রূপালি একটা গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এই মুহূর্তে হুইলে বসে রয়েছে পিয়েরে ল্যাচাসি।

'খুব সাবধান, রানা,' শান্ত গলায় বললো বেলাডোনা, ইতিমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছে সে। 'হুইলের পিছনে ল্যাচাসি বিপজ্জনক লোক। এক্সপার্ট তো বটেই, নিজের হাতের মতো এই ট্র্যাকটা তার চেনা। সবচেয়ে খারাপ কি জানো, অ্যাক্সিডেন্টের পর ভয় বলে

কোনো অনুভূতি নেই ওর—না নিজের জন্যে, না আর কারো জন্যে।'

'আমি নিজেও খুব খারাপ নই,' ঝান আর ল্যাচাসির ওপর রাগ-টা ছোটো ছোটো বিস্ফোরণের আকারে গলার গভীর থেকে উঠে এলো। 'ওরা যদি এই রেসে ছল-চাতুরীর আশ্রয় নেয়, পিয়েরে ল্যাচাসিকে দু'একটা সবক শেখাতে বাধ্য হবো আমি, বিশেষ করে, আমার সাথে প্রতিযোগিতা করার যোগ্যতা যদি থাকে তার। আমি শুধু আমার সমতুল্য কারো সাথে…' থেমে গেল রানা, দলটার কাছে চলে এসেছে ওরা, রূপালি গাড়িটাকে চেনা যাচ্ছে। ব্রেক করে গাড়ি থামালো ও, দরজা খুললো, স্যাবের সামনে দিয়ে ঘুরে চলে এলো বেলাডোনাকে নামতে সাহায্য করার জন্যে। ওর পিছনে এসে দাঁড়ালো মলিয়ের ঝান, মৃদু চাপড় মারলো পিঠে, খল খল করে হাসছে।

'কেমন এনজয় করলেন? চমৎকার না? এবার বুঝতে পেরেছেন তো ঝান র‍্যাঙ্ক নিয়ে কেন আমার এতো গর্ব?'

'সত্যি, দারুণ একটা জায়গা।' হাসিমুখে রিটার দিকে তাকালো রানা। 'তাই না, রিটা? মন ভরিয়ে দেয় না?'

'কাছেও টানে,' জবাব দিলো রিটা। তার গলার স্বরে কাঠিন্যের রেশ রানা শুধু একা টের পেলো। ও একাই দেখলো বান্না বেলা-ডোনার দিকে মাঝে মধ্যেই ছুরির মতো ধারালো চোখে তাকাচ্ছে রিটা।

'কাল,' প্রায় হাঁক ছেড়ে বললো মলিয়ের ঝান, চোখের কোণ দিয়ে ঘনঘন বার কয়েক তাকালো পার্ক করা রূপালি গাড়িটার দিকে। 'আপনার কি মনে হয়, আপনারা সমান যোগ্য, মিঃ রানা? কাল ল্যাচাসি আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী হবে। কাল সকালে হলেই ভালো,

amsumon@yahoo.com
www.murchona.com

আমার ধারণা। কারো কিছু বলার আছে?'

পিয়েরে ল্যাচাসির দিকে তাকালো রানা, শেলবি-আমেরিকান জি-টি থ্রি-হানড্রেড-ফিফটিতে বসে আছে। ষাট দশকের শেষ দিকে হাই-পারফরম্যান্স কমপিটিশন কার হিসেবে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিলো ওটা। বডি আগের চেয়ে আরো হালকা করা হয়েছে, টু-হানড্রেড-এইটিনাইন ভি-এইট এঞ্জিন।

রানার দৃষ্টি লক্ষ্য করে মাথা নাড়লো খান। 'চেহারা দেখে ওটার বিচার করবেন না, মিঃ রানা। বিশ বছরের পুরনো গাড়ি, কিন্তু গাড়ি বটে একখানা। এই ট্র্যাকে সব গাড়িকে ওটা দাবড়ে বেড়াবে, হোক না আপনারটা টারবো। আপনি রাজি তো, মিঃ রানা?' রানার দিকে একটা হাত লম্বা করে দিলো সে।

হাতটা ধরলো রানা। 'অবশ্যই। দারুণ মজা হবে।'

ঘাড় ফেরালো খান, হাঁক ছেড়ে ল্যাচাসিকে বললো, 'কাল, পিয়েরে। রোদ তেতে ওঠার আগে, এই ধরো সকাল দশটার দিকে। এইট ল্যাপস, ঠিক আছে, মিঃ রানা?'

'টেন, ইফ ইউ লাইক।' যদি দর্শনীয় ড্রাইভিং দেখারই শখ চেপে থাকে, রানা ওদের হতাশ করবে না।

'গুড। ছেলে-ছোকরাদের কয়েকজনকে আমন্ত্রণ জানাবো। ভালো একটা রেস দেখার সুযোগ পেলে ধন্য হয়ে যাবে ওরা।' তারপর, হঠাৎ করে গলার স্বর বদলে বান্না বেলাডোনার দিকে তাকালো খান। 'চলো, তাহলে ফেরা যাক। রাতে আমার দু'একটা কাজ আছে, তাছাড়া ডিনারের আগে মিঃ রানার সাথেও কথা হওয়া দরকার। আমার ধারণা, ভদ্রমহিলারাও বোধহয় একটু ফ্রেশ হয়ে নিতে চাইবেন।'

রানাকে মৃদু, মিষ্টি হাসি উপহার দিলো বেলাডোনা। 'আমাকে গাইড হিসেবে বেছে নেয়ার জন্যে ধন্যবাদ, মিঃ রানা। সময়ের অভাবে খান র‍্যাঞ্চের আরো কিছু জায়গা আপনাকে দেখানো হলো না, সেজন্যে আমি সত্যি দুঃখিত।'

'মাই প্লেজার।' রিটার জন্যে ক্যাবের দরজা খুলে দিলো রানা, রিটাও ধন্যবাদ জানালো মলিয়ের খানকে। গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিলো রানা। বেলাডোনার কাঁধে হাত রাখলো মলিয়ের খান, রানার যেন মনে হলো ব্যথা পেয়ে কেঁপে গেল বেলাডোনার শরীর।

'গাইড হিসেবে আমাকে বেছে নেয়ার জন্যে ধন্যবাদ, মিঃ রানা।' বিকৃত গলায় ভেঙচালো রিটা। 'মাই প্লেজার, বান্না, মাই প্লেজার! তুমি একটা কেঁচো, রানা।'

'তার পরীক্ষা পরে নিয়ো,' হাসিমুখে বললো রানা। 'কিন্তু কি জেনেছি শোনো আগে। যাকে তুমি পছন্দ করছো না, সেই বান্না বেলাডোনাই সম্ভবত এখানে আমাদের একমাত্র বন্ধু। কনফারেন্স সেন্টারে ঢোকা এখন আর কোনো সমস্যা নয়। একটা রাস্তা দেখে এসেছি, ওখানে পরে যাবো। আজ রাতে আমরা ল্যাবরেটরী আর পিছনের বিল্ডিঙে যেতে চাই। খানের সঙ্গ কেমন লাগলো তোমার?'

জবাব দিলো না রিটা। রানার মুখ থেকে খবরগুলো শুনে এক, দুই, তিন, এভাবে গুনতে শুরু করেছে সে। '...একশো...,' শেষ করলো গোনা। 'যদি সত্যি কথা জানতে চাও, রানা, ওদের একজনকেও আমি বিশ্বাস করবো না। আর খানের কথা যদি বলো, রাক্ষসী বেলাডোনাকে সে বিয়ে করতে চায় এটা জানা না থাকলে আমি ধরে নিতাম লোকটা সমকামী।'

'প্রথম ঢিলেই পাখি পড়েছে,' বললো রানা। টারার গাড়ি-পথে

anisumon@yahoo.com
www.murchona.com©

পৌঁছে গেল স্যার।

বসে আছে রানা, হাতে ভোদকা মার্টিনি, বারান্দায় মলিয়ের খানের মুখোমুখি হয়েছে ও। পিছনে, মাথার ওপর ঝুলে রয়েছে পিয়েরে ল্যাচাসি।

'এ আপনি ঠিক বলছেন না, মিঃ রানা!' আপাততঃ হাস্যরসিকের ভূমিকা থেকে সরে এসেছে মলিয়ের খান। 'প্রিন্টগুলো হয় বিক্রির জন্যে, নয়তো বিক্রির জন্যে নয়। হ্যাঁ বা না, একটা কিছু পরিষ্কার শুনতে চাই আমি। দু'জন কেউ কাউকে বাজিয়ে দেখতে ছাড়িনি, কিন্তু এখন আমি আপনাকে নির্দিষ্ট একটা প্রস্তাব দিতে চাই।'

ছোট্ট একটা চুমুক দিলো রানা, সাইড টেবিলে আস্তে করে রাখলো গ্লাসটা, তারপর আবার একটা সিগারেট ধরালো। 'ঠিক আছে, মিঃ খান। আপনি যেমন বলছেন, বাজিয়ে দেখা শেষ। কঠিন সব নির্দেশ দিয়ে পাঠানো হয়েছে আমাকে। বলছি তাহলে। হ্যাঁ, প্রিন্টগুলো বিক্রির জন্যেই।'

সশব্দে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো খান।

'...ওগুলো বিক্রি করা হবে নিলামে, নিলাম অনুষ্ঠিত হবে নিউ ইয়র্কে, আজ থেকে এক হপ্তার ভেতর।'

'নিলামে অংশগ্রহণ করার কোনো ইচ্ছে আমার নেই...,' শুরু করলো খান, একটা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলো রানা।

'সর্বসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত ওই নিলাম নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত হবে, এক হপ্তার ভেতর, যদি না তার আগে নির্দিষ্ট একটা মূল্যের প্রস্তাব আমি পাই। পুরো সেটের একটা মূল্য আগেই স্থির করা হয়েছে,

কিন্তু সেটা গোপন একটা তথ্য। ফাঁস করার অধিকার আমি রাখি না।'

'বেশ...,' ঢোক গিললো খান, 'আমি আপনাকে অফার করছি...।'

'থামুন,' তাকে থামিয়ে দিলো রানা। 'আপনাকে আমার সাবধান করে দেয়া দরকার। যিনি প্রথম অফার দেবেন, নিলামের বাইরে, তিনি শুধু একবারই অফার দিতে পারবেন। তারমানে হলো, মিঃ খান, আপনার এখনকার অফার যদি স্থির করা গোপন মূল্যের চেয়ে কম হয়, পরে আর আপনি নিলামে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। অন্য ভাষায়, আপনাকে ভেবে-চিন্তে সাবধানে অফার দিতে হবে।'

এই প্রথম, রানার মনে হলো, মলিয়েরের চেহারায় অশুভ একটা ভাব ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। 'মিঃ রানা,' বললো সে, 'আপনাকে দুটো প্রশ্ন করতে পারি?'

'করতে পারেন। উত্তর দেয়ার হলে দেবো।'

চেহারা দেখে মনে হলো, না-ঘাবড়াবার চেষ্টা করে যাচ্ছে খান। 'ঠিক আছে। প্রথমটা সহজ। প্রতিটি মানুষেরই, আমার অভিজ্ঞতা বলে, একটা দাম আছে। আমি ধরে নিতে পারি আপনার ভেতরও অপরাধপ্রবণতা আছে?'

মাথা নাড়লো রানা। 'না, অন্তত এই ব্যাপারটায়, কেউ আমাকে ঘুষ দিতে পারবেনা। আশপাশে মিসেস লুগানিস রয়েছেন। তাছাড়া, একটা লিগ্যাল অবলিগেশনে আমার হাত-পা বাঁধা। আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন?'

'স্থির করা মূল্যটা কি সত্যিকার দামের ওপর ভিত্তি করে...?'

'সত্যিকার দাম বলে কিছু নেই। প্রিন্টগুলো আসল। তবে, আপ-

ahmsumon@yahoo.com www.murchona.com

নাকে ভরসা দেয়া ... বলতে পারি, মিনিমাম আর ম
এর মাঝামাঝি একটা মূল্য স্থির করা হয়েছে। নিলামে স
কি দাম বা সবচেয়ে বেশি কি দাম উঠতে পারে সেটা আ
...কাজটা কমপিউটর করেছে, আর কমপিউটরের কাজ আ
বুঝি না।'

চারদিক থেকে ডাক ছাড়ছে ঝিঁ-ঝিঁ পোকারা। সন্ধ
আসার সাথে সাথে দূর আকাশে উঁকি দিচ্ছে আধখানা চাঁ
কতার মাঝখানে মলিয়ের খানের কাশি শুনতে পেলো রান

'ঠিক আছে, মিঃ রানা। ঢিল ছোঁড়াছি বুঝি আমি নো
মিলিয়ন ডলার।'

খানকে নিয়ে আসলে মজা করছিল রানা, কোনো অং
ভাবেনি। কথা বলার সময় মনে মনে হাসলো ও। 'টার্গে
ছেন, মিঃ খান। ওগুলো আপনারই। এখন কি করতে বলেন
প্রফেসরকে ফোন করবো? হাত মেলাবো আমরা, বি
কিছু...?'

'উফ্, কি কষ্টটাই না দিয়েছেন আপনি আমাকে, মাই
না, এখুনি কাউকে কিছু জানাবার দরকার নেই। ব্যাপারট
একটু এগিয়ে নিয়ে যাই আমরা। আমার একটা প্রশ্নের উ
আপনি কি চেষ্টা করলে এক মিলিয়ন ডলার যোগাড় কর
বেন? আমি বলতে চাইছি, এখন, এই মুহূর্তে?'

'কে, আমি নিজে?'

'প্রশ্নটা আপনাকেই আমি করছি।'

'এই মুহূর্তে পারবো না। তবে এক আধদিন সময় পেলে
হয় পারবো। হ্যাঁ, সম্ভব। কেন?'

Sumon

A lonely man in the crowded planet